1·5

মহারানী কুন্তী

মহারানী কুন্তী

মহামহোপাধ্যায়
ডঃ যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ত তীর্থ, ডিলিট্‌

[illegible]

মহারাণী কুন্তী

৺মহামহোপাধ্যায় ডক্টর যোগেন্দ্র নাথ বাগচী,
তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের
গবেষণা বিভাগের ভূতপূর্ব দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক

শ্রীবলরাম ধর্মসোপান
পোঃ—খড়দহ, ২৪ পরগণা
পশ্চিমবঙ্গ

প্রকাশক

শ্রীহয়গ্রীব রামানুজদাস

(শ্রীহরিভূষণ বসু)

শ্রীবলরাম ধর্মসোপান

খড়দহ, ২৪ পরগণা

প্রাপ্তিস্থান

১। শ্রীবলরাম ধর্মসোপান
খড়দহ, ২৪ পরগণা

২। আইডি এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
১০১, বিবেকানন্দ রোড,
কলিকাতা-৬

৩। মহেশ লাইব্রেরী
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

৪। শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

৫। ডাঃ ননীলাল ঘোষ
৫০নং ক্ষেত্র মিত্র লেন,
সালকিয়া, হাওড়া

শ্রীগুরুপূর্ণিমা — ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

মূল্য—২.৭৫ নঃ পঃ

শ্রীধর্মসোপান প্রেস, খড়দহ, ২৪ পরগণা হইতে শ্রীযতীন্দ্র রামানুজদাস কর্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মুখবন্ধ

পরলোকগত পরমপূজ্যপাদ গুরুদেব মহারাণী কুন্তী নামক যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহা ধারাবাহিকভাবে উজ্জীবন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমানে উক্ত পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে যাইতেছেন। সেজন্য তাঁহারা আমাকে মুখবন্ধ লিখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ইহা আমি আমার পক্ষে অতিশয় গৌরব ও আনন্দের বিষয় বলিয়া মনে করি।

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূর্ত্ত বিগ্রহ আমার গুরুদেব যে দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্লেষণশক্তি লইয়া মহারাণী কুন্তীর চরিত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পক্ষেই সম্ভব। গ্রন্থকার মহাভারতকারের বর্ণিত কুন্তীচরিত্রের একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি উপস্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে তিনি যুগোপযোগী করিবার প্রয়াসের দ্বারা পরিচালিত হইয়া কোন মত আরোপ করেন নাই। মূল মহাভারতের মর্য্যাদা সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই মহারাণী কুন্তীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আমাদের সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই গ্রন্থ আমি যতবার পাঠ করিয়াছি, ততবারই আমার নিকট ইহা নূতনরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। আমার মনে হইয়াছে যে, দীর্ঘদর্শিনী মহাভাগা পতিব্রতা কুন্তী যেন গ্রন্থকারের নিকট নিজে আসিয়া তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃস্থলের অব্যক্ত গভীর বেদনা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন।

মহারাণীর চরিত্রের যতগুলি দিক হইতে আলোচনা করা সম্ভব হইতে পারে, তাহার সমস্ত দিক হইতেই এই গ্রন্থে আলোচনা করা হইয়াছে। আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, গ্রন্থকার মহারাণী কুন্তীর চরিত্রের যে অনন্ত আদর্শ উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান যুগের ভারতীয় নারীগণের নিকটে জীবনের সর্বপ্রকার প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য্য ও প্রেরণা সঞ্চার করিতে থাকিবে।

৪১, বাবু বাগান,
ঢাকুরিয়া,
২০-৫-৬৩।

শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায়
নিদেশক, নবনালন্দা মহাবিহার,
ভূতপূর্ব আশুতোষ অধ্যাপক এবং
সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

মহারাণী কুন্তী

অবতরণিকা

মহাভারত ভারতবাসীর যথাসর্বস্ব। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বরূপ কি, তাহা নিবিষ্টচিত্তে মহাভারত অধ্যয়ন না করিলে কিছুতেই জানা যায় না। যে দৃষ্টি লইয়া মহাভারত অধ্যয়ন করা আবশ্যক, সেই দৃষ্টিই আমাদের ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া গিয়াছে। আন্বিক্ষীকি ত্রয়ী বার্ত্তা এবং দণ্ডনীতি এই চতুর্বিধ শাস্ত্রের সম্যক্ তাৎপর্য মহাভারতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে যে সকল দেশ, পর্বত, নদী, সরোবর, অরণ্য প্রভৃতি আছে তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় মহাভারতে বিবৃত হইয়াছে। এই সমস্ত পরিচয় না জানিয়া ভারতে বাস করা বিদেশে বাস করারই তুল্য বটে। এই দেশের পরিচয় সম্যক্‌রূপে অবগত হইলে তবেই আমাদের নিকট ভারতবর্ষ স্বদেশরূপে প্রতীত হইবে। আর এই পরিচয় না জানিয়া ভারতবর্ষে বাস করিলেও ভারতের অধিবাসীত্বের অভিমান জাগিবে না—আমরা ভারতের অধিবাসী না হইয়া ভারতের ভাড়াটিয়া হইয়া থাকিব। যাহার ভারতবর্ষে সুদৃঢ় ও মমত্ব অভিমান নাই তাহার দ্বারা ভারতের কল্যাণ সাধিত হইবার উপায় নাই। ভারতবর্ষে যে সমস্ত নগরী, তীর্থ প্রভৃতি বিরাজমান রহিয়াছে তাহাদের পরিচয় জানিতে হইলে মহাভারত অবশ্যপাঠ্য। যে কোন স্থানের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইতে

হইলে তাহার অতীত ঐতিহ্য জানা একান্ত আবশ্যক। অতীত ঐতিহ্য-সমূহ না জানিয়া সেই স্থান দর্শন করিলেও তাহার কোন গৌরব অনুভূত হইবে না। আজও দেখিতে পাওয়া যায় সুপ্রসিদ্ধ দিল্লী ও আগ্রা নগরী দেখিবার জন্য যাঁহারা গমন করেন, তাঁহারাও সেই নগরীর সহিত পরিচিত হইবার জন্য উপযুক্ত প্রদর্শক (Guide) লইয়া যান। প্রদর্শক না থাকিলে ঐ সমস্ত নগরী-দর্শন কতকগুলি ইষ্টক-প্রস্তর দর্শনতুল্য হইয়া থাকে।

পুরীধামে শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কন্থা কমণ্ডলু সযত্নে রক্ষিত আছে। গৌরাঙ্গদেবের গম্ভীরাতে এইগুলি দেখান হয়। যদি প্রদর্শক এইগুলি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কন্থা ও কমণ্ডলু না বলিয়া দিতেন তবে গৌরাঙ্গদেবের কন্থাও দর্শকের নিকটে জীর্ণ-শীর্ণ বস্ত্রখণ্ড বলিয়াই উপেক্ষিত হইত। কিন্তু দর্শক যখন এই কন্থা ও কমণ্ডলু গ্লাশ্‌কেসে সুরক্ষিত দেখিতে পান এবং প্রদর্শক যখন এইগুলি গৌরাঙ্গদেবের নিত্য ব্যবহার্য বলিয়া বুঝাইয়া দেন, তখন দর্শক তাহা দর্শন ও স্পর্শ করিয়া নিজের জীবনকে ধন্য ধন্য বলিয়া মনে করেন। যাঁহারা পুরীধামে গমন করিয়া গৌরাঙ্গদেবের এই কন্থা ও কমণ্ডলু দর্শন করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেকে আমাদের এই উক্তির তাৎপর্য বুঝিতে পারিবেন। এইরূপ মহারাজ শিবাজীর হাতের তরবারী ও মহারাণা প্রতাপসিংহের তরবারী প্রদর্শক যখন দর্শককে পরিচিত করাইয়া দেন, তখন দর্শক সেই তরবারী দর্শন ও স্পর্শ করিয়া ভারতের সুমহান্ অতীত গৌরব নিজের হৃদয়ে অনুভব করিয়া ভাবে গদ্‌গদ হইয়া থাকেন। এইরূপ ভারতবাসীর অশেষ সৌভাগ্যের বিজয়পতাকাস্থানীয় এই যে মা ভাগীরথী গঙ্গা, ইহার অতীত ঐতিহ্য না জানিয়া গঙ্গা দর্শন করিলে সাধারণ জল দর্শন অপেক্ষা কোনও বৈলক্ষণ্য থাকিবে না। যিনি মা ভাগীরথীর অগণিত ঐতিহ্যরাশি—যাহা রামায়ণ, মহাভারতে বিবৃত

হইয়াছে তাহা—সম্পূর্ণ অবগত হইয়া গঙ্গার সমীপবর্তী হইবেন তাঁহার নিজের হৃদয়ে এক অপূর্ব শান্তি অনুভব করিবেন। শ্রদ্ধার আতিশয্যে ভক্তির উদ্রেকে দ্রষ্টার হৃদয় মা গঙ্গার নিকট আনত হইয়া পড়িবে এবং তিনি অসাধারণ পবিত্রতা হৃদয়ে অনুভব করিবেন। আমার জীবনের একটি ঘটনা এখানে বলিতেছি—আমি গঙ্গাহীন দেশের লোক, বাল্যাবধি কখনও গঙ্গা দর্শন করি নাই। আমি কিশোর অবস্থায় আমার পরমারাধ্য স্বর্গীয় অধ্যাপক গোপালনাথ তর্কতীর্থ মহাশয়ের সহিত কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার সহিত গঙ্গাস্নান করিতে যাই। গঙ্গার তটে বসিয়া তিনি যখন আমাকে গঙ্গাদর্শনের মন্ত্রগুলি পড়াইতেছিলেন—

"অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্।
সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপাং তাং পশ্যামি চর্মচক্ষুষা॥
স্বর্গারোহণসোপানং তদীয়মুদকং যতঃ।
অতঃ স্পৃশামি পাদাভ্যাং প্রসন্না ক্ষন্তুমর্হসি॥"

—এই মন্ত্রগুলি তাঁহার মুখে শুনিয়া যখন আমি উচ্চারণ করিতেছিলাম তখন আমি বিহ্বল হইয়া অনবরত অশ্রুবিসর্জন করিতেছিলাম। সেই দিনের কথা এখনও মনে হইলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'কোন্ দেশ, কোন্ জনপদ, কোন্ আশ্রম সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ?' তদুত্তরে পিতামহ ভীষ্ম বলিয়াছিলেন—'তে দেশাস্তে জনপদাস্তে শ্রমাস্তে চ পর্বতাঃ। যেষাং ভাগীরথীগঙ্গামধ্যেনেতি সরিৎবরা'। [অনুশাসন পর্ব, অধ্যায় ২৬, শ্লোঃ ২৬] ইহার অভিপ্রায়—সেই দেশ, জনপদ, আশ্রম ও পর্বতই শ্রেষ্ঠ, যাহার মধ্যভাগ দিয়া সরিৎশ্রেষ্ঠা ভাগীরথী প্রবাহিতা হইয়াছেন।

এইরূপ অসংখ্য কথা কেবল ভাগীরথী গঙ্গার সম্বন্ধে নহে ভারতীয় দেশ, জনপদ, নদী, পর্বত, অরণ্য, সরোবর, তীর্থ, নগরাদির সম্বন্ধে অসংখ্য কথা বলিয়াছেন যাহা জানিয়া সেই সেই দেশাদি দর্শন করিলে প্রত্যেক দ্রষ্টারই হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইবে। কিন্তু না জানিয়া দর্শন করিলে দর্শন করা না করার মধ্যে কোন বিশেষ ভেদ থাকিবে না। এইজন্য আজ আমরা প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী কুন্তীর কিঞ্চিৎ আলোচনা মহাভারত হইতে করিব।

মহাভারত সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের পরিপূর্ণ প্রতিবিম্ব। মহাভারতের অনুক্রমণিকা পর্বে বলা হইয়াছে যে,—

"বিস্তারং কুরুবংশস্য গান্ধার্য্যা ধর্মশীলতাম্
ক্ষত্তুঃ প্রজ্ঞাং ধৃতিং কুন্ত্যাঃ সম্যগ্ দ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ।" (৯৯ শ্লোক)

এই অধ্যায়টি মহাভারতের প্রথম অধ্যায়। এই প্রথম অধ্যায়ে ভগবান ব্যাসদেব মহাভারতে যে সমস্ত অসাধারণ চরিত্রের বর্ণনা করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে মহারাণী গান্ধারী, মহামতি বিদুর ও মহারাণী কুন্তীর চরিত্র বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকের অভিপ্রায় এই যে এই মহাভারতে কুরুবংশের বিস্তার, মহারাণী গান্ধারীর অসাধারণ ধর্মশীলতা, মহামতি বিদুরের অসাধারণ প্রজ্ঞা ও মহারাণী কুন্তীর অসাধারণ ধৈর্যশীলতা বর্ণিত হইবে। ভগবান ব্যাসদেব মহাভারতে অসংখ্য চরিত্রের বর্ণনা করিলেও উক্ত তিনটি চরিত্রের প্রতি বিশেষ-ভাবে শ্রোতৃবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই সমস্ত চরিত্র এত গাম্ভীর্যপূর্ণ ও এত সুপবিত্র যাহা আমাদের ন্যায় হীনজনের লেখায় প্রকাশিত হইতে পারে না। তথাপি ইহাদিগের চরিত্র আলোচনায় আলোচকের চিত্তশুদ্ধি, পাপক্ষয় ও নিজের আনন্দলাভ হইয়া থাকে বলিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

মহারাণী কুন্তীর চরিত্র এমনই অসাধারণ যে সেই চরিত্র আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নিজের অসামর্থ্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার অবসর থাকে না। যাহার চিত্ত নির্মল ও পূর্ণ ধর্মভাবে প্রতিষ্ঠিত, মাত্র তিনিই এই পরম পবিত্র চরিত্রের আলোচনায় সমর্থ। আমার মত ক্ষুদ্র হীন ও অধার্মিকের এই চরিত্র আলোচনার অধিকার নাই। তথাপি কেন যে প্রবৃত্ত হইলাম তাহা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।

প্রথম অধ্যায়

যদুবংশীয় মহারাজ শূরের প্রথমা কন্যা পৃথাদেবী জন্মগ্রহণ করিলে৷ মহারাজ শূরের পিসতুত ভাই এবং মহারাজ শূরের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ— মহারাজ কুন্তিভোজের নিকট মহারাজ শূর পৃথাদেবীকে প্রদান করিয়াছিলেন। মহারাজ শূর পূর্বেই কুন্তিভোজের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন—"আমার প্রথম সন্তান তোমাকে প্রদান করিব।" মহারাজ কুন্তিভোজ নিঃসন্তান ছিলেন। এই প্রতিশ্রুতি মত শূর-দুহিতা পৃথাকে মহারাজ কুন্তিভোজ কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পৃথা কুন্তিভোজের গৃহেই পালিত হইয়াছিলেন ও তাহার বিবাহের ব্যবস্থাও কুন্তিভোজই করিয়াছিলেন। কোন এক সময়ে মহারাজ কুন্তিভোজের গৃহে তীব্র তেজস্বী, মহাদীর্ঘকায়, শ্মশ্রু-দণ্ড-জটা-ধারী, অতি সুন্দর ও সুদর্শন অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত, তপস্যার তেজে প্রজ্বলিত, তপঃস্বাধ্যায়শীল, মধুরভাষী, মহাতপস্বী দুর্বাসা উপস্থিত হইয়া মহারাজ কুন্তিভোজকে বলিয়াছিলেন—"হে মহারাজ কুন্তিভোজ! আমি ভিক্ষাগ্রহণ করিয়া তোমার গৃহে কিছুদিন থাকিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু আমি যখন তোমার গৃহে বাস করিব তখন তুমি বা তোমার অন্য কোনও লোক আমার অভিপ্রায়ের বিপরীত আচরণ যেন না করে। ইহাতে যদি তুমি সম্মত হও তবে আমি কিছুকাল তোমার গৃহে বাস করিতে পারিব। আমি যখন তোমার গৃহে বাস করিব তখন আমার ইচ্ছানুসারে যখন তখন গৃহে আগমন করিব। কিন্তু সব সময় যেন আমার গৃহে শয্যা, আসন প্রভৃতি আমার ব্যবহার্য বস্তু সুশৃঙ্খলভাবে প্রস্তুত থাকে। ইহার যেন কখনও অন্যথা না হয়।" মহর্ষি দুর্বাসা

মহারাজ কুন্তিভোজকে এইরূপ বলাতে মহারাজ প্রসন্নচিত্তে দুর্বাসার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন এবং দুর্বাসার কথা অনুসারে মহারাজ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এই মহর্ষি দুর্বাসা যথেচ্ছাচারী এবং কোপন-স্বভাব, তাঁহাকে গৃহে রাখিয়া তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহার সেবা করা নিতান্ত সহজ নহে। এজন্য মহারাজ কুন্তিভোজ মহর্ষি দুর্বাসাকে বলিয়াছিলেন, "হে মহর্ষে! আমার পৃথা নামক এক যশস্বিনী কন্যা আছে। সেই কন্যা সুশীলা ও সদ্বৃত্তা, সাধ্বী, নিয়মসমন্বিতা ও অতি সহৃদয়া। সেই আপনার সেবা করিবে ও আপনার যাহা কিছু অপেক্ষিত তাহা সম্পাদন করিবে। আপনার পূজার তাহার দ্বারা কোনও ত্রুটি হইবে না। আমার মনে হয়, আমার সেই কন্যার শীল ও বৃত্ত দ্বারা আপনি সন্তুষ্ট হইবেন।" এই বলিয়া মহর্ষি দুর্বাসাকে মহারাজ কুন্তিভোজ স্বীয়গৃহে স্থাপনপূর্বক যথাবিধি অর্চনা করিয়া স্বীয় কন্যা পৃথার নিকট আগমন করিয়া বিশেষ আদরের সহিত স্বীয় কন্যা পৃথাকে বলিয়াছিলেন,—"হে বৎসে! এক মহাতপস্বী ব্রাহ্মণ আমার গৃহে কিছুদিন বাস করিতে ইচ্ছা করেন। আমিও তাঁহার কথানুসারে স্বীকৃত হইয়াছি। আমি তোমার প্রতি নির্ভর করিয়াই মহর্ষির প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছি। তুমি অত্যন্ত দত্তচিত্তা ও একাগ্রমনা হইয়া এই তপস্বী ব্রাহ্মণের আরাধনা করিলেই আমি ঋষির নিকট যথার্থভাষী হইতে পারিব। তুমি আমাকে সত্যবাদিরূপে রক্ষা করিবার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিবে। এই ব্রাহ্মণ অতি তপস্বী, স্বাধ্যায়নিরত এবং মহাতেজস্বী। ইনি যখন তোমাকে যাহা বলিবেন তুমি তখনই তাহা অতি সরলচিত্তে সম্পাদন করিবে। ব্রাহ্মণমাত্রই অতি তেজঃসম্পন্ন ও তপস্যাসম্পন্ন। ইঁহাদের অনুগ্রহেই জগৎ সুস্থভাবে অবস্থান করে এবং ইঁহাদের অপমানে বহু তেজস্বী অসুর দানব প্রভৃতি বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। হে বৎসে! আমি তোমার

প্রতি এই মহাভার অর্পণ করিতেছি। তুমি সর্বদা একাগ্রচিত্ত হইয়া এই ব্রাহ্মণের আরাধনা করিবে। হে নন্দিনী! আমি তোমার বাল্যকাল হইতে তোমার অসাধারণ সেবার ভাব অবগত আছি; ব্রাহ্মণবর্গ, গুরুবর্গ, বন্ধুবর্গ, মিত্রবর্গ, সম্বন্ধিবর্গ এবং মাতৃবর্গ এমন কি দাসদাসীগণেরও প্রতি তোমার অসাধারণ সানুকম্প দৃষ্টি আছে এবং আমার সেবার প্রতি তোমার যথেষ্ট অনুরাগ আছে। তোমার এই অসাধারণ সেবাগুণে আমার রাজ্যের সকলেই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং আকৃষ্ট; আমার এই নগরীর এবং অন্তঃপুরের কেহই তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নহে। হে শোভনাঙ্গী! তোমার সাধুবৃত্তির দ্বারা সমস্ত ভৃত্যজনও তোমার প্রতি আকৃষ্ট। তোমাকে এই সকল কথা বলিবার কোনই আবশ্যকতা ছিল না, কিন্তু এই ব্রাহ্মণ অত্যন্ত কোপন-স্বভাব বলিয়া তোমাকে বলিলাম।

হে পৃথে! তোমার বয়স অল্প এবং আমার কন্যা বলিয়া এত কথা বলিলাম। তুমি বৃষ্ণিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং বৃষ্ণিবংশীয় শূরের তুমি অতি প্রিয়তমা কন্যা। তুমি বৃষ্ণি-বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও তোমার পিতার আমার প্রতি অত্যন্ত ভালবাসা আছে বলিয়া তোমাকে আমার নিকটে দিয়াছেন। তুমি যদুবংশীয় বসুদেবের ভগিনী এবং আমার সন্তানগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা। তুমি আমার ঔরসজাত কন্যা না হইলেও যদুবংশীয় মহারাজ শূর আমার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। এজন্য তাঁহার প্রথম সন্তান আমাকে প্রদান করিবেন—এইরূপ প্রতিশ্রুত ছিলেন। তাই তুমি আমার কন্যা হইয়াছ। তুমি মহাসদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং বিশিষ্ট সদ্বংশে তুমি বিবর্দ্ধিত হইয়াছ। একটি সমৃদ্ধ বংশ হইতে আর একটি সমৃদ্ধ বংশে তুমি আগমন করিয়াছ, যেমন পদ্মিনী একটি হ্রদ হইতে অন্য হ্রদে আগমন করিয়া থাকে। কিন্তু দুষ্কুলে সম্ভূত রমণীগণ প্রায়শঃ বালস্বভাব প্রযুক্ত

বিপরীত আচরণকারিণী হইয়া থাকেন। হে পৃথে, তুমি শ্রেষ্ঠ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং তোমার দেহসৌন্দর্যও অসাধারণ। তুমি বংশ-রূপ-গুণ এই সমস্ত দ্বারা সুশোভিত—এইজন্য তোমাকে আমি এই উপদেশ দিতেছি যে, তুমি তোমার দম্ভ ও মান পরিত্যাগ করিয়া এই বরপ্রদ ব্রাহ্মণের আরাধনা কর। ইহাতে তোমার ভবিষ্যৎ জীবনে মহাকল্যাণ হইবে। হে কল্যাণি! এই মহাতপস্বী কোপনস্বভাব ব্রাহ্মণকে সেবায় সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তুমি বহু কল্যাণলাভ করিতে পারিবে। আর যদি ব্রাহ্মণ তোমার সেবায় সন্তুষ্ট না হইয়া ক্রুদ্ধ হন তবে আমার বংশ ধ্বংস হইবে।" এই সমস্ত কথা মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত কুণ্ডলাহরণ পর্বে (৩০৩ অধ্যায়ে) বর্ণিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের নাম পৃথোপদেশ।

অতঃপর ৩০৪ অধ্যায়ে কুন্তী মহারাজ কুন্তিভোজকে বলিয়াছিলেন—"হে মহারাজ! আপনার আদেশানুসারে আমি অতি সংযতচিত্তে এই ব্রাহ্মণের আরাধনায় ও পূজায় রত হইব। আপনি ব্রাহ্মণের নিকট যেরূপ প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহা কখনও মিথ্যা হইবে না। আপনার ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবার জন্য আমি অত্যন্ত সংযত হইয়া এই ব্রাহ্মণের আরাধনায় নিরত হইব। আমি আপনার নিকট মিথ্যা বলিতেছি না।

হে মহারাজ! ব্রাহ্মণের পূজা করাই আমার স্বভাব; আর এই ব্রাহ্মণের আরাধনাতে আপনার প্রিয় কার্য করা হইবে এবং আমারও পরম কল্যাণ লাভ হইবে। আমি যখন এই ব্রাহ্মণের আরাধনায় নিযুক্ত হইব তখন সেই ব্রাহ্মণ সময়ের নিয়ম রক্ষা না করিয়া কখনও সন্ধ্যাকালে কখনও প্রাতঃকালে, কখনও রাত্রিকালে আগমন করিলে তাহাতে আমার কোনও ক্রোধের সঞ্চার হইবে না। হে মহারাজ! এই ব্রাহ্মণের আরাধনায় আমারই লাভ, ইহাতে আপনার আদেশ পরিপালন করা

হইবে এবং আমারও কল্যাণ সাধিত হইবে। হে মহারাজ কুন্তি-ভোজ, আপনি আশ্বস্ত হউন, আমা হইতে ব্রাহ্মণের কোনও অপ্রিয় হইবে না। ইহা আপনার নিকট আমি সত্য বলিতেছি। যেরূপ অনুষ্ঠান করিলে বা আরাধনা করিলে ব্রাহ্মণ প্রসন্ন হন এবং আপনার কল্যাণ হয়, আমি সেরূপ আরাধনা করিতে অত্যন্ত যত্নপরায়ণা হইব। এই ব্রাহ্মণের সেবাবিষয়ে আপনি মনে কোনওরূপ সন্তাপ রাখিবেন না। এই মহৈশ্বর্যশালী ব্রাহ্মণগণ যথাযথভাবে আরাধিত হইয়া লোককে সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ করিতে পারেন। আর ইঁহারা অপূজিত হইলে বধের কারণ হইতে পারেন। ইহা আমি বিশেষ অবগত আছি বলিয়া এই ব্রাহ্মণোত্তমের বিশেষভাবে তোষণ করিব। আমার সেবার অপরাধের জন্য এই ব্রাহ্মণের নিকট হইতে আপনার কোনও ভয়ের কারণ নাই। সেবার অপরাধে ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইলে ঘোর অপরাধ হইয়া থাকে—যেমন মহারাজ শর্যাতির দুহিতা সুকন্যা মহর্ষি চ্যবনের নিকট অপরাধী হওয়ায় ঘোর বিপদে শর্যাতি পতিত হইয়াছিল।" [মহাভারতের বনপর্বের ১২২ অধ্যায়ে চ্যবন ও সুকন্যার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। এই উপাখ্যানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, একদা মহারাজ শর্যাতি সৈন্যসামন্তসহ অন্তঃপুর-বাসিনীর সহিত অরণ্যে মৃগয়ার্থ গমন করিয়াছিলেন। সেই অরণ্যে ভগবান চ্যবন দীর্ঘকাল তপস্যায় নিমগ্ন হওয়াতে চ্যবনের শরীর মৃত্তিকাস্তূপে পরিণত হইয়াছিল। মৃত্তিকা-স্তূপের অবকাশের দ্বারা চ্যবনের সমুজ্জ্বল চক্ষুদ্বয় বাহির হইতে দেখা যাইতেছিল। শর্যাতি-তনয়া সখিগণ পরিবৃত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া মৃত্তিকাস্তূপের মধ্যে সেই দুইটি চক্ষু দেখিতে পাইলেন এবং কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া চ্যবনের দুই চক্ষুতে আঘাত করিলেন। তাহাতে চ্যবন রুষ্ট হওয়ায় মহারাজ শর্যাতি অনুচরের সহিত সকলেই

অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। অকস্মাৎ সকলেই এইরূপ পীড়িত হওয়ার ব্যাপার কোন মহাপুরুষের কোপবশতঃ কিনা তাহা অনুসন্ধান করিতে মহারাজ প্রবৃত্ত হইলেন এবং সুকন্যার চাপল্য অবগত হইয়া তিনি চ্যবনের শরণাগত হইলেন। তখন ভগবান্ চ্যবন সুকন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া স্বীয় ক্রোধের প্রশমন করিলেন। চ্যবন অতি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। রাজকন্যা সুকন্যা এই বৃদ্ধ পতিরই কায়মনোবাক্যে সেবা করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় চ্যবনের চিকিৎসা করিয়া তাঁহার যৌবন সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং চ্যবনও এই উপকারের প্রত্যুপকারে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে যজ্ঞের হবির্ভাগ প্রদান করেন।]

অতঃপর কুন্তী বলিয়াছিলেন, 'আমি অত্যন্ত নিয়মপরায়ণা হইয়া এই দ্বিজোত্তমের পরিচর্যা করিব। আপনি ব্রাহ্মণের নিকট যেরূপ প্রতিশ্রুত হইয়াছেন তাহার অন্যথা হইবে না।' কুন্তী যখন এরূপ বলিয়াছিলেন তখন মহারাজ কুন্তিভোজ কুন্তীর অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া কি কি রূপে ব্রাহ্মণের সেবা করিতে হইবে তাহা বলিয়াছিলেন।

মহাকোপন, মহাতেজস্বী, শিবাবতার ভগবান্ দুর্বাসা প্রজ্বলিত বহ্নিস্বরূপ। ইঁহার পরিচর্যা করা আগুনের মধ্যে প্রবেশ করারই তুল্য। এইরূপ ভগবান্ দুর্বাসাকে পরিচর্যা দ্বারা পূর্ণ সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন একমাত্র পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। অনুশাসন পর্বে ১৬০ অধ্যায়ে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারে এই মহাক্রোধী দুর্বাসাকে সেবা করিয়া সন্তুষ্ট করেন তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ দুর্বাসার পরিচর্যায় নিযুক্ত হইয়া যাহা করিয়াছিলেন তাহা শুনিলেও লোমহর্ষণ হয়। দুর্বাসা বহু অত্যাচার করিয়াও যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কিছুমাত্র ক্রোধের সঞ্চার করিতে পারিলেন না তখনই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ জ্ঞান

করিয়া তাঁহার নিকট আনত হইয়াছিলেন এবং অসংখ্য দুর্লভ বর কৃষ্ণকে প্রদান করিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ যে অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া অক্ষতদেহে নিক্রান্ত হইয়াছিলেন সেই জ্বালাময় দারুণ বহ্নিতে সামান্য বালিকা কুন্তী স্বেচ্ছায় প্রবেশ করিতে যাইতেছেন—ইহাই ভাবিয়া মহারাজ কুন্তিভোজ কুন্তীকে এত কথা বলিয়াছিলেন। কুন্তীর সেবায় যখন মহর্ষি দুর্বাসা অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছিলেন তখনই কুন্তীর এই সুকঠোর তপস্যার গৌরব অনুভব করা যাইতে পারে। কি জন্য যে কুন্তী প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়াছেন, তাহা দুর্বাসার প্রতি কুন্তীর এই পরিচর্যা একটি প্রধান কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। যে কার্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাই একমাত্র সম্ভাবিত হইয়াছিল, -তাহাই কুন্তীর দ্বারা অনুষ্ঠিত হওয়ায় মহারাণী কুন্তীর অসাধারণ ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিতেছে।

যাহা হউক অতঃপর কুন্তী বলিয়াছিলেন, "হে মহারাজ কুন্তিভোজ, আপনি যেরূপ অনুমতি করিয়াছেন আমি বিশিষ্টরূপে নিয়মবতী হইয়া তদনুসারে বিপ্রর্ষির সেবা করিব তাহাতে সন্দেহ নাই।" রাজা কন্যার এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া আলিঙ্গনপূর্বক তাহাকে দ্বিজ-শুশ্রূষার ইতিকর্ত্তব্যতার উপদেশ প্রদান করতঃ কহিলেন "ভদ্রে! যাহাতে আমার ও তোমার বংশের হিত হয় তাহাই করিবে।" দ্বিজ-বৎসল কুন্তিভোজ এই কথা বলিয়া পৃথাকে ব্রাহ্মণের সেবায় নিযুক্ত করিয়া বলিলেন—"হে ব্রাহ্মণ, এই আমার কন্যা। ইনি অতি বালিকা। চির-কাল সুখে লালিতপালিতা হইয়াছেন, কখনও এরূপ দ্বিজ-শুশ্রূষা কার্যে নিযুক্তা হন নাই। অতএব ইহাতে যদি কখনও এই বালিকার অপরাধ হয়, তাহা হইলে আপনি কিছু মনে না করিয়া ক্ষমা করিবেন। বালক, বৃদ্ধ ও তপস্বিগণ অত্যন্ত অপরাধী হইলেও আপনার মত মহাভাগ ব্রাহ্মণেরা তাহাদের প্রতি কখনও ক্রোধ প্রকাশ করেন না।

গুরুতর অপরাধ হইলেও ব্রাহ্মণেরা ক্ষমা করিয়া থাকেন এবং যথাশক্তি পূজা-পার্বণ তাহাদের গ্রহণ করিয়া থাকেন।" দুর্বাসা 'তথাস্তু' বলিয়া সম্মত হইলে রাজা কুন্তিভোজ প্রীতমনে দুর্বাসাকে সুধা-ধবলিত এক প্রাসাদ প্রদান করিলেন এবং সেই প্রাসাদস্থ অগ্নিরক্ষণস্থানে সুন্দর আসন ও আহার্য দ্রব্যসামগ্রী সকল নিবেদন করিয়া দিলেন। অনন্তর রাজপুত্রী পৃথা শুচি হইয়া দ্বিজোত্তম দুর্বাসার নিকট গমন করিলেন। পৃথা আলস্য ও অভিমান পরিত্যাগপূর্বক প্রযত্নাতিশয় সহকারে দেবতার ন্যায় দুর্বাসার সেবা করিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন। এইখানে বনপর্বের ৩০৪ অধ্যায় শেষ হইয়াছে।

অতঃপর ব্রতপরায়ণা সেই কন্যা সুতীব্র ব্রতানুষ্ঠায়ী সেই ব্রাহ্মণের সেবা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে আগমন করিব বলিয়া কখনও সায়ংকালে, কখনও রাত্রিকালে প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাগিলেন, তথাপি ঐ কন্যা সকল সময়েই ভোজ্য, শয়ন, আসন প্রভৃতি প্রদান করিয়া দুর্বাসাকে পূজা করিতেন। পৃথা প্রতিদিনই উত্তম উত্তম ভোজ্য ও ভোগ্যসামগ্রী ব্যতীত কখনও তাঁহাকে অপকৃষ্ট বস্তু প্রদান করিতেন না। দুর্বাসার পূজার রীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল —কখনও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। দুর্বাসা কুন্তীকে এই সময়ে যে ধিক্কার এবং প্রদত্ত অন্নাদির দোষকীর্ত্তন এবং অপ্রিয় বাক্যে গালিপ্রদান প্রভৃতি করিতেন, তাহাতে কুন্তী কখনও দুর্বাসার প্রতি বিরক্ত হইতেন না। দুর্বাসা কখনও অসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইতেন, কখনও বা প্রতিনিবৃত্ত হইতেনই না, কখনও বা অসময়ে উপস্থিত হইয়া কুন্তীকে অত্যন্ত দুর্লভ অন্ন দেওয়ার জন্য বলিতেন। কুন্তীও এত যত্নসহকারে তাঁহার সেবা করিতেন যে, দুর্লভ সামগ্রীও দুর্বাসার বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রদান করিতেন। কুন্তী, মহর্ষি দুর্বাসার শিষ্যার মত, পুত্রের মত, ভগিনীর মত অত্যন্ত সুসংযত থাকিয়া ঋষির ইচ্ছানুসারে তাঁহার সেবা

করিয়া ঋষিকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন। কুন্তীর শীল ও বৃত্তে দুর্বাসা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ফলতঃ ব্রাহ্মণ কন্যারত্ন কুন্তীর যত্ন, স্বভাব ও আচরণে প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কুন্তিভোজ প্রতিদিন প্রভাতে ও সায়ংকালে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিতেন "পুত্রি! ব্রাহ্মণ কি তোমার পরিচর্যায় পরিতুষ্ট হইতেছেন?" কুন্তী উত্তরে বলিতেন "ব্রাহ্মণ যারপরনাই আনন্দিত হইতেছেন।" কুন্তিভোজ, কুন্তীর কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইতেন। কুন্তীর পরিচর্যার এক বৎসর কাল অতিক্রান্ত হইলে সৌহার্দ্দ-পরায়ণ ব্রাহ্মণ যখন দেখিলেন রাজকন্যার কিঞ্চিন্মাত্র দোষ নাই তখন প্রীতি-প্রফুল্ল চিত্তে কহিলেন—"হে কল্যাণি, তোমার পরিচর্যার আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। অনন্ত দুর্লভ বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর। আমার নিকট হইতে বর গ্রহণ করিয়া তুমি অত্যন্ত যশস্বিনী হইয়া সীমন্তিনীগণের অগ্রণী হইবে।" তদুত্তরে কুন্তী কহিলেন, "হে বিপ্র! আপনি ও আমার পিতা উভয়ে যখন আমার পরিচর্যায় প্রসন্ন হইয়াছেন তখন আমার বর লাভের কিছুই অবশিষ্ট নাই। অতএব অন্য বরের আমার আর কোন প্রয়োজন নাই।" দুর্বাসা কহিলেন.—"হে চারুহাসিনি, তুমি আমার নিকট হইতে বর গ্রহণে অনভিলাষিণী হইলেও আমি তোমাকে—দেবগণকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত মন্ত্র প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। তুমি এই মন্ত্রের দ্বারা যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবে—সেই সেই দেবতা অকামী হউন আর সকামী হউন এই মন্ত্র প্রভাবে ভৃত্যের ন্যায় তোমার বশবর্ত্তী হইবেন।" এই দ্বিতীয় বর প্রত্যাখ্যানে কুন্তী সমর্থ হইলেন না। প্রথমবার প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় বার প্রত্যাখ্যান করিলে ঋষি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত করিবেন মনে করিয়া মন্ত্র গ্রহণে সম্মত হইলেন। তখন দুর্বাসা কুন্তীকে অথর্ব্ববেদবিহিত মন্ত্রসকল গ্রহণ করাইলেন। অনন্তর দুর্বাসা কুন্তিভোজকে

কহিলেন—"হে রাজন্! আমি তোমার কন্যার দ্বারা পরিতোষিত হইয়া তোমার গৃহে পরম সুখে বাস করিয়াছি এবং সর্বদা যথাবিধি সম্মান পাইয়াছি। এক্ষণে ইষ্টসাধন করিতে চলিলাম।" এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। রাজা কুন্তিভোজ দুর্বাসাকে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং তদবধি পৃথাকে অতিশয় সমাদর সহকারে সম্মান করিতে লাগিলেন। এইখানে বনপর্বের ৩০৫ অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

* * *

একদা কুন্তিভোজ-কন্যা ব্রাহ্মণপ্রদত্ত মন্ত্রসমূহের প্রতি সংশয়াপন্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—মহাত্মা ব্রাহ্মণ আমাকে যে সকল মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন, সেই সমস্ত মন্ত্রের শক্তি অবিলম্বেই পরীক্ষা করিয়া দেখিব। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কুন্তী সহসা নিজের ঋতু-লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া কুমারী অবস্থায় রজঃস্বলা হইয়াছেন বলিয়া অত্যন্ত লজ্জিতা হইলেন। অনন্তর কুন্তী প্রাসাদতলে রমণীয় শয্যায় উপবেশন-পূর্বক নবোদিত সূর্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র দিব্যদৃষ্টি প্রাপ্ত হইলেন, এজন্য সূর্যের তেজে সন্তাপিত না হইয়া সূর্যের কবচ ও কুণ্ডল-যুগল মণ্ডিত দিব্যমূর্তি দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন। এই সময়ে কুন্তীর অন্তঃকরণে ব্রাহ্মণপ্রদত্ত মন্ত্রসকলের বলাবল পরীক্ষা করিবার কৌতুহল জাগিল। কুন্তী তৎক্ষণাৎ আচমনপূর্বক পবিত্র হইয়া সূর্যকে আহ্বান করিলেন। মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, কম্বুগ্রীবাবিশিষ্ট, মহাবাহু দিবাকর তৎক্ষণাৎ যোগপ্রভাবে আত্মাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া দুইটি মূর্তি ধারণ করিলেন। এক মূর্তির দ্বারা পূর্ববৎ তাপ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং অঙ্গদ ও মুকুটমণ্ডিত অন্য মূর্তি ধারণপূর্বক দিগ্‌সমূহ উদ্ভাসিত করিয়া সত্বর কুন্তীর সমীপে আগমন করিয়া কহিলেন,—'হে কল্যাণি, আমি মন্ত্রপ্রভাবে তোমার নিতান্ত অধীন হইয়া তোমার নিকটে

আসিয়াছি, এক্ষণে তোমার কি করিব বল। ব্রহ্মসূত্রের দেবতাধিকরণে আচার্য শঙ্করও লিখিয়াছেন—"আদিত্যঃ পুরুষো ভূত্বা কুন্তীমুপজগামহ" ইহার অর্থ—সূর্য পুরুষমূর্তি ধারণ করিয়া কুন্তীর নিকট আসিয়াছিলেন। সূর্যের কথা শুনিয়া কুন্তী বলিয়াছিলেন,—'আপনি যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছেন সেই স্থানেই প্রত্যাগমন করুন। আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আপনাকে আহ্বান করিয়াছি। এজন্য আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।' সূর্য কহিলেন,—"হে সুমধ্যমে! তুমি যে প্রকার কহিতেছ, তাহাতে আমি অবশ্যই গমন করিব কিন্তু দেবতাকে বৃথা আহ্বান করিয়া ফিরাইয়া দেওয়া ন্যায়সঙ্গত নহে। হে গজগামিনি! আমি বুঝিয়াছি আমা হইতে অপ্রতিম শৌর্যশালী কবচকুণ্ডলযুক্ত সন্তান উৎপাদন করা তোমার অভিলাষ। এক্ষণে তুমি সম্মতি প্রদান করিলে তোমাতে অভিলষিত পুত্র উৎপন্ন হইবে। হে স্মিতমুখি, আমি তোমার মনোরথ পূর্ণ করিয়া গমন করিব। যদি তুমি আমার কথা না রাখ তাহা হইলে তোমাকে, তোমার পিতাকে, ও সেই ব্রাহ্মণকে অভিসম্পাত করিব। তোমার জন্য সকলকে ভস্মীভূত করিব। যখন তোমার পিতা তোমার দুর্নীতিদোষ অবগত হইতেছেন না এবং সেই ব্রাহ্মণ তোমার স্বভাব ও চরিত্র পরীক্ষা না করিয়াই তোমাকে মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তখন আমি অবশ্যই তাহাদের দণ্ডবিধান করিব। হে ভাবিনি, তুমি আমার প্রদত্ত দিব্যদৃষ্টির দ্বারা অন্তরীক্ষস্থ ইন্দ্রাদি দেবগণকে অবলোকন কর, দেখ—তাঁহারা বিস্ময়াবিষ্টের ন্যায় তোমার প্রতারণা পর্যবেক্ষণ করিতেছেন।" রাজকন্যা কুন্তী সূর্যের ন্যায় ভাস্বর মূর্তি দেবগণ আকাশে স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করিতেছেন অবলোকন করিয়া লজ্জিতা ও ভীতা হইয়া কহিলেন,—"ভগবন্! আপনি বিমানে আরোহণ করুন। আমি বালস্বভাব প্রযুক্ত আপনাকে দুঃখ দিয়াছি। পিতা,

মাতা প্রভৃতি গুরুজনেরাই আমার দেহ দানের অধিকারী, তাহার অন্যথা করিয়া আমি ধর্মলোপ করিতে অসমর্থ। লোকসমাজে স্ত্রীলোকের দেহরক্ষারূপ ধর্মই পূজনীয়। হে দিনকর, আমি বালিকা —কেবল মন্ত্রবল পরীক্ষার নিমিত্তই আপনাকে আহ্বান করিয়াছি। অতএব আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন।” সূর্য কহিলেন, “হে কুন্তি, আমি তোমাকে বালিকা মনে করিয়াই অনুনয় করিতেছি। অন্য রমণী আমার অনুনয় লাভ করিতে পারে না। অতএব আমাকে আত্মপ্রদান কর, তোমার শান্তি লাভ হইবে। আমি তোমার মন্ত্রে আহুত হইয়া আগমন করিয়াছি। অতএব অসম্পূর্ণ মানসে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে, তাহা হইলে আমি লোকের নিকট উপহাস্যাস্পদ এবং দেবগণের নিকট নিন্দনীয় হইব। হে সর্বাঙ্গসুন্দরি, তুমি আমার সহিত সানগত হইয়া আমার মত পুত্র লাভ কর, তাহাতে তুমি লোকসমাজে বিশিষ্টা নারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে—ইহাতে সন্দেহ নাই।” এইখানে ৩০৬ অধ্যায় সমাপ্ত।

যখন কুন্তী বহুবিধ মধুর বাক্য বলিয়াও সূর্যকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না, যখন দেখিলেন সূর্যকে প্রতিনিবৃত্ত করা অত্যন্ত অসাধ্য, তখন পূর্বোক্ত শাপ-ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া মনে মনে বহুক্ষণ চিন্তা করিলেন এখন আমি কি করি, কি উপায়ে নিরপরাধ পিতা ও ব্রাহ্মণ আমার জন্য সূর্য-শাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন। বালক সৎস্বভাবসম্পন্ন হইলেও, পূর্বাপর পর্যালোচনা না করিয়া কখনও তেজস্বী বা তপস্বী ব্যক্তির সম্মুখবর্তী হইবে না। যাহা হউক আমি এক্ষণে নিতান্ত ভীত হইয়াছি।

কিরূপে স্বয়ং আত্মপ্রদানরূপ অকার্যের অনুষ্ঠান করি। সূর্যের অভিসম্পাতভয়ে ভীতা কুন্তী মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া নিতান্ত মোহাচ্ছন্ন, লজ্জানম্রস্বরে ও বিনয়বচনে সূর্যদেবকে বলিতে লাগিলেন—

"হে দেব দিবাকর, আমার মাতা-পিতা বন্ধুবান্ধব ও সহোদর বর্ত্তমান থাকিতে এইরূপ বিধিবিরুদ্ধ কার্য করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। দেখুন যদি আপনার সহিত আমার অবৈধ সম্বন্ধ হয় তবে লোকমধ্যে আমাদের কুলের কীর্তিনাশ হইবে। হে দেব—প্রাণিগণের ধর্ম্ম, যশ, কীর্তি ও আয়ু আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। অতএব যদি আপনি এই কার্যকে ধর্মানুগত মনে করেন তাহা হইলে আমি আপনার সহিত সম্বন্ধ করিতে পারি।" সূর্যদেব কহিলেন—"হে চারুহাসিনি, তোমার পিতামাতা ও অন্যান্য গুরুজন তোমার প্রভু নহেন। অতএব তুমি এ-বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে অধর্মাচরণ হইবে না। আর আমিই-বা কি নিমিত্ত কাম-পরতন্ত্র হইয়া অধর্মাচরণ করি? তুমি অবিশঙ্কচিত্তে আমার সহিত মিলিত হও। আমি কহিতেছি আমার প্রভাবে তোমার গর্ভে এক মহাযশা পুত্র উৎপন্ন হইবে আর তোমার কন্যাত্বের কোন ক্ষতি হইবে না। তুমি পুনরায় স্বীয় কন্যাবস্থা প্রাপ্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।" কুন্তী কহিলেন—"দেব, যদি আপনি আমাকে পুত্র প্রদান করেন—তবে যেন সেই পুত্র সহজাত কুণ্ডলদ্বয় ও সহজাত অভেদ্য দিব্য বর্মধারী হয়।" সূর্য কহিলেন—"হে নিতম্বিনি, তোমার পুত্র সেইরূপই হইবে এবং মহাবলশালী হইবে। হে বরারোহে, দেবী অদিতি আমাকে যে কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিয়াছেন তাহা এবং উৎকৃষ্ট বর্ম তোমার পুত্রকে প্রদান করিব।" ইহাতে কুন্তী সম্মত হইলে সূর্যদেব 'তাহাই হইবে' বলিয়া কুন্তীর নাভিদেশ স্পর্শ করিবামাত্র কুন্তী সূর্যের তেজঃপ্রভাবে অচেতন হইয়া শয্যাতলে নিপতিত হইলেন। তখন সূর্য কহিলেন—"আমি সত্য বলিতেছি, তোমার পুত্র সর্ববিদ্ অস্ত্রশস্ত্র, কোবিদ হইবে এবং তুমি পূর্ণাঙ্গ কন্যাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।" তখন ভগবান্ সূর্য স্বীয় তেজঃপ্রভাবে কুন্তীকে মোহিত করিয়া যোগবলে গর্ভাধান করিলেন, কিন্তু কুন্তীর কন্যাবস্থা দূষিত করিলেন না। অনন্তর সূর্য তথা হইতে

প্রস্থান করিলে কুন্তী সচেতন হইলেন। এখানে ৩০৭ অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

আমরা এস্থলে ভগবান্ আদিত্যের যোগ-প্রভাবে দৈববিধি অনুসারে কুন্তীর গর্ভোৎপত্তির কথা বর্ণনা করিলাম। এইরূপ কথা রামায়ণের কিস্কিন্ধাকাণ্ডে ৬৬ সর্গে শ্রীহনুমানের জন্মবৃত্তান্তে বর্ণিত হইয়াছে। মহাবীর হনুমান্ —মহাবীর কেশরী বানরের পত্নী অঞ্জনার গর্ভে ও বায়ুর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। এই অঞ্জনা স্বর্গীয় অপ্সরা পুঞ্জিকস্থলা, অভিশাপবশতঃ বানরত্ব প্রাপ্ত হইয়া কেশরীর পত্নী হইয়াছিলেন। এই পুঞ্জিকস্থলা অঞ্জনা-রূপ ধারণ করিয়াও কামরূপিণী ছিলেন। একদা এই অঞ্জনা দিব্য রমণী-মূর্তি ধারণ করিয়া পর্বতাগ্রে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন প্রবল বায়ুর দ্বারা তাহার পরিধেয় সুন্দর বস্ত্র অপহৃত হওয়ায় বায়ু অঞ্জনাকে নগ্ন অবস্থায় দর্শন করিয়া অত্যন্ত কামমোহিত হইয়া বাহুর দ্বারা তাহাকে আলিঙ্গন করেন। তখন অঞ্জনা অত্যন্ত সন্ত্রস্ত চিত্তে বলিয়াছিলেন — "একপত্নীব্রতমিদং কো নাশয়িতুমিচ্ছতি"। অঞ্জনা বলিয়াছিলেন—"আমি সাধ্বী একপত্নী ব্রতধারিণী, আমার এই ব্রত কে নাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ?" অঞ্জনার কথা শুনিয়া বায়ু বলিয়াছিলেন—"হে সুশ্রোণি, আমি তোমার একপত্নী-ব্রত বিনাশ করিব না। আমি তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া মনের দ্বারা তোমার মধ্যে প্রবেশ করিব। তাহাতে তোমার মহাবীর্য-সম্পন্ন ও অসাধারণ বুদ্ধিমান্ পুত্র উৎপন্ন হইবে। এই পুত্র মহা তেজস্বী ও মহাবল পরাক্রান্ত হইবে এবং লম্ফনে ও প্লবনে আমার তুল্য হইবে।" তখন বায়ু হইতে অঞ্জনার গর্ভে হনুমান্ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। দেবতার চরিত্র ও ব্যবহার মনুষ্যের মত নয়। অঞ্জনার এক পত্নীব্রত নাশ না করিয়া বায়ু অঞ্জনার গর্ভে মাত্র মন্ত্রের দ্বারা মহাবীরকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। এইরূপে ভগবান্ সূর্যও মহারাণী

কুন্তীর কন্যাবস্থা বিনাশ না করিয়া যোগপ্রভাবে দিব্যবিধি অনুসারে কর্ণকে উৎপাদন করিয়াছিলেন। মহাভারতের আদিপর্বে আস্তিক পর্বাধ্যায়ে বাসুকি-ভগিনী জরৎকারীর গর্ভে ভগবান্ মহাতপা জরৎকারু পুত্রার্থিনী স্বীয় পত্নী জরৎকারীকে 'অস্তি' এই বাক্যের দ্বারাই 'আস্তিককে' উৎপাদন করিয়াছিলেন। আদিপর্বে ৪৭ অধ্যায়ে—

অস্ত্যয়ং সুভগে গর্ভস্তব বৈশ্বানরোপমঃ।
ঋষিঃ পরমধর্মাত্মা বেদবেদাঙ্গপারগঃ॥
এবমুক্ত্বা স ধর্মাত্মা জরৎকারুর্মহানৃষিঃ।
উগ্রায় তপসে ভূয়ো জগাম কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ৪২, ৪৩॥ শ্লোক

এই আস্তিক পর্বেও দেখিতে পাওয়া যায় যে দৈহিক সংযোগ ব্যতীত সত্যবাক্ মহর্ষির 'অস্তি' এই উক্তিমাত্র হইতে ভগবান্ 'আস্তিক' তাঁহার মাতৃগর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। মহর্ষির 'অস্তি' এই উক্তি আস্তিকের জন্মের কারণ হইয়াছিল বলিয়া 'অস্তি' শব্দ হইতে ঋষির নাম 'আস্তিক' হইয়াছে। এই দৈব ও দিব্য বিধান—মনুষ্য-বিধানের মত নহে। এইরূপ অসংখ্য উদাহরণ রামায়ণে ও মহাভারতে লিপিবদ্ধ আছে। ভগবান্ দীর্ঘতমার হস্ত মাত্র স্পর্শের দ্বারায় মহারাণী সুদেষ্ণার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকলও আমরা মহাভারতের আদিপর্ব হইতে এখানে প্রদর্শন করিতেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আদিপর্বের ১০৪ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে মমতাদেবীর গর্ভে ভগবান্ উতথ্যের পুত্র ভগবান্ দীর্ঘতমা জন্মগ্রহণ করেন। এই দীর্ঘতমা জন্মান্ধ ছিলেন। ভগবান্ দীর্ঘতমা অসংখ্য ঋক্‌মন্ত্রের দ্রষ্টা, ইঁহারই নাম আদি গৌতম। ইঁহার পুত্র ও পত্নীগণ মোহাচ্ছন্ন হইয়া ভগবান্ দীর্ঘতমাকে ভেলায় করিয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। তখন দীর্ঘতমা গঙ্গায় ভাসিতে ভাসিতে বহুদূর পর্যন্ত গিয়াছিলেন। বলি নামক একজন রাজা অসাধারণ ধার্মিক ছিলেন। তিনি গঙ্গায় স্নান করিতে আসিয়া ভেলার উপরস্থ এক ঋষি গঙ্গায় ভাসিয়া যাইতেছেন দেখিলেন এবং ঐ ভেলা রাজা তীরে আনয়ন করিয়া ভগবান্ দীর্ঘতমাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে গৃহে লইয়া গিয়া এই অপুত্রক রাজা বলি তাঁহার ভার্যাসমূহে পুত্র উৎপাদনের জন্য প্রার্থনা করেন। দীর্ঘতমা সম্মত হইলে রাজা তাঁহার পট্ট-মহিষী সুদেষ্ণাকে ঋষির নিকটে গমন করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু সুদেষ্ণা ঋষিকে অন্ধ ও বৃদ্ধ দেখিয়া তাঁহার নিকটে গমন না করিয়া তাঁহার একটি পরিচারিকাকে ঋষির নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই পরিচারিকা শূদ্রা ছিল। এই পরিচারিকার গর্ভে ভগবান্ দীর্ঘতমা কাক্ষীবৎ আদি একাদশ জন পুত্র উৎপাদন করেন। ভগবান্ কাক্ষীবান বহু ঋক্‌মন্ত্রের দ্রষ্টা। এই শূদ্রা-গর্ভজাত একাদশ পুত্র যখন অধ্যয়ন নিরত ছিলেন তখন রাজা বলি তাঁহার পুত্রগণ অধ্যয়নরত হইয়াছে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ভগবান্ দীর্ঘতমা রাজাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন —"ইহারা তোমার পুত্র নহে, শূদ্রা-যোনিতে আমি

ইহাদের উৎপন্ন করিয়াছি, সুতরাং ইহারা আমার পুত্র। আমাকে অন্ধ ও বৃদ্ধ দেখিয়া তোমার রাণী সুদেষ্ণা আমার নিকটে আসেন নাই।" ইহাতে মহারাজ বলি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পুত্রলাভ কামনায় রাণী সুদেষ্ণাকে অনুনয়পূর্বক ভগবান্ দীর্ঘতমার নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। ভগবান্ দীর্ঘতমা সেই রাণী সুদেষ্ণার দেহে হাত বুলাইয়া বলিয়াছিলেন—"তোমার অত্যন্ত তেজস্বী পাঁচ পুত্র হইবে। তাহারা অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পরিচিত হইবে এবং তাহাদের নাম অনুসারে অঙ্গ, বঙ্গাদি দেশ প্রসিদ্ধ হইবে।" অঙ্গের অধিকৃত রাজ্যই অঙ্গদেশ এবং বঙ্গের অধিকৃত দেশই বঙ্গদেশ, এইরূপে কলিঙ্গাদি অধিকৃত দেশ সম্বন্ধে নামকরণ হইয়াছিল। মহাভারতে বলা হইয়াছে—"তাং স দীর্ঘতমাঙ্গেষু স্পৃষ্ট্বা দেবীমথাব্রবীৎ। ভবিষ্যন্তি কুমারাস্তে তেজসাদিত্যবর্চসঃ॥" (৫২ শ্লোক ১০৪ অধ্যায়, আদিপর্ব) —এইরূপে ঋষিজাত মহারাজ বলির বংশ প্রখ্যাত হইয়াছিল। সুতরাং দেবতা, মহর্ষিগণ যেভাবে পুত্র উৎপাদন করেন তাহা লৌকিক বিধি নহে, তাহা দিব্যবিধি। এইজন্য দিব্যবিধিতে কোনরূপ দোষের সম্ভাবনা নাই, কোন পাপেরও সম্ভাবনা নাই। এইরূপ দিব্যবিধি অনুসারে এখনও বহুস্থানে পুত্রহীনের পুত্র হইতে দেখা যায় ও শোনা যায়। একমাত্র বঙ্গদেশেই ইহার অনুসন্ধান করিলে এইরূপ সহস্রাধিক ঘটনা জানা যাইতে পারে। আমরা মূঢ়বুদ্ধি বলিয়া অলৌকিক কিছুই বিশ্বাস করিতে পারি না, অথচ অলৌকিক ঘটনারাশি অতীতে বহু ঘটিয়াছে—বর্ত্তমানেও ঘটিতেছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটিবে। যাঁহাদের সুকৃতি সৌভাগ্য আছে, দেখিবার মত চক্ষু পাইয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পান, আমরা মূঢ় বলিয়া তাহা বুঝিতে পারি না। এইরূপ অলৌকিক-ভাবে সন্তানের উৎপত্তি আজও তীর্যক্ যোনির মধ্যে সর্বদা ঘটিতেছে, যেমন—কচ্ছপিকা, ময়ূরী ও বলাকা, ইহারা পুরুষ সম্বন্ধ ব্যতীত গর্ভ

ধারণ করে। ইহা সাংখ্যকারিকার যুক্তিদীপিকা টীকাতে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। আর্যশাস্ত্র এই সমস্ত বিবরণে পরিপূর্ণ আছে। ইহাতে আর্যগণের বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

যাহা হউক কুন্তীদেবী আদিত্যদেবের যোগপ্রভাবে গর্ভধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বান্ধবগণের ভয়ে সর্বদা তাহা গোপন করিয়া রাখিতেন। ফলতঃ তৎকালে কেহই এই বৃত্তান্তের বিন্দুবিসর্গও অবগত হইতে পারেন নাই। কেবল কুন্তীর এক ধাত্রেয়িকা অন্তঃপুরে অবস্থান করিয়া সম্যক্ অবগত হইয়াছিল। অনন্তর যথাকালে সূর্য-দেবের প্রসাদে কুন্তী কনকোজ্জ্বল কুণ্ডল ও বর্মধারী, সিংহনেত্র বৃষস্কন্ধ এক পুত্র প্রসব করিলেন। কন্যান্তঃপুরে প্রসূত এই পুত্র তেজঃপ্রভাবে পিতা সূর্যের মত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছিল। পরে কুন্তী ধাত্রীর সহিত মন্ত্রণা করিয়া অতিবিস্তৃত ও আচ্ছাদনসম্পন্ন এক মঞ্জুষার মধ্যে সেই পুত্রকে সংস্থাপনপূর্বক রোদন করিতে করিতে অশ্বনদীতে ভাসাইয়া দিলেন এবং কন্যাকালে গর্ভধারণ অতি গর্হিত কর্ম জানিয়াও কুন্তী পুত্রস্নেহে একান্ত কাতর ও বিহ্বল হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। কুন্তী মঞ্জুষা-নিহিত পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন— "হে বৎস, দিব্য পার্থিব ও অন্তরীক্ষগত ভূত ও জলচর প্রাণিসকল তোমার মঙ্গল বিধান করুন। পথিমধ্যে তোমার কেহ বিদ্রোহাচরণ করিবে না। তুমি নির্বিঘ্নে গমন কর। জলেশ্বর বরুণ সলিলমধ্যে, এবং গগনচারী সমীরণ অন্তরীক্ষে তোমাকে রক্ষা করিবেন। যিনি তোমাকে দিব্যবিধানানুসারে আমার গর্ভে উৎপন্ন করিয়াছেন—সেই সূর্যদেব তোমাকে রক্ষা করুন। আদিত্য, রুদ্র, বিশ্বদেব, দেবরাজ, মরুৎ ও দিকপালসহ দিকসকল সম, বিষম প্রদেশে তোমাকে রক্ষা করিবেন। আমি বিদেশস্থ তোমাকে সহজাত কবচের দ্বারা অনায়াসে চিনিতে পারিব। তোমার পিতা সূর্যদেব ধন্য, তিনি দিব্যচক্ষু প্রভাবে

মঞ্জুষামধ্যেও তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। যে রমণী তোমাকে পুত্ররূপে লাভ করিবে এবং তুমি পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া ব্যগ্রতা-সহকারে যাহার স্তন্য পান করিবে সে রমণীও ধন্য—না জানি সে রমণী আজ কিরূপ শুভ স্বপ্ন দর্শন করিয়াছেন। আহা, সেই রমণীর কি সৌভাগ্য যিনি এই কমল-লোচন, সুললাট ও সুখের সম্পদ তোমাকে পুত্ররূপে লাভ করিয়া লালনপালন করিবেন। তুমি যখন ধূলি-ধূসরিত কলেবর হইয়া হামাগুড়ি দিয়া গমনপূর্বক মধুর ও অস্ফুট বাক্য প্রয়োগ করিবে ইহা দেখিয়া না জানি সেই রমণীর অন্তঃকরণে কতই আনন্দ সঞ্চারিত হইবে। অতঃপর তুমি হিমাচলসম্ভূত সিংহ-শাবকের ন্যায় যৌবনসম্পন্ন হইবে তাহা দেখিয়া ও শুনিয়া তোমার পালনকারিণী রমণীর অন্তঃকরণে কতই না আনন্দ সঞ্চারিত হইবে।" কুন্তী এরূপ বহুতর বিলাপ ও পরিতাপপূর্বক অতিশয় রোদন করিয়া নিশীথ সময়ে অশ্বনদীর জলে মঞ্জুষা পরিত্যাগ করিলেন এবং পিতার আহ্বান-ভয়ে ভীত হইয়া শোকাকুল মনে ধাত্রীর সহিত কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। এদিকে মঞ্জুষা অশ্বনদীপ্রবাহে পতিত হইয়া তথা হইতে চর্ম্মণ্বতী নদীতে উপনীত হইল। পরে ঐ নদী হইতে যমুনা এবং যমুনা হইতে গঙ্গা নদীতে গমন করিল। এইরূপে দৈব-নির্মিত বর্মধারী বালক গঙ্গাপ্রবাহে চালিত হইয়া সূত-রাজ্যান্তর্বর্ত্তী 'চম্পা' নগরীতে উপনীত হইল। (এইখানে অধ্যায় ৩০৭ বনপর্ব, কুণ্ডলাহরণ শেষ হইল।)

এই সময়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সখা অধিরথনামা সূত নিজ পত্নী রাধার সমভিব্যাহারে ভাগীরথীতীরে গমন করিয়াছিলেন। রাধা অলোকসামান্যা রূপবতী ছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বহু যত্ন করিয়াও পুত্রলাভে সমর্থ হন নাই। রাধা ভাগীরথাতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন এক মঞ্জুষা যদৃচ্ছাক্রমে ভাসমান হইয়া তরঙ্গ দ্বারা ক্রমে ক্রমে

তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইল। ঐ মঞ্জুষা দূর্বা, কুম্কুম্ প্রভৃতি রক্ষাদ্রব্যে সর্বাঙ্গ বিভূষিত ছিল। বরবর্ণিনী রাধা তদ্দর্শনে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ঐ মঞ্জুষা ধারণপূর্বক স্বামীর নিকটে গমন করিয়া এ বিষয়ে বলিলেন। অধিরথ পত্নীর বাক্য শ্রবণ করিয়া জল হইতে মঞ্জুষা উঠাইয়া লইয়া যন্ত্রের দ্বারা অতি সাবধানে মঞ্জুষা উদ্ঘাটনপূর্বক দেখিলেন যে মঞ্জুষা মধ্যে তরুণ-অরুণ নিভ হেমবর্মধারী কুণ্ডলবিভূষিত এক অচির-প্রসূত শিশু শয়ান রহিয়াছে। সূত তদ্দর্শনে বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে শিশুকে কোলে লইয়া স্বীয় ভার্যা রাধাকে কহিলেন, "প্রিয়ে, আমি এরূপ অদ্ভুতরূপযুক্ত বালক কখনও দেখি নাই। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে এই বালকটি দেবপুত্র। দেবগণ আমাকে অনপত্য দেখিয়া অনুগ্রহ করিয়া এই পুত্রটি প্রদান করিয়াছেন।" অধিরথ এই কথা বলিয়া স্বীয় ভার্যা রাধাকে এই পুত্রটি প্রদান করিলেন। রাধা সেই বালককে লইয়া গৃহে আগমনপূর্বক অতি যত্নে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। শিশু ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শিশুকে গৃহে আনয়ন করিলে পরে অধিরথের আরও কতকগুলি ঔরসপুত্র উৎপন্ন হইল। ব্রাহ্মণগণ সেই শিশুকে বসু(স্বর্ণ)রূপ কবচ ও কুণ্ডল সংযুক্ত দেখিয়া উহার নাম 'বসুষেণ' রাখিলেন। এইরূপে ঐ বালক বসুষেণ নামে বিখ্যাত 'সূতপুত্র'রূপে খ্যাত হইলেন। এই শিশুর অপর নাম 'বৃষ'। বসুষেণ অঙ্গদেশে দিনে দিনে বর্দ্ধিত ও মহাবলপরাক্রান্ত হইতে লাগিলেন। কুন্তীও 'চরমুখে' স্বীয় পুত্রের সকল সংবাদ অবগত হইতে লাগিলেন। সূত অধিরথ বসুষেণকে প্রাপ্তবয়স্ক নিরীক্ষণ করিয়া অস্ত্রশিক্ষার জন্য হস্তিনানগরে প্রেরণ করিলেন। তথায় যাইয়া বসুষেণ, দ্রোণ কৃপাচার্য ও পরে পরশুরামের নিকট চতুর্বিধ অস্ত্রশিক্ষা করিয়া লোকমধ্যে মহাধনুর্দ্ধর বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। এই বসুষেণ দুর্যোধনের সহিত মিলিত হইয়া সর্বদা পাণ্ডবগণের অহিত

চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে তাঁহার একান্ত অভিলাষ ছিল। বসুষেণ ও অর্জ্জুন পরস্পর বল, বীর্য অস্ত্রবিদ্যা বিষয়ে সতত স্পর্দ্ধা করিতেন। এই বসুষেণ সূর্য্যের ঔরসে ও কুন্তীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়া সূতকুলে প্রতিপালিত হইয়াছেন, ইহা লোকমধ্যে সর্বথা অপ্রকাশিত ছিল। রাজা যুধিষ্ঠির ইঁহাকে সহজাত কবচ-কুণ্ডলের দ্বারা বিভূষিত দেখিয়া সমরে অবধ্য বিবেচনা করিয়া মনে মনে নিতান্ত পরিতপ্ত হইয়াছিলেন। এই মহাবীর বসুষেণ সলিলে অবগাহনপূর্বক সবিতৃদেবের স্তব করিতেন। সবিতৃদেবের আরাধনকালে ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া যাহা প্রার্থনা করিতেন তিনি তাহাই প্রদান করিতেন। ফল কথা, ব্রাহ্মণকে কোন বস্তুই তাঁহার অদেয় ছিল না। দেবরাজ ইন্দ্র এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া একবার সূর্য আরাধনকালে বসুষেণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। (এখানে ৩০৯ অধ্যায়, বনপর্ব পূর্ণ হইয়াছে।)

বীরবর বসুষেণ ব্রাহ্মণবেশধারী ইন্দ্রকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া স্বাগত প্রশ্নপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হে ব্রাহ্মণ, সুবর্ণাভরণবিভূষিতা রমণী অথবা গোসম্পদপূর্ণ গ্রাম—ইহার মধ্যে আপনাকে কি প্রদান করিব বলুন।' ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'আমি তাদৃশ প্রমদা অথবা অন্য কোন প্রীতিজনক বস্তুর অভিলাষ করি না। যাহারা তাহা প্রার্থনা করে তাহাদের উহা প্রদান করুন। যদি আপনি যথার্থই সত্যব্রত হন তবে আপনার সহজাত বর্ম ও কুণ্ডলদ্বয় উন্মোচন করিয়া আমাকে প্রদান করুন, তাহা হইলে আমি পরম সন্তুষ্ট হইব।' বসুষেণ কহিলেন, 'হে বিপ্র, আমি পৃথিবী, প্রমদা, ধেনু বহুবর্ষ সম্ভোগ্য খাদ্যাদি প্রদান করিতে পারি, কিন্তু কুণ্ডল ও বর্ম প্রদান করিতে সমর্থ নহি।' এই কথা বলিয়া বসুষেণ সেই ব্রাহ্মণকে যথাবিধি পূজা ও অশেষপ্রকারে সান্ত্বনা করিলেন এবং গো ব্রাহ্মণ, সুবর্ণ, রাজ্য প্রভৃতি

মহামূল্য দ্রব্যাদির দ্বারা তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে প্রয়াস করিতে লাগিলেন; তথাপি ব্রাহ্মণ কবচ ও কুণ্ডল ছাড়া কিছুই প্রার্থনা করিলেন না। এইরূপে বসুষেণ যখন দেখিলেন যে ব্রাহ্মণ অন্য কোন বস্তুর অভিলাষী নহেন তখন তিনি সহাস্যবদনে পুনরায় কহিলেন, 'হে ব্রাহ্মণ, এই বর্ম ও কুণ্ডল আমার সহজাত, ইহা দ্বারা আমি মানবগণের অবধ্য হইয়াছি, এজন্য কোনক্রমেই ইহা পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আমি আপনাকে অতি বিশাল নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রদান করিতেছি গ্রহণ করুন। সহজ বর্ম ও কুণ্ডলবিহীন হইলে আমি শত্রুগণের অনায়াসবধ্য হইব।' কিন্তু ব্রাহ্মণমূর্তিধারী ভগবান্ ইন্দ্র অন্যবর প্রার্থনা না করিলে মহাবীর বসুষেণ সহাস্য-বদনে পুনর্বার কহিলেন, 'হে দেবরাজ, আমি আপনাকে পূর্বে জানিতে পারিয়াছি। এক্ষণে আপনাকে বৃথা বর প্রদান করা আমার অনুচিত। আপনি দেবরাজ, সর্বভূতের অধীশ্বর, আপনিই আমাকে বর প্রদান করুন। আমি যদি আপনাকে কবচ-কুণ্ডল প্রদান করি তাহা হইলে আমি শত্রুর বধ্য হইব, আপনিও হাস্যাস্পদ হইবেন। অতএব কবচ-কুণ্ডলের বিনিময়ে আমাকে অন্য কোন অভিলষিত বস্তু প্রদান করিতে হইবে, নতুবা আমি আপনাকে কবচ-কুণ্ডল প্রদান করিব না।' ইন্দ্র কহিলেন, 'হে বসুষেণ, আমি তোমার নিকটে কবচ-কুণ্ডল-প্রার্থী হইয়া আগমন করিব জানিয়া সূর্যদেব পূর্বেই স্বপ্নে তোমাকে যে পরামর্শ দিয়াছেন তুমি তদনুসারে এই সব কথা বলিতেছ তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক তুমি আমার বজ্র ভিন্ন আর যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাই তোমাকে দিব।' অনন্তর বসুষেণ হৃষ্টমনে ইন্দ্রকে কহিলেন, 'হে ইন্দ্র, আপনি বর্মকুণ্ডলের বিনিময়ে শত্রুবিনাশিনী শক্তি আমাকে প্রদান করুন।' ইন্দ্র ইহা শুনিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'হে সূতপুত্র, তুমি সহজাত বর্ম-কুণ্ডল প্রদানপূর্বক শক্তি গ্রহণ কর। কিন্তু ইহাতে তোমাকে এই নিয়ম মানিতে হইবে যে, এই শক্তি

আমার হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া শত্রুবিনাশপূর্বক আমার হস্তে প্রত্যাবৃত্ত হয় কিন্তু তোমার হস্তচ্যুত হইয়া কেবলমাত্র একজন মহাবলসম্পন্ন শত্রুকে সংহার করিয়া সেই শক্তি আমারই নিকট উপস্থিত হইবে।' ইহাতে বসুষেণ কহিলেন, 'হে ইন্দ্র, যে শত্রু আমার অত্যন্ত ভয়ের কারণ হইবে আমি তাহাকে এই শক্তির দ্বারা সংহার করিব।' তাহাতে ইন্দ্র কহিলেন, 'তুমি মহাবলপরাক্রান্ত একজন শত্রুকে এই শক্তির দ্বারা অবশ্যই বিনাশ করিতে পারিবে। কিন্তু তুমি যে শত্রুকে সংহার করিতে মানস করিতেছ তাহাকে ভগবান্ সতত রক্ষা করিতেছেন। তিনি সামান্য লোক নহেন—পণ্ডিতেরা তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণের স্বরূপ বলিয়া থাকেন।' বসুষেণ কহিলেন, 'হে ইন্দ্র, কৃষ্ণ তাহাকে রক্ষা করিলেও তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। আপনি আমাকে এক পুরুষঘাতিনী শক্তি দান করুন। তাহা দ্বারা আমি মহাপ্রতাপান্বিত শত্রু সংহার করিব। আমি শরীর হইতে কবচ ও কুণ্ডল উন্মোচন করিয়া আপনাকে প্রদান করিতেছি। ইহাতে চর্ম ছেদন হইলেও আমার শরীরে যেন বীভৎসতা উৎপন্ন না হয়।' ইন্দ্র কহিলেন, 'তুমি সত্যপালনে উদ্যত হইয়াছ, অতএব তোমার শরীরে বীভৎসতা বা ব্রণ উৎপন্ন হইবে না। তুমি তোমার পিতার মত তেজ ও বর্ণ প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু অন্য অস্ত্রের দ্বারা কার্যসিদ্ধি জানিয়াও যদি প্রমত্ত হইয়া এই অমোঘ শক্তি প্রয়োগ কর তাহা হইলে এই শক্তি তোমাকে বিনাশ করিবে।' বসুষেণ কহিলেন, 'আপনার আদেশ কখনও অন্যথা হইবে না। আমি প্রাণসংশয়কালেই এই শক্তি প্রয়োগ করিব।' অনন্তর বসুষেণ ইন্দ্রের নিকট হইতে প্রজ্বলিত শক্তি গ্রহণ করিয়া এক শাণিত অস্ত্রের দ্বারা স্বীয় চর্ম উৎকীর্ণ করিয়া কবচ ও কুণ্ডল উন্মোচন করিয়া আর্দ্র অবস্থায় তাহা ইন্দ্রের হস্তে প্রদান করিলেন। কিন্তু এই সময়ে বসুষেণের মুখমণ্ডল কিছুমাত্র বিবর্ণ হইল না, প্রত্যুত তিনি পুনঃপুনঃ

মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া দেব ও দানবেরা সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং দিব্য দুন্দুভি ধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। ইন্দ্র বসুষেণকে বঞ্চনা দ্বারা যশস্বী করিয়া পাণ্ডবগণের কার্যসাধনপূর্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। এই বর্ম ছেদন করিয়া বসুষেণ 'কর্ণ' নামে সর্বত্র প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। এইখানে বনপর্ব ৩১০ অধ্যায় শেষ হইয়াছে।

*　　　*　　　*

আমরা মহারাণী কুন্তীর পরিচয় প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়া বনপর্ব হইতে কুন্তীচরিত্রের একাংশের সংগ্রহ প্রদর্শন করিলাম। কিন্তু কুন্তীচরিত্রের পূর্ণ পরিচয় দিতে হইলে আদিপর্ব হইতে বলিতে হইবে। আদিপর্বে ৬৭ অধ্যায়ের ১৬০ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে,

সিদ্ধির্ধৃতিশ্চ যে দেব্যৌ পঞ্চানাং মাতরৌ তু তে।
কুন্তী মাদ্রী চ জজ্ঞাতে মতিস্তু সুবলাত্মজা॥

ইহার অর্থ—সিদ্ধি ও ধৃতি নামক যে স্বর্গীয় দেবীদ্বয়, ইঁহারাই যথাক্রমে কুন্তী ও মাদ্রীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই দুইজনই পঞ্চপাণ্ডবের জননীরূপে এবং মতিদেবী গান্ধারীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মহারাণী কুন্তী সাধারণ মানুষ ছিলেন না। কিন্তু ভগবতী সিদ্ধিদেবী কুন্তীরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। এই অধ্যায়ে অর্থাৎ, আদিপর্বের ৬৭ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোক হইতে ৫০ শ্লোক পর্যন্ত কুন্তীর যদুকুলে শূরের ঔরসে জন্ম ও কুন্তিভোজ মহারাজকে কন্যা প্রদান, কুন্তী কর্তৃক দুর্বাসার পরিচর্যা, দুর্বাসার নিকট হইতে কুন্তীর মন্ত্রগ্রহণ, কুন্তী কর্তৃক সূর্যকে আহ্বান, সূর্য হইতে কুন্তীর গর্ভে কর্ণের উৎপত্তি, কুন্তী কর্তৃক কর্ণকে পরিত্যাগ, কর্ণের সূতপুত্রত্ব প্রাপ্তি,

কর্ণের বসুষেণ নাম এবং কবচ-কুণ্ডল ছেদন-জন্য কর্ণ নাম প্রাপ্তি এবং দুর্যোধনের সহিত কর্ণের মিত্রতা প্রভৃতি বিষয়বস্তু এইখানে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহারই অতি বিস্তৃত বিবরণ আমরা বনপর্ব হইতে প্রদান করিয়াছি। সুতরাং এইস্থলে আর বিস্তীর্ণ বিবরণ প্রদান করিলাম না।

অতঃপর আমরা কুন্তীর স্বয়ম্বরে মহারাজ পাণ্ডুর সহিত কুন্তীর বিবাহ হইতে কুন্তীর স্বর্গারোহণ পর্যন্ত কুন্তীর সমগ্র চরিত্র মহাভারত হইতে প্রদান করিব। আদিপর্বে ৬৭ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোক হইতে কুন্তীর চরিত্র-বর্ণনা আরম্ভ করা হইয়াছে। এই শ্লোকে—

'শূরোনাম যদুশ্রেষ্ঠো বসুদেবপিতাভবৎ
তস্য কন্যা পৃথানাম রূপেণাসদৃশী ভুবি।'

—বসুদেবের পিতা যদুশ্রেষ্ঠ শূর নামে এক রাজা ছিলেন। এই শূরের কন্যা বসুদেবের ভগিনী পৃথা—ইনি রূপে অতুলনীয়া ছিলেন। এই পৃথাকে কুন্তিভোজ রাজার নিকট কন্যারূপে প্রদান করা হইয়াছিল। এই সমস্ত কথা আমরা বনপর্বে কুণ্ডলাহরণ পর্ব হইতে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। সেই সমস্ত কথাই আদিপর্বে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। আদিপর্বের এই অধ্যায়ে ৬০ শ্লোকে কুন্তী ও মাদ্রীকে সিদ্ধি ও ধৃতি দেবীর অবতার বলা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে ইন্দ্রের নিকট হইতে কর্ণের অস্ত্রলাভ পর্যন্ত বলা হইয়াছে। পুনর্বার আদিপর্বে ১১১ অধ্যায়ে ঐ কথাই বলা হইয়াছে। অনন্তর আদিপর্বের ১১২ অধ্যায়ে মহারাজ পাণ্ডুর সহিত কুন্তীর স্বয়ম্বর বিবাহ বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা এইরূপ :—কুন্তী মহারাজ কুন্তিভোজের আলয়ে থাকিয়া যৌবন অবস্থায় উপনীত হইলেন। লোকমুখে কুন্তীর অনন্যসাধারণ রূপলাবণ্যের বিষয় অবগত হইয়া নানাদেশের নরপতিগণ কুন্তীর পাণিগ্রহণ অভিলাষে মহারাজ কুন্তিভোজের নিকট দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ কুন্তিভোজ অনেক রাজাকেই তাঁহার কন্যার পরিণয়-আকাঙ্ক্ষী

দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন কাহাকে কন্যাদান করা উচিত। অবশেষে মহারাজ কুন্তিভোজ স্বয়ম্বর-সভার অনুষ্ঠান করা উচিত স্থির করিয়া সকল রাজগণকে তাঁহার গৃহে আসিতে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। আহূত রাজগণ সকলেই মনোহর বেশভূষা ধারণ করিয়া নির্দিষ্ট দিনে স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত হইলেন। মনস্বিনী কুন্তী পিতার আদেশক্রমে পতি মনোনীত করিতে হস্তে পুষ্পমাল্য লইয়া স্বয়ম্বর-রঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন স্বয়ম্বর-সভায় ভরত-বংশাবতংস মহাবলপরাক্রান্ত ভূপতিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু সূর্য্যসদৃশ স্বীয় অনুপম প্রভার দ্বারা সমস্ত ভূপতিগণের প্রভা আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার প্রতাপ সিংহের মত, বক্ষোদেশ কবাটসদৃশ প্রশস্ত এবং নয়নযুগল প্রস্ফুটিত পদ্মসদৃশ। মহারাজ পাণ্ডুকে দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় যেন সাক্ষাৎ ইন্দ্র স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া কুন্তী-কামনায় সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। বরবর্ণিনী কুন্তিভোজ-দুহিতা নরপতির সেই দিব্য মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া লজ্জানম্র মুখে মহারাজ পাণ্ডুর স্কন্ধদেশে বরমাল্য প্রদান করিলেন। কুন্তী মহারাজ পাণ্ডুকে বরণ করিলেন দেখিয়া অন্যান্য নরপতিগণ নিজ নিজ বাহনে আরোহণপূর্ব্বক স্ব স্ব দেশে প্রস্থান করিলেন। রাজা কুন্তিভোজ শুভ-লগ্নে মহারাজ পাণ্ডুর সহিত কন্যা-বিবাহবিধি নির্ব্বাহ করিলেন। বরকন্যা একত্র মিলিত হইয়া ইন্দ্রের সহিত মিলিত শচীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। বেদ-বিধান অনুসারে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল। মহারাজ কুন্তিভোজ নানা ধন-সম্পত্তি যৌতুকস্বরূপ পাণ্ডুকে প্রদান করিয়া কন্যার সহিত মহারাজ পাণ্ডুকে হস্তিনায় পাঠাইয়া দিলেন এবং মহারাজ পাণ্ডুও অসংখ্য ধ্বজ-পতাকাযুক্ত বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে ব্রাহ্মণগণ ও মহর্ষিগণের আশীষ-বচনের দ্বারা স্তূয়মান হইয়া হস্তিনায় প্রবেশ করিলেন এবং স্বীয় ভার্য্যা কুন্তীকে স্বীয় ভবনে স্থাপন করিলেন। ১১৩ অধ্যায়ের ২৮ শ্লোক পর্য্যন্ত

মহারাণী মাদ্রীর সহিত পাণ্ডুর বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে। মাদ্রী মহারাজ শল্যের ভগিনী। বর্ত্তমান সময়ে অনেকে মদ্র দেশকে 'মাদ্রাজ' মনে করেন কিন্তু ইহা সমীচীন নহে। এই মদ্র দেশ বহ্লীক দেশ অর্থাৎ বর্ত্তমানে পাঞ্জাব দেশ। ইহারই অন্য নাম 'বাহীক' দেশ। কর্ণের সহিত যখন শল্যের বিবাদ হইয়াছিল তখন কর্ণ মহারাজ শল্যকে বলিয়াছিলেন—

নদীনাং সিন্ধুষষ্ঠানাম্ অন্তরং যে সমস্থিতা।
বাহীকা নাম তে দেশ ন তত্র দিবসন্ বসেৎ॥

এইজন্য সিন্ধু ষষ্ঠ শতদ্রু প্রভৃতি পঞ্চ নদীর অন্তরালবর্ত্তী দেশকে বাহীক দেশ বলে। যাহা হউক মহারাজ পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রী এই দুই পত্নীকে বিবাহ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া একমাস হস্তিনায় পত্নীদ্বয়ের সহিত অবস্থান করেন। অনন্তর পাণ্ডু ভীষ্ম প্রভৃতি বৃদ্ধ গুরুজনকে প্রণাম করিয়া, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি লইয়া নানাবিধ মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া দিগ্বিজয়ের জন্য বহুসৈন্য সমভি-ব্যাহারে হস্তিনা হইতে বহির্গত হইলেন। পাণ্ডু সর্ব্ব প্রথম দশার্ণ দেশ জয় করেন। তৎপরে মগধ, মিথিলা, কাশী, সুহ্ম এবং পুণ্ড্র দেশ জয় করেন। এই সমস্ত দেশের রাজারা কুরুবংশের বহু অপকার করিয়াছিলেন। মহারাজ শান্তনুর মৃত্যুর পরে কুরুরাজ অত্যন্ত হীন-প্রভ হইয়াছিলেন। এই সুযোগে দশার্ণ প্রভৃতি দেশের রাজন্যবৃন্দ কৌরবগণের রাজ্য ও বহুধন অপহরণ করেন। এজন্য রাজসিংহ মহা-রাজ পাণ্ডু এই সমস্ত রাজন্যবর্গকে পরাজিত করিয়া করদীকৃত করিয়া-ছিলেন। এইরূপে মহারাজ পাণ্ডু বহু দেশ জয় করিয়া বহুধনরত্ন লইয়া বিজয় উল্লাসে হস্তিনায় প্রত্যাবৃত্ত হন। মহারাজ পাণ্ডু দিগ্বিজয় করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন শুনিয়া মহামতি ভীষ্ম পাণ্ডুকে স্বাগত জানাইবার জন্য হস্তিনানগর হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন এবং মহারাজ

পাণ্ডু বিজয়ী হইয়া আগমন করিতেছেন দেখিয়া ভীষ্ম পাণ্ডুকে আলিঙ্গনপূর্বক আনন্দাশ্রুপাত করিয়াছিলেন—পুত্রমাশ্লিষ্য ভীষ্মস্তু হর্ষাদশ্রূণ্যপাতয়ৎ অবর্ত্তরৎ—(৪৪ শ্লোক ১১৩ অধ্যায়, আদিপর্ব্ব)। পাণ্ডুর সহযাত্রিগণ বহু উল্লাসপূর্বক শত শত রণবাদ্য বাজাইয়া হস্তিনা-নগরীতে প্রবেশ করিলেন। এইখানে ১১৩ অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

১১৪ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে—মহারাজ পাণ্ডু এই দিগ্বিজয়লব্ধ ধনরাশি ভীষ্মকে, সত্যবতীকে, মাতাকে, ছোট ভাই বিদুরকে এবং সুহৃদ্ ও বন্ধুবর্গকে দান করিয়াছিলেন। সত্যবতী পাণ্ডুর নিকট হইতে বহু ধন লাভ করিয়া ভীষ্মকে ও পাণ্ডুর মাতাকে প্রদান করিয়াছিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর নিকট হইতে বহু ধন লাভ করিয়া বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অনন্তর মহারাজ পাণ্ডু দিগ্বিজয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে কুন্তী ও মাদ্রী পত্নীদ্বয়ের সহিত বন-বিহারে বহির্গত হইলেন। পাণ্ডু রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পত্নীদ্বয়ের সহিত অরণ্যভূমিতে মৃগয়া করিয়া বেড়াইতেছিলেন। হিমালয়ের দক্ষিণভাগে অরণ্যমধ্যে কুন্তী ও মাদ্রী পত্নীদ্বয়ের সহিত মহারাজ পাণ্ডু বিহারে নিরত হইয়া হস্তিনীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী গজরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মহারাজ পাণ্ডু যখন বনভূমিতে বিচরণ করিতেন তখন লোকেরা তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মনে করিত। রাজ-ভৃত্যগণ অরণ্যভূমিতেও মহারাজ পাণ্ডুর কাম্য ও ভোজ্য দ্রব্যসামগ্রী লইয়া যাইত। এইভাবে বন-বিহারে পাণ্ডু কিছু সময় অতিবাহিত করেন। মহামতি বিদুরের এই সময়ে বিবাহ হয়। এইখানে ১১৪ অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

১১৫ অধ্যায়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র উৎপত্তির বিবরণ এবং মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যা-পত্নীর গর্ভজাত যুযুৎসু ও গান্ধারীর গর্ভজাত দুঃশলা নাম্নী একটি কন্যার উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে।

মৃগয়াবিহারী মহীপাল পাণ্ডু মহারণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, এক মৃগ-যুথপতি মৃগীর সহিত ক্রীড়ারসে ব্যাপৃত

রহিয়াছে। তখন পাণ্ডু ঐ মৃগ ও মৃগীকে প্রমত্ত দেখিয়া তাহাদের উপর উপর্য্যুপরি পাঁচটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু ঐ মৃগ প্রকৃত মৃগ ছিল না, তিনি এক ঋষিপুত্র ছিলেন। ঋষিতনয় ভার্য্যার সহিত মৃগরূপ পরিগ্রহ করিয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন। পাণ্ডুর বজ্রসম শরাঘাতে ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া মৃগরূপধারী ঋষিপুত্র তৎক্ষণাৎ ধরাতলে পতিত হইয়া আর্ত্তনাদ সহকারে নানারূপ বিলাপ করিতে করিতে পাণ্ডুকে কহিলেন—'মহারাজ, যাহারা নিতান্ত কামক্রোধপরতন্ত্র, অত্যন্ত নির্ব্বোধ এবং অত্যন্ত পাপাসক্ত তাহারাও ঈদৃশ নৃশংস বিষমাচরণে পরাঙ্মুখ হয়। তুমি পরম ধর্মাত্মাদিগের অকলঙ্ককুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এই দুষ্কর্ম করিলে এই বিধিবিরুদ্ধ কার্যে হস্তক্ষেপ করা তোমার মত প্রাজ্ঞলোকের উচিত হয় নাই।' পাণ্ডু কহিলেন—'রাজাদের শত্রুবধ যেরূপ কর্ত্তব্য, মৃগবধও সেইরূপ কর্ত্তব্য—তাহা গুপ্তভাবেই হউক অথবা প্রকাশ্যভাবেই হউক মৃগ পাইলেই বধ করা যায়। মহর্ষি অগস্ত্য যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য মৃগয়া করিয়াছিলেন। মৃগবধ দ্বারা তাঁহার হোমকার্য নির্বাহ হইয়াছিল। অতএব আমাকে আর বৃথা তিরস্কার করিও না।' মৃগ কহিল,—'রাজন্, যাহা বলিলে তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু ব্যসন সময়ে শত্রুর উপরে শর নিক্ষেপ করা প্রাজ্ঞলোকের কর্ত্তব্য নয়, ন্যায়যুদ্ধেই শত্রুবধ করিবার বিধি আছে।' পাণ্ডু কহিলেন—'মত্ত, ভীত বা পলায়িত শত্রুকে বধ করাই অবিধেয়, কিন্তু ভবাদৃশ মৃগকে বধ করা কোনক্রমেই অবিধেয় নয়।' মৃগ কহিল—'মহারাজ, তুমি আমাকে যে মৃগভ্রমে বধ করিয়াছ তাহাতে তোমাকে দোষ দিতে পারি না। কিন্তু আমার বিহার-বিরতিকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা তোমার অবশ্যই উচিত ছিল। কোন্ ব্যক্তি অসময়ে ইন্দ্রিয়াসক্ত মৃগকে বধ করিয়াছে? হে মহারাজ, আমি পুরুষার্থলিপ্সু (পুত্রোৎপাদন) হইয়া এই মৃগীতে আসক্ত হইয়াছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে পুরুষার্থ-

লাভে নিতান্ত নিরাশ ও একান্ত বঞ্চিত করিয়াছ। মহারাজ, তুমি অনিন্দিতকর্ম্মা কৌরবদিগের নির্ম্মল কুলে জন্মিয়াছ তোমার এতাদৃশ নৃশংস লোকগর্হিত অস্বর্গ্য, অযশস্ক অধর্ম্ম কর্ম্ম করা কোনক্রমেই সঙ্গত ও উচিত হয় নাই। তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ ও রতিকোবিদ, তোমার ঈদৃশ দুষ্কর্ম্ম করা অত্যন্ত অসঙ্গত হইয়াছে। হে রাজন্, নৃশংসাচারী, পাপপরায়ণ, দুরাচারিগণের দণ্ডবিধান করা তোমার কর্ত্তব্য, তাহা না করিয়া এই অসৎ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া নিজেই দণ্ডার্হ হইয়াছ ; হে নরনাথ, আমি ফলমূলাহারী অরণ্যবাসী, নিরপরাধ মুনি, মৃগবেশ ধারণ করিয়া বিহার করিতেছিলাম। আমাকে মারিয়া তুমি অতি দুষ্কর্ম করিয়াছ। হে রাজন্, তুমি যেমন আমাকে ভার্য্যার সহিত অপবিত্র সময়ে বধ করিলে—আমিও শাপ দিতেছি—তোমারও ঈদৃশ অপবিত্র সময়ে মৃত্যু হইবে। আমি তপোনিরত মুনি, আমার নাম কিন্দম, আমি লোকলজ্জাভয়ে মৃগরূপ ধারণ করিয়া গহন বনে আসিয়া এই মৃগীতে আসক্ত হইয়াছিলাম, তুমি আমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতে পার নাই মৃগভ্রমেই আমার উপর শর নিক্ষেপ করিয়াছ, এই নিমিত্ত তোমার ব্রহ্মহত্যা পাপ হইবে না। কিন্তু সঙ্গম সময়ে আমাকে বধ করাতে তোমার যে পাপ হইয়াছে তাহার ফল তোমাকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। তুমি অতঃপর যে সময়েই স্ত্রী-সংসর্গ করিবে সেই সময়ে তোমার মৃত্যু হইবে। তুমি যে পত্নীর সহিত সংসর্গ করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইবে সেই পত্নী ভক্তিভাবে তোমার সহগামিনী হইবেন। হে রাজন্, তুমি যেমন সুখের সময় আমাকে দুঃখ দিলে ; সেইরূপ তোমাকেও সুখকালে দুঃখ পাইতে হইবে।' মৃগরূপধারী মুনি পাণ্ডুকে এইপ্রকার শাপ প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। নরপতি পাণ্ডু এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। এইখানে ১১৮ অধ্যায় শেষ হইয়াছে।

মহারাজ পাণ্ডু স্বীয় বান্ধবের ন্যায় মৃগরূপী তপোধনকে পরিত্যাগ করিয়া দুঃখিত চিত্তে ভার্য্যার সহিত নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে পাণ্ডুর মনোমধ্যে উদয় হইল যে—শুনিয়াছি দুরাত্মা সৎবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও নিজের যথেচ্ছাচারী কর্মদোষে অশেষ দুর্গতি ভোগ করে। আমার পিতা পরম ধর্মাত্মার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিতান্ত কামপরায়ণবশতঃ বাল্যকালেই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সেই কামাত্মা নরপতির ক্ষেত্রে আমাকে উৎপাদন করিয়াছেন—হায়! সেই মহাত্মার পুত্র হইয়াও আমি দুর্বুদ্ধি ক্রমে অতি গর্হিত মৃগয়া ব্যসনের নিমিত্ত বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি। এক্ষণে আমি ব্যাস প্রবর্ত্তিত সুবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া মোক্ষধর্ম আচরণ করি, যেহেতু সংসারবন্ধন অপেক্ষা ক্লেশকর কর্ম আর নাই। আমি অদ্য হইতে কঠোর তপস্যায় মনোনিবেশ করিব। আমি ভার্য্যা ও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবগণ পরিত্যাগ করিয়া একাকী আশ্রমে আশ্রমে পরিভ্রমণ করিব, ইষ্টানিষ্ট পরিত্যাগপূর্বক ধূলিধূসরিত-শরীর হইয়া শূন্য গৃহে বা বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া থাকিব। কি শোক বা কি হর্ষ কিছুরই অধীন হইব না। নিন্দা ও প্রশংসা উভয়ে সমান জ্ঞান করিব। কাহারও আশীর্বাদ ও নমস্কার গ্রহণে অভিলাষী হইব না। সুখ দুঃখের বশবর্ত্তী হইব না, কাহাকেও উপহাস বা ভ্রূকুটী প্রদর্শন করিব না। সর্বদা প্রসন্ন-বদন ও সর্বভূতের হিতকার্যে তৎপর থাকিব, কি স্থাবর কি জঙ্গম কাহারও হিংসা করিব না। সকল প্রাণীকে আমার সন্তানের ন্যায় দেখিব। জীবনধারণের জন্য বৃক্ষসকলের নিকট ভিক্ষা চাহিব।

যদি তাহারা ভিক্ষা না দেয় তবে পাঁচজন গৃহস্থের বাটিতে উর্দ্ধসংখ্য দশ জন গৃহস্থের গৃহে ভিক্ষা করিব, তাহাতে যাহা পাইব তাহা অতি অল্প হইলেও তদ্দারা জীবনধারণ করিব। অধিক লাভের আশায় দশ

গৃহের অধিক স্থানে ভিক্ষা করিব না। যে দিন দশ গৃহে ভিক্ষা করিয়াও কিছুই পাইব না সেই দিন উপবাস করিব। ক্ষতি ও লাভ সমান জ্ঞান করিব। কি মঙ্গল কি অমঙ্গল কিছুই চিন্তা করিব না। কোন মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিব না। যথার্থলিপ্সা পরিত্যাগ করিব। সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইব। সমুদয় বন্ধন অতিক্রম করিব। কাহারও বশীভূত হইব না। স্বীয় অভিলাষ পূরণ করিবার জন্য কাহারও সেবা করিব না। উপাসনার দ্বারা বশীভূত লোকের নিকট হইতে সম্মানপূর্বক অভিলষিত দ্রব্য লাভ করিলেও শ্ববৃত্তি অবলম্বন করা হয়। এক্ষণে আমার এই স্থির বিশ্বাস যে, অতি অকিঞ্চিৎকর ও অচিরস্থায়ী বিষয়ভোগ-সুখে জলাঞ্জলিপূর্বক মুক্তিপথ অবলম্বন দ্বারা মানসিক ভূমানন্দ অনুভব করিয়া চরমে মুক্তিপদ লাভ করিব।

পাণ্ডু অতিশয় দুঃখিতচিত্তে এইপ্রকার বিলাপ করিয়া কুন্তী ও মাদ্রীর দিকে চাহিয়া কহিলেন—'তোমরা হস্তিনানগরে গমনপূর্বক কৌশল্যা, বিদুর, সবান্ধব রাজা ধৃতরাষ্ট্র, আর্যা সত্যবতী, ভীষ্ম, রাজ-পুরোহিতগণ, সোমপায়ী শংসিতব্রত মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ ও আমাদের আশ্রিত পৌরজনকে অনুনয় করিয়া এই বাক্য কহিবে যে, পাণ্ডু রাজ্যাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আর গৃহে আসিবেন না।' স্বামীর বনবাসে একান্ত অভিলাষ জানিয়া কুন্তী ও মাদ্রী তৎকালোচিত বিনয়বচনে কহিলেন, 'মহারাজ সন্ন্যাস আশ্রম ব্যতীত অন্য আশ্রমও আছে যাহাতে সস্ত্রীক হইয়াও ধর্মাচরণ করা যায়। আপনি এইরূপ আশ্রম-আশ্রয় করিয়া আমাদের সহিত তপস্যা করুন। পরিশেষে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিবেন। আমরাও আপনার সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযমন করিয়া ভোগাভিলাষকে জলাঞ্জলি প্রদান-পূর্বক ভর্তৃলোক লাভের জন্য কঠোর তপস্যা করিব,

আর যদি আপনি তাহা না করিয়া নিতান্তই আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে অদ্যই আমরা প্রাণ পরিত্যাগ করিব, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।' পাণ্ডু কহিলেন, 'যদি তোমাদের আমার সঙ্গে বাস করিয়া তপস্যা করিতে নিতান্ত বাসনা হইয়া থাকে তবে অদ্যাবধি গ্রাম্যসুখ পরিত্যাগ করিয়া বল্কল ধারণ, ফলমূল ভক্ষণ, উভয় সন্ধ্যায় হোম ও স্নান, পরিমিত আহার, চীর চর্ম ও জটাধারণ, শীত-আতপক্লেশসহন, ক্ষুৎপিপাসায় অনবধান, ইন্দ্রিয়সংযম এবং বন্য-ফল জল ও মন্ত্র দ্বারা দেবগণের ও পিতৃগণের তপ করতঃ দুশ্চর তপোঽনুষ্ঠানের দ্বারা শরীর পোষণ করিতে থাক। কি বানপ্রস্থিগণ, কি আত্মীয় বান্ধবগণ, কি গ্রামবাসিগণ কাহারও সহিত সাক্ষাৎকার বা কাহারও প্রতি কোনরূপ অপ্রিয় আচরণ করিবে না। এইরূপে কঠোর অরণ্য-শাস্ত্র বিধান অবলম্বনপূর্বক যাবজ্জীবন কালযাপন করিবে।'

মহারাজ পাণ্ডু ভার্যাদ্বয়কে এই কথা বলিয়া চূড়ামণি নিষ্ক, অঙ্গদ, কুণ্ডল, মহামূল্য বসন ও স্ত্রীদিগের আভরণ প্রভৃতি সমুদয় দ্রব্য বিপ্রগণকে প্রদানপূর্বক কহিলেন—'আপনারা হস্তিনাপুরে গমন করিয়া বলিবেন পাণ্ডু বনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, তথা হইতে আর প্রত্যাগমন করিবেন না। তাহাদিগকে এইপ্রকার আদেশ করিয়া নরপতি পাণ্ডু অর্থ, কাম, রতি, সুখ, প্রভৃতি সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া পত্নীদ্বয়কে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনুচর ও পরি-চারকগণ রাজার বিবিধ করুণ বাক্য শ্রবণে সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতে লাগিলেন। পরে রাজপ্রদত্ত সমুদয় ধন গ্রহণপূর্বক সাশ্রুনয়নে হস্তিনানগরে গমন করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে সমুদয় বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক বর্ণনা করিলেন এবং পাণ্ডু প্রদত্ত সমস্ত ধনরাশি সমর্পণ করিলেন। তাঁহাদের মুখে পাণ্ডুর বনবাস-

বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র একান্ত বিষণ্ণমনা হইয়া আহার, বিহার শয়ন প্রভৃতি সমুদয় সুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক দিনরাত্রি কেবল চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

এদিকে মহীপতি পাণ্ডু বন্য-ফলমূল আহারের দ্বারা কথঞ্চিৎ জীবনধারণ করিয়া পত্নীদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া নাগশত নামক পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন তৎপরে নাগশত হইতে চৈত্ররথ, তথা হইতে কাল-কূট, হিমালয়, ও গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিলেন। নরপতি পাণ্ডু মহাভূত, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণের দ্বারা রক্ষিত হইয়া সম বিষমস্থানে বাস করতঃ এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর পাণ্ডু গন্ধমাদন হইতে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, তথা হইতে হংসকূটে গমন করিলেন, পরে হংসকূট অতিক্রম করিয়া শতশৃঙ্গে গমন করতঃ তথায় অনন্যমনা হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন ; এইখানে ১১৯ অধ্যায় আদিপর্ব শেষ হইয়াছে।

মহারাজ পাণ্ডু শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে শুশ্রূষু হইয়া অহংকার বর্জনপূর্ব্বক সংযতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি সিদ্ধচারণগণের প্রিয়পাত্র ও তপোবলে স্বশরীরে স্বর্গ গমন করিতে সমর্থ হইলেন। শতশৃঙ্গবাসী সিদ্ধ-চারণগণ কেহ তাঁহাকে পরম সুহৃৎ কেহ বা সহোদর ভ্রাতা, কেহ বা পুত্র বলিয়া জ্ঞান করিতেন। পাণ্ডু এইরূপে তথায় বহুকাল তপোঽনুষ্ঠান করিলেন। তপস্যাদ্বারা তাঁহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইলে তিনি ব্রহ্মর্ষিতুল্য হইয়া উঠিলেন। একদা শতশৃঙ্গবাসী মহর্ষিগণ মিলিত হইয়া ভগবান ব্রহ্মাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মলোকে গমন করিতেছিলেন এমন সময়ে পাণ্ডু তাঁহাদের নিকটে গিয়া কহিলেন—'আপনারা কোথায় গমন করিতেছেন ?' মহর্ষিগণ কহিলেন—'অদ্য অমাবস্যা, ব্রহ্মলোকে দেবগণের, ঋষিগণের ও পিতৃগণের মহান সমবায় হইবে, আমরা

পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মাকে দর্শন করিতে তথায় যাইতেছি।' পাণ্ডু মহর্ষিগণের বাক্য শ্রবণ করামাত্র তাঁহাদের সহিত স্বর্গোপরি গমন করিবার নিমিত্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সহসা গাত্রোত্থানপূর্বক পত্নীদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া মহর্ষিগণের সহিত উত্তরমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মহর্ষিগণ পাণ্ডুকে সুরলোকে গমনোন্মুখ দেখিয়া কহিলেন,—'হে মহাত্মা, আমরা এই পর্বতের উপর্যুপরি ক্রমিক উত্তরমুখে গমন করিয়া দেখিয়াছি ইহার কোন কোন স্থানে অনেক দুর্গমদেশ সকল রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে দেবতা, গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের বিহারভূমি, কোথাও বা শত শত বিমান সংস্থাপিত, আবার কোন কোন স্থলে সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ গায়কগণ নিরন্তর বীণা, সপ্তস্বরা, মৃদঙ্গ প্রভৃতি মধুর যন্ত্র সকল বাজাইয়া গান করিতেছে। কোথাও কুবের-উদ্যান, কোথাও মহানদী, কোথাও বা গিরি-গহ্বর সকল বিরাজমান রহিয়াছে। এই পর্বতের দুর্গম গিরি-গহ্বরের স্থানে স্থানে বহুসংখ্যক দুর্গ আছে, মধ্যে মধ্যে এমন প্রদেশ আছে যেখানে পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি কিছুই নাই। এই সকল ভয়ানক প্রদেশে অন্যান্য জন্তুর কথা দূরে থাকুক পক্ষীও যাইতে পারে না। কেবল বায়ু ও সিদ্ধ মহর্ষিগণ গমনাগমন করেন। সুতরাং সুকুমারী রাজকুমারীরা কি প্রকারে এই দুর্গম পর্বত অতিক্রম করিবে? আপনি নিবৃত্ত হউন, আমাদের সহিত গমন করিবেন না।' পাণ্ডু মহর্ষিগণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন—'হে মহাভাগগণ, অপত্যবিহীন লোকের স্বর্গে অধিকার নাই। আমি অনপত্য পিতৃলোকের ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই। এজন্য আমার মন সর্বদা দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে, আমার জীবন বিড়ম্বনা মাত্র। মনুষ্য জন্মিবামাত্র দেবঋণ, পিতৃঋণ, ঋষিঋণ ও মনুষ্যঋণ—এই চতুর্বিধ ঋণবান হয়, এই সমস্ত ঋণ যথাকালে পরিশোধ করা কর্ত্তব্য। যজ্ঞদ্বারা দেবঋণ,

বেদাধ্যয়ন ও তপস্যা দ্বারা ঋষিঋণ, পুত্রউৎপাদন ও শ্রাদ্ধতর্পণের দ্বারা পিতৃঋণ এবং অনৃশংস আচরণের দ্বারা মনুষ্যঋণ হইতে নির্মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি এই সব ঋণ পরিশোধ করিতে অসম্মত হয় তাহার শুভলোক লাভ হয় না। হে তাপসগণ, আমি দেবঋণ, ঋষিঋণ ও মনুষ্যঋণ পরিশোধ করিয়াছি কিন্তু পিতৃঋণ হইতে অদ্যাবধিও মুক্ত হইতে পারি নাই। অতএব জিজ্ঞাসা করি—মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যেরূপে আমার পিতার ক্ষেত্রে আমাকে উৎপাদন করিয়াছিলেন সেইরূপে আমার ক্ষেত্রে কি অপত্য উৎপাদনের কোন উপায় আছে?' তাপসগণ কহিলেন—'হে ধর্মাত্মন্, আমরা দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখিতেছি তোমার দেবতুল্য পরম সুন্দর পুত্র হইবে। তুমি পুত্রলাভার্থে প্রযত্ন কর, অবশ্যই তোমার ক্ষেত্রে অশেষ গুণসম্পন্ন পুত্র জন্মিবে।

পাণ্ডু তাপসগণের বাক্য শ্রবণানন্তর অপত্য উৎপাদন শক্তির বিনাশকর মৃগ-শাপ স্মরণ করিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইলেন অনন্তর যশস্বিনী ধর্মপত্নী কুন্তীকে নির্জনে ডাকিয়া কহিলেন—'হে কুন্তী, তুমি এই আপৎকালে অপত্য উৎপাদনে যত্নবতী হও।' ধর্মবাদী পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, 'অপত্যই বংশের প্রতিষ্ঠা—কি দান, কি তপঃ, কি বিনয়—অনপত্য ব্যক্তির কিছুই সফল হয় না।' আমি সন্তানহীন, আমার শুভলোক প্রাপ্তি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। হে চারুহাসিনি, তুমি জ্ঞাত আছ যে মৃগশাপে আমার পুত্র উৎপাদন শক্তি প্রনষ্ট হইয়াছে। সুতরাং অন্য উপায়ের দ্বারা অপত্য উৎপাদনে যত্ন করিতে হইবে। হে পৃথে, ছয় প্রকার পুত্র বন্ধুদায়াদ ও ছয় প্রকার অবন্ধুদায়াদ পুত্র আছে।

১। স্বয়ংজাত ২। প্রণীত ৩। পরিক্রীত ৪। পৌনর্ভব ৫। কানীন ৬। স্বৈরিণীজ ৭। দত্ত ৮। ক্রীত ৯। কৃত্রিম ১০। স্বয়ং উপাগত ১১। সহোঢ় জ্ঞাতিরেতাঃ এবং ১২। হীন-

যোনিস্থত—এই দ্বাদশপ্রকার পুত্র। ইহার মধ্যে স্বয়ংজাত অভাবে প্রণীত, তদভাবে পরিক্রীত, তদভাবে পৌনর্ভব ইত্যাদি ক্রমে পূর্ব পূর্ব প্রকারের অভাবে পর পর প্রকার স্বীকার করা শাস্ত্রসম্মত। এতদ্ভিন্ন আপৎকাল উপস্থিত হইলে দেবরের দ্বারাও পুত্র উৎপাদন করিয়া লইতে পারা যায়। আর স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়াছেন ঔরসপুত্র অপেক্ষা প্রণীত পুত্র শ্রেষ্ঠ। হে কুন্তি, আমি স্বয়ংপুত্র উৎপাদনে অসমর্থ, অতএব তোমাকে তুল্যজাতি বা অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ জাতির দ্বারা পুত্র উৎপাদন করিতে অনুজ্ঞা করিতেছি। দেখ, পূর্বে শারদণ্ডায়ন স্বীয় পত্নীকে পুত্র উৎপাদনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী শারদণ্ডায়নী ঋতুস্নাতা হইয়া বিচিত্র পুষ্পমাল্য ধারণপূর্বক রজনীযোগে চতুষ্পথে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তথায় এক সিদ্ধ দ্বিজবরকে বরণপূর্বক অনলে পুংসবন হোম সম্পাদন করেন। হোমক্রিয়া সম্পন্ন হইলে ঐ বৃত ব্রাহ্মণের দ্বারা দুর্জয়াদি মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র উৎপাদন করিয়া লইলেন। হে কল্যাণি, তুমিও আমার নিয়োগানুসারে তপঃস্বাধ্যায় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ হইতে শীঘ্র অপত্য উৎপাদন করিতে যত্নবতী হও। এইখানে ১২০ অধ্যায় শেষ হইয়াছে।

মহারাজ পাণ্ডুর এই উপদেশবাক্যে নিতান্ত ব্যথিতা হইয়া পতিপ্রাণা কুন্তী কহিলেন—'হে ধর্মাত্মন্, আমি তোমার ধর্মপত্নী, বিশেষতঃ তোমাতেই অনুরক্ত অতএব আমাকে তোমার এরূপ অনুমতি করা অতীব অসঙ্গত ও অনুচিত হইয়াছে। হে মহাবাহো, তুমি স্বয়ং আমার গর্ভে অপত্য উৎপাদন করিতে পার, ধর্মেরও অনুমাত্র হানি হইবে না। অতএব হে মহারাজ, তুমি অপত্য উৎপাদনের নিমিত্ত সহবাস কর, তাহা হইলে আমিও তোমার সহিত স্বর্গে যাইতে পারিব। হে মহাত্মন্, আমি তোমা ভিন্ন অন্য পুরুষকে কদাচ মনেও করি না। তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষ পৃথিবীতে আর কে আছে?

আমি এ বিষয়ে একটি পৌরাণিকী কথা উল্লেখ করিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া তাহা শ্রবণ কর। পূর্বকালে কুরুবংশীয় ব্যুষিতাশ্ব নামে এক ধার্মিক নরপতি ছিলেন। ব্যুষিতাশ্বের যজ্ঞানুষ্ঠানে ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণ ও ঋষিগণ আগমন করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞে ইন্দ্র সোমরস-পানে মত্ত ও ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণালাভে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ স্বয়ং যজ্ঞকর্ম করেন। ঐ যজ্ঞের অবসানে মহারাজ ব্যুষিতাশ্ব প্রবল প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি প্রাচ্য উদীচ্য, পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য সমস্ত দেশ জয় করিয়া সেই দেশের ভূপতিগণকে বশীভূত করিয়াছিলেন এবং সেই সেই দেশ হইতে সংগৃহীত নানা প্রকার ধনসম্পত্তি দ্বারা পুনর্বার এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে ব্যুষিতাশ্ব দশ হস্তীর বল প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে রাজা মহাপরাক্রান্ত হইয়া, বাহুবলে সসাগরা ধরা জয় করিয়া ঔরস-পুত্রবৎ প্রজাগণকে পালন ও মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণগণকে প্রার্থনাধিক ধন দান ও যজ্ঞে সোমরস পান ইত্যাদি নানাবিধ ধর্ম-কর্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

পরম রূপবতী ভদ্রা নাম্নী কাক্ষীবানের তনয়া ব্যুষিতাশ্বের মহিষী ছিলেন। ভদ্রার অলৌকিক রূপলাবণ্যগুণে মহীপতি অল্পদিনেই তাঁহার একান্ত বশীভূত হইলেন। এমন কি রাজকার্য পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া দিনরাত্রি সেই কামিনীর সহিত অন্তঃপুরে বিহার করিতে লাগিলেন। অপরিমিত ইন্দ্রিয়াসক্তিবশতঃ অল্পকাল মধ্যে রোগাক্রান্ত হইয়া তিনি পরলোকে গমন করেন। রাজাকে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত দেখিয়া অপুত্রা ভদ্রা সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং নানাপ্রকার বিলাপ সহকারে মৃত পতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—হে ধর্মজ্ঞ, পতি বিনা নারীর আর গত্যন্তর নাই। বিধবার জীবন ধারণ কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। বিধবার মৃত্যু হইলে সে

মুক্তি পায়। হে নাথ, আমি তোমার সহগমন করিতে কামনা করি, আমি তোমাকে ছাড়িয়া একদণ্ডও বাঁচিতে পারিব না, তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সঙ্গিনী করিয়া লও। হে মহারাজ, কি সমস্থলে কি বিষমস্থলে তুমি যেখানে গমন করিবে আমি তোমার প্রিয়কারিণী ও বশবর্ত্তিনী হইয়া ছায়ার ন্যায় অনুগমন করিব। হে মহারাজ, আজ হইতে হৃদয়শোক অতিশয় প্রবল হইয়া আমাকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট প্রদান করিবে। হে নরনাথ, বোধ হয় আমি পূর্বজন্মে অনেক প্রণয়িনীর প্রিয়বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিলাম। সেই জন্য তোমার সহিত আমার বিচ্ছেদ হইল। হে মহারাজ, পতিবিহীনা হইয়া নারীর ক্ষণকালও পৃথিবীতে বাস নিতান্ত ক্লেশকর। না জানি পূর্বজন্মে আমি কতই দুষ্কর্ম করিয়াছিলাম, সেইজন্য এক্ষণে আমাকে তোমার বিয়োগানলে দগ্ধ হইতে হইল। আমি অদ্য হইতে কুশশয্যাশায়িনী হইয়া তোমার ভাস্বর মূর্ত্তি দর্শন মানসে অতিকষ্টে কালাতিপাত করিতেছি। হে নরশ্রেষ্ঠ, একবার অনুগ্রহ করিয়া এই অনাথা, অশরণা, বিলাপকারিণী দীনাকে দর্শন প্রদান কর।

ভদ্রা মৃত পতিকে আলিঙ্গন করিয়া যখন পুনঃপুনঃ এইরূপ বিলাপ করিতেছিলেন তখন তিনি আকাশবাণী শুনিতে পাইলেন—'হে প্রিয়তমে, বিলাপ করিও না। গাত্রোত্থান করিয়া গমন কর। হে চারুহাসিনি! আমি তোমাকে বর প্রদান করিতেছি। তুমি চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতে ঋতুস্নাতা হইয়া আমার সঙ্গে নিজ শয্যায় শয়ান থাকিবে তাহা হইলে আমি স্বীয় শবদেহে আবির্ভূত হইয়া তোমার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিব।' এই বচন শ্রবণে পতিব্রতা ভদ্রা কিঞ্চিৎ স্বস্থ হইয়া পুত্র কামনায় কার্যের অনুষ্ঠানে তৎপর হইলেন এবং সেই শব সংস্পর্শে তিন জন শাল্ব ও চারি জন মদ্র প্রসব করিলেন। হে মহারাজ পাণ্ডু! যেমন পরলোকগত ব্যুষিতাশ্ব স্বীয় পত্নীর করুণ বাক্য শ্রবণে দয়ার্দ্র-

চিত্ত হইয়া নিজের বংশরক্ষার্থ পত্নীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন সেইরূপ তুমিও আমার গর্ভে মানস-পুত্র উৎপন্ন করিয়া নিজ বংশ ও আমার সতীত্ব রক্ষা করিতে পার। এইখানে ১২১ অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

কুন্তীর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা প্রদানপূর্বক মহারাজ পাণ্ডু কহিলেন—"হে কুন্তি, তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা যথার্থ বটে। রাজা ব্যুষিতাশ্ব দেবতুল্য মনুষ্য ছিলেন। তাঁহার সবই সম্ভব; তাদৃশ অসম্ভব কার্য মাদৃশ লোক হইতে হইতে পারে না। ধর্মবিৎ মহাত্মা মহর্ষিগণ যাহা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে আমি সেই পুরাতন ধর্মতত্ত্ব তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর।" "হে বরাননে—অতি পূর্বাকালে রমণীগণ অনাবৃত ছিল, তাহারা ইচ্ছামত গমন ও বিহার করিতে পারিত, তাহাদিগকে কাহারও অধীনতায় আবদ্ধ থাকিতে হইত না। এক পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে আসক্ত হইলেও তাহাদের অধর্ম হইত না—ফলতঃ অতি প্রাচীনকালে ঈদৃশ ব্যবহার ধর্ম বলিয়া প্রচলিত ছিল। তির্য্যগ্‌যোনিগত প্রজাগণ কামপ্রণোদিত হইয়া অদ্যাপি ঐ ধর্মানুসারে কার্য করিয়া থাকে। উত্তর কুরুদেশে অদ্যাপি এই ধর্ম প্রচলিত আছে। হে চারুহাসিনি—স্ত্রীলোকের অনুগ্রহকারক এই ধর্ম যে জন্য নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

পূর্বকালে উদ্দালক নামে এক মহর্ষি ছিলেন—তাঁহার পুত্রের নাম ছিল শ্বেতকেতু। একদা শ্বেতকেতু পিতা-মাতার নিকট বসিয়া আছেন—এমন সময় এক ব্রাহ্মণ আসিয়া শ্বেতকেতুর জননীর হস্ত ধারণপূর্বক কহিলেন—"চল আমরা যাই"। ঋষিপুত্র পিতার সমক্ষে মাতাকে বলপূর্বক লইয়া যাইতে দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন মহর্ষি উদ্দালক পুত্রকে ক্রুদ্ধ হইতে দেখিয়া কহিলেন—"বৎস, ক্রোধ করিও না—ইহাই নিত্যধর্ম। ধেনুগণের ন্যায় স্ত্রীগণ সজাতীয় বহু পুরুষে আসক্ত হইলেও উহারা অধর্মলিপ্ত হয় না।"

ঋষিপুত্র পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া, অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া মনুষ্য মধ্যে এই নিয়ম স্থাপন করিলেন যে, অদ্য হইতে যে স্ত্রী—পতি ভিন্ন পুরুষান্তর সংস্পর্শ করিবে এবং যে পুরুষ ব্রহ্মচারিণী পতিব্রতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হইবে ইহাদের উভয়কেই ভ্রূণহত্যা সদৃশ ঘোরতর পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত হইতে হইবে। আর স্বামী পুত্র উৎপাদনার্থে নিয়োগ করিলে, যে স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে তাহাকেও ঐ পাপ স্পর্শ করিবে। হে কুন্তি, পূর্বকালে উদ্দালকপুত্র শ্বেতকেতু এইপ্রকার ধর্মযুক্ত নিয়ম স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

হে কুন্তি, মহর্ষি বেদব্যাস কুরুবংশ রক্ষার্থ আমার পিতার ক্ষেত্রে আমাদিগকে যে উৎপাদন করিয়াছেন তুমি তাহা অবগত আছ। অতএব হে অনিন্দিতে, তুমি এই সব বিবেচনা করিয়া আমার বাক্য প্রতিপালন কর। হে রাজপুত্রি, বেদবিৎ মহাত্মাগণ বলিয়া গিয়াছেন —স্বামী, স্ত্রীকে যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহা ধর্মই হউক আর অধর্মই হউক স্ত্রীকে তাহা অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে। অতএব আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা তোমার কদাচ কর্ত্তব্য নয়। বিশেষতঃ আমি পুত্রমুখ দর্শনে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি কিন্তু স্বয়ং সন্তান উৎপাদনে অসমর্থ। হে সুন্দরি, এজন্য আমি কৃতাঞ্জলিপূর্বক তোমাকে বলিতেছি তুমি প্রসন্না হইয়া তপঃস্বাধ্যায় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ হইতে অশেষ গুণসম্পন্ন পুত্রগণ উৎপাদন করিয়া লও। তাহা হইলে আমি পুত্রবান্ লোকদিগের মত উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারিব।"

পাণ্ডু আগ্রহসহকারে এইরূপ বুঝাইলে পতিহিতৈষিণী কুন্তী তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে মহারাজ, আমি বাল্যাবস্থায় পিতৃগৃহে অতিথি সৎকারে নিযুক্ত ছিলাম এবং তপস্বী ব্রাহ্মণগণের পরিচর্যা করিতাম। দৈবযোগে একদিন পরম-ধার্মিক জিতেন্দ্রিয় মহর্ষি দুর্বাসা তথায় আগমন করিয়া আতিথ্য স্বীকার করেন। আমি

অতিশয় যত্নসহকারে পরম আদরপূর্বক তাঁহার পরিচর্যা করিয়াছিলাম। মহর্ষি আমার ভক্তি দেখিয়া কহিলেন—"বৎসে আমি তোমার পরিচর্যায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি তোমাকে মহামন্ত্র প্রদান করিতেছি তুমি গ্রহণ কর।" তুমি এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, তিনি (অকামী হউন আর সকামী হউন) তৎক্ষণাৎ আসিয়া তোমার বশবর্ত্তী হইবেন। তুমি সেই সেই দেবতার প্রসাদে পুত্রবতী হইবে। মহর্ষি এই বলিয়া আমাকে বর ও মন্ত্র প্রদানপূর্বক অন্তর্হিত হইলেন। হে নাথ, ব্রাহ্মণের বাক্য অব্যর্থ। দেখুন উক্ত মন্ত্র প্রয়োগের সময় উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আপনি আজ্ঞা করুন আমি মন্ত্রপাঠ করিয়া কোন্ দেবতাকে আহ্বান করিব। হে রাজর্ষি, আমি আপনার আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছি। অনুমতি পাইলেই আপনার অভিলষিত সন্তান উৎপাদন করিব।" রাজর্ষি পাণ্ডু, কুন্তীর বাক্য শ্রবণে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন—"হে সুন্দরি, দেবতাদিগের মধ্যে ধর্ম সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। লোকমধ্যে তিনিই প্রকৃত পুণ্যভাজন অতএব তাঁহাকেই আহ্বান কর। ধর্মদত্ত পুত্র অবশ্যই ধার্মিক হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। ধর্মদত্ত পুত্রের মন কদাচ অধর্মে প্রবৃত্ত হইবে না। অতএব ধর্মপুরস্কারেই কর্ম করা আমাদের কর্ত্তব্য। তুমি পরম সমাদরপূর্বক সর্বদেব অগ্রগণ্য ধর্মকে আহ্বান করিয়া তাহা হইতে পুত্রলাভ কর।" পতিপরায়ণা কুন্তী, যে-আজ্ঞা বলিয়া স্বামীর অনুমতি গ্রহণপূর্বক তৎক্ষণাৎ তাঁহার অভিলষিত কার্য-সাধনে যত্নবতী হইলেন। এইখানে আদিপর্বের ১২২ অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

কুন্তী স্বামীর আদেশ অনুসারে মন্ত্রপাঠ করিয়া ধর্মকে আহ্বান করিলেন। এই সময়ে ধৃতরাষ্ট্র-পত্নী গান্ধারী গর্ভবতী ছিলেন। যেদিন কুন্তী ধর্মকে আহ্বান করেন, ঐদিন গান্ধারীর গর্ভকাল একবৎসর পূর্ণ হয়। গান্ধারী ২ বৎসরের অধিককাল গর্ভধারণ করিয়াছিলেন। কুন্তী বিবিধোপচারে ধর্মের উদ্দেশ্যে পূজা সাঙ্গ করিয়া, মহর্ষি কর্ত্তৃক প্রদত্ত মহামন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। সুরশ্রেষ্ঠ ধর্ম, সূর্যোপম জলদনলসন্নিভ বিমানে আরোহণ করিয়া কুন্তীর সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন—হে সুন্দরী, কি নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করিলে। বল তোমার কোন্ অভীষ্ট পূর্ণ করিব! কুন্তী তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে কহিলেন—মহাত্মন্, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একটি পুত্রসন্তান প্রদান করুন। ধর্ম তৎক্ষণাৎ তাহা স্বীকার করিয়া কুন্তীর গর্ভে সর্বপ্রাণি-হিতকর পরম যশস্বী একপুত্র উৎপাদন করিলেন। ঐ পুত্র ইন্দ্রদৈবত, জ্যেষ্ঠানক্ষত্র চন্দ্রযুক্ত হইলে অভিজিৎ নামক অষ্টমমুহূর্ত্তে, মধ্যাহ্ন সময়ে জন্মগ্রহণ করিলেন। সন্তান জন্মিবা-মাত্র দৈববাণী হইল এই যে পাণ্ডুর প্রথম পুত্র—ইনি যুধিষ্ঠির নামে ত্রিভুবনে খ্যাত হইবেন এবং ভুবনবিশ্রুত নরপতি হইয়া পুত্রবৎ প্রজাগণকে প্রতিপালন করিবেন।

যাঁহারা দেব-চরিত্রকে মনুষ্য-চরিত্রের মত মনে করিয়া নানারূপ দোষাশঙ্কা করেন, তাঁহাদের নিকটে বক্তব্য এই যে, দেবতার বরে পুত্রলাভ, মনুষ্যের সঙ্গে সংসর্গ করিয়া পুত্রলাভ নহে। কারণ কুন্তীর গর্ভে সর্বপ্রথম সূর্য কর্ণকে উৎপাদন করেন। অতঃপর সূর্যপুত্র ধর্ম, কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরকে উৎপাদন করেন। ইহা লৌকিক-রীতি হইলে পিতা-পুত্র উভয়ে এক কুন্তীকে উপভোগ করিতে পারিতেন না।

দেবতারা অসাধারণ ঐশ্বর্য সম্পন্ন, এইজন্য তাঁহাদের গাত্র-সংঘর্ষণপূর্বক সন্তান উৎপাদন করিতে হয় না। তাঁহারা সঙ্কল্পমাত্র সমস্ত অভিলষিত বস্তু সম্পাদন করিতে পারেন। এই কথা ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রেও বহুধা আলোচিত হইয়াছে। কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে (দ্বিতীয় স্তবক, কাঃ ৩) আচার্য উদয়ন "জন্মসংস্কারবিদ্যাদেঃ শক্তেঃ স্বাধ্যায়কর্মণোঃ হ্রাসদর্শনতো হ্রাসঃ সম্প্রদায়স্য মীয়তাম্।" এই কারিকায় জন্মহ্রাস প্রদর্শন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—পূর্বং হি মানস্যঃ প্রজাঃ সমভবন্, ততোঽপত্যৈকপ্রয়োজন মৈথুনসম্ভবাঃ, ততঃ কামাবর্জনীয়সন্নিধিজন্মানঃ; ইদানীং দেশকালাদ্য-ব্যস্থয়া পশুধর্মাদেব ভূয়িষ্ঠাঃ। ইহার অভিপ্রায় এই যে, জন্মসংস্কার, বিদ্যা প্রভৃতি ক্রমশঃ হ্রাসমান হইতেছে দেখিয়া অনুমান করা যায়, একসময়ে জগৎ প্রলীন হইয়া যাইবে, বেদাদি সম্প্রদায় উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। এই প্রসঙ্গে জন্মহ্রাস দেখাইতে যাইয়া উদয়ন বলিয়াছেন—পূর্ব সময়ে মনের সঙ্কল্প মাত্র পুত্র উৎপাদন হইত। এই পুত্র উৎপাদনে পত্নী বা মৈথুনের অপেক্ষা ছিল না। ইহাকে মানস-পুত্র বলা হইত। ক্রমশঃ মনের সত্যসঙ্কল্পতার হ্রাস হওয়ায় পুত্রমাত্র কামনায় স্ত্রী-সংসর্গ করিয়াই পুত্র উৎপন্ন হইত। ততঃপর কামবশতঃ স্ত্রী-সান্নিধ্য ঘটিত এবং অবর্জনীয়ভাবে পুত্র উৎপন্ন হইত। ইদানীং সমস্ত শক্তি হ্রাস হওয়াতে দেশ-কাল-পাত্র প্রভৃতির অপেক্ষা না করিয়া কেবল পশু-ধর্মের দ্বারা পুত্র উৎপন্ন হইতেছে। এইরূপে জন্মহ্রাস ঘটিয়াছে।

ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত সাংখ্যকারিকার ৩৯ সংখ্যক কারিকার যুক্তিদীপিকা টীকাতে প্রাণীর উৎপত্তির উত্তরোত্তর বিভিন্ন কারণের কথা বলা হইয়াছে। এই উক্তির অভিপ্রায় এই যে, প্রাচীনযুগে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন প্রাণিগণের সত্ত্বগুণের ও ধর্মের অতিশয় উৎকর্ষ-বশতঃ স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ ব্যতীত কেবল মনের সঙ্কল্প হইতেই অপত্য উৎপন্ন হইত এবং অভিলষিত বস্তু মাত্র সম্পন্ন হইত। স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধ

ব্যতীত কেবল মনের সঙ্কল্পবশতঃ যে অপত্য উৎপন্ন হইত, তাহার কারণ মানসী সিদ্ধি। এই সিদ্ধি এখনও কোনও কোনও প্রাণীতে দেখা যায়। যেমন কচ্ছপিকা কচ্ছপের সহিত মিলিত না হইয়াই কেবল কচ্ছপকে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত নিরীক্ষণ করিয়াই অণ্ডধারণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ কচ্ছপিকার দৃষ্টিমহিমাবশতঃই তাহার গর্ভে ডিম্ব উৎপন্ন হয়। দৃষ্টির যে অসাধারণ মহিমা আছে তাহা প্রিয়জনকে চক্ষু দ্বারা নিরীক্ষণ করিয়াই দ্রষ্টা নিজেকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করে। এই চাক্ষুষসিদ্ধি যখন ক্ষীণ হইয়া গেল তখন বাক্‌সিদ্ধি প্রাদুর্ভূত হইল। প্রাণিগণ অভিভাষণ করিয়া অভিলষিত সম্পাদন করিয়া থাকে। এই বাক্‌সিদ্ধি অদ্যাপি প্রচলিত আছে। যেমন শঙ্খী (শঙ্খপত্নী) স্বীয় শব্দ দ্বারা সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। প্রিয়জন প্রিয়জনকে সম্ভাষণ করিয়া মহতী প্রীতি অনুভব করে। এই বাক্‌সিদ্ধি ক্ষীণ হইয়া গেলে হস্তসিদ্ধি প্রাদুর্ভূত হইল। মানুষ হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া ঈপ্সিত লাভ করে। এই হস্তসিদ্ধি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন অনেক দিন পরে প্রিয়তমকে দেখিয়া তাহার হস্তের সহিত হস্ত সংস্পর্শ করিলে উভয়েই প্রীত হইয়া থাকে। এই হস্তসিদ্ধি উপেক্ষিত হইলে আশ্লেষসিদ্ধি আবির্ভূত হইল। আলিঙ্গন দ্বারাই প্রাণিগণ ঈপ্সিত বস্তু লাভ করে। প্রিয়জন প্রিয়জনকে আলিঙ্গন করিয়া অতিশয় আনন্দ অনুভব করে। (যুক্তিদীপিকা, পৃঃ ১৪৪) এই আলিঙ্গনসিদ্ধি অপগত হইলে দ্বন্দ্ব-সিদ্ধির আবির্ভাব হয়। ইহার অর্থ স্ত্রীপুরুষ মৈথুন। স্ত্রী ও পুরুষ সংঘর্ষণের দ্বারা অপত্য উৎপাদন করিয়া থাকে। আর এই সংঘর্ষণ-জাত অপত্যকে লইয়া ইহা আমার ইহা আমার এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। এই সংঘর্ষণজাত অপত্যকে লইয়াই সংসার বর্ধিত হইয়া থাকে। এই স্ত্রী পুরুষের সংঘর্ষণকেই শাস্ত্রে দ্বয়সমাপত্তি বলা হইয়াছে।

পাণ্ডু সেই প্রথম ধার্মিক পুত্র প্রাপ্ত হইয়া পুনর্বার কুন্তীকে কহিলেন,

'প্রিয়ে, ক্ষত্রিয়কুলে বলবান্ ব্যক্তি অধিকতর প্রশংসনীয়, অতএব তুমি আর এক অমিত বলশালী পুত্র উৎপাদন কর।' কুন্তী স্বামীর আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ মহর্ষিদত্ত মন্ত্রপাঠপূর্বক দেবতা বায়ুকে আহ্বান করিলেন। মহাবল বায়ু তৎক্ষণাৎ মৃগারোহণপূর্বক তাহার সম্মুখে উপনীত হইলেন এবং কহিলেন, 'কুন্তি, কি নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করিয়াছ? তোমাকে কি অভীষ্ট প্রদান করিতে হইবে?' লজ্জা-বিনম্র হইয়া কুন্তী কহিলেন, 'হে সুরোত্তম, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে এক মহাবল পরাক্রান্ত শত্রুদর্পবিনাশকারী পুত্র প্রদান করুন।' বায়ু কুন্তীর প্রার্থনানুসারে তাঁহার গর্ভে উক্তপ্রকার পুত্র উৎপাদন করিলেন। এই পুত্রের নাম ভীম। ভীম জন্মগ্রহণ করিবামাত্র দৈববাণী হইল—'বলবীর্যসম্পন্ন মহাবীরগণের অগ্রগণ্য এই মহাবীর জন্মগ্রহণ করিলেন।' এই দৈববাণীর পর আর এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার ঘটিয়াছিল। সদ্যঃপ্রসূত ভীমসেন স্বীয় জননীক্রোড়ে নিদ্রিত ছিলেন। এমন সময়ে কুন্তী ব্যাঘ্র-ভয়ে এত ভীতা হইয়াছিলেন যে তাঁহার অঙ্কস্থিত ভীমসেনকে বিস্মৃত হইয়া গাত্রোত্থান করিলে তাঁহার সহসা পলায়নের চেষ্টায়, ভীম তাঁহার অঙ্ক হইতে পর্বতের উপর নিপতিত হইলেন। ভীমের বজ্রসম শরীর-আঘাতে পর্বতস্থিত প্রস্তর চূর্ণ হইয়া গেল, তাহা দেখিয়া পাণ্ডু অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ভীমের জন্মদিবসেই দুর্যোধন জন্মগ্রহণ করেন। ভীমের জন্ম হইলে পরে পাণ্ডু চিন্তা করিতে লাগিলেন যে কি প্রকারে আমার এক সর্বশ্রেষ্ঠ পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। সমস্ত লোকই দৈব ও পুরুষকার অবলম্বন করিয়া চলে; তন্মধ্যে দৈবকে কালক্রমেই লাভ করিতে পারা যায়।

শুনিয়াছি দেবরাজ ইন্দ্র সর্বদেবের শ্রেষ্ঠ ও অপ্রমেয় বলবীর্যসম্পন্ন। আমি কায়মনোবাক্যে তপোঽনুষ্ঠান করিয়া তাঁহাকে যদি সন্তুষ্ট করি পরিশেষে তাঁহার নিকট হইতে অমিত বলশালী পুত্র প্রার্থনা করিয়া

লইব। ইন্দ্রের বরে অবশ্যই আমার মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র জন্মিবে এবং সেই পুত্র সমস্ত সংগ্রামে অজেয় হইবে। মহারাজ পাণ্ডু মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিয়া শতশৃঙ্গবাসী মহর্ষিগণের সহিত মন্ত্রণাপূর্বক কুন্তীকে সাম্বৎসরিক ব্রত অনুষ্ঠানের আদেশ দিলেন এবং পাণ্ডুও নিজে একাগ্রচিত্তে প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্যন্ত একপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া কঠোর তপস্যার আচরণ ও দেবরাজের আরাধনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাণ্ডু পুত্রকামনায় বহুকাল কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র পাণ্ডুর তপঃপ্রভাবে প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সমীপে আগমনপূর্বক কহিলেন, 'হে রাজর্ষি, আমি তোমার তপোনিষ্ঠা দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমি তোমার মনোমত পুত্রবর প্রদান করিয়া যাইব। আমার অনুগ্রহে তোমার এক শ্রেষ্ঠ পুত্র জন্মিবে, ঐ পুত্র ত্রিলোকবিশ্রুত গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী, সুহৃদ্‌গণের আনন্দবর্দ্ধক ও শত্রুগণের হৃদয়বিদারক হইবে।' দেবরাজ ইহা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। মহারাজ পাণ্ডু অভীষ্ট সিদ্ধি হওয়ায় পরম পরিতৃপ্ত হইয়া কুন্তীর নিকট গমনপূর্বক কহিলেন, 'হে কল্যাণি, আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র সুপ্রসন্ন হইয়া আমাদের অভিলাষ অনুরূপ অতিমানুষ, যশস্বী, অরাতিনিসূদন, নীতিশাস্ত্রবিশারদ, সূর্যের ন্যায় তেজস্বী, দুরাধর্ষ, ক্রীড়াবান্ অদ্ভুত-দর্শন, পুত্র প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি সেই দেবরাজ ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়া তাঁহা হইতে পুত্র উৎপাদন করিয়া লও।' কুন্তী পতির আজ্ঞা অনুসারে মহর্ষিদত্ত মন্ত্র জপ করিয়া ইন্দ্রকে আহ্বান করিলেন। দেবরাজ তৎক্ষণাৎ কুন্তীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কুন্তীর গর্ভে পাণ্ডুর প্রার্থনানুরূপ পুত্র উৎপাদন করিলেন। এই পুত্রের নাম অর্জ্জুন। অর্জ্জুন জন্মিবামাত্র গভীর নির্ঘোষে আকাশবাণী হইল। শতশৃঙ্গবাসিগণ শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। নভোমণ্ডল শব্দায়মান হইল।

কুন্তী একাগ্রচিত্তা হইয়া শুনিতে পাইলেন—'হে পৃথে, তোমার এই পুত্র কার্ত্তবীর্যের সমান, শিবসম পরাক্রমশালী ও ইন্দ্রতুল্য অজেয় হইয়া চতুর্দিকে যশ বিস্তার করিবেন। যেমন বিষ্ণু হইতে অদিতির প্রীতি বর্দ্ধিত হইয়াছিল, অর্জ্জুন হইতেও তোমার সেইরূপ প্রীতিলাভ হইবে। অর্জ্জুন স্বীয় বাহুবলে কুরু, সোম, চেদী, কাশী প্রভৃতি নানা জনপদ বশীভূত করিয়া কুরুকুলের শ্রীবৃদ্ধি করিবেন। ইঁহার বাহুবলে ভগবান্ হুতাশন খাণ্ডব বনের সর্বভূতের মেদ ভক্ষণ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইবেন। এই মহাবীর মহীপালগণকে জয় করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিবেন। হে পৃথে, তোমার এই পুত্র পরশুরামের মত তেজস্বী, বিষ্ণুতুল্য পরাক্রান্ত ও বলবান্‌দিগের অগ্রগণ্য ও মহাযশস্বী হইবেন। ইনি সংগ্রামে দেবাদিদেব মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পাশুপত নামে মহাস্ত্র লাভ করিবেন। দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞা অনুসারে দেবগণের পরম শত্রু নিবাত কবচ নামক দৈত্যদিগকে বিনাশ করিবেন। ইনি সমস্ত দিব্য অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া তিনটি রাজ্যের পুনরুদ্ধার করিবেন।

এই দৈববাণী শ্রবণে কুন্তী পরম আহ্লাদিত ও অতিশয় আশ্চর্যান্বিতা হইলেন। শতশৃঙ্গবাসী তপস্বিগণের ও ইন্দ্রাদি দেবগণের আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। পুষ্পবৃষ্টি পতিত হওয়ায় দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছাদিত ও সুবাসিত হইল, আকাশে দেব-দুন্দুভীধ্বনি হইতে লাগিল। সমগ্র দেবগণ একত্র হইয়া অর্জ্জুনের স্তব করিতে লাগিলেন। সর্পগণ, বিহঙ্গমগণ, গন্ধর্বগণ, অপ্সরাসমূহ প্রজাপতিগণ, সপ্তর্ষিমণ্ডল, ভরদ্বাজ, কশ্যপ, প্রভৃতি মহর্ষিগণ তথায় আগমন করিলেন। মরীচি, অঙ্গিরা প্রভৃতিপ্রজাপতিগণ এবং দিব্যমাল্যধারী গন্ধর্বগণ ও অপ্সরাগণ অর্জ্জুন সমীপে নৃত্য, গীত করিতে লাগিলেন। এইরূপে ত্রিলোকবাসিগণ অর্জ্জুনের জন্মগ্রহণে অতিশয় হৃষ্ট হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

শতশৃঙ্গবাসী মহর্ষিগণ এই আশ্চর্য ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তদবধি পাণ্ডবগণের প্রতি তাঁহারা অধিকতর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুনের জন্ম হইতে মহারাজ পাণ্ডু আরও এক পুত্রের কামনায় কুন্তীর নিকট প্রার্থনা করিলে কুন্তী পাণ্ডুর আশয় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন—হে মহাত্মন্, আর আমাকে পুত্রান্তরের জন্য অনুরোধ করিবেন না। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে, স্ত্রীলোক আপৎকালে উপস্থিত হইলে তিনটি পর্যন্ত পুত্র উৎপাদন করিতে পারেন; তিনটির অধিক কোনক্রমেই পারেন না; করিলে স্ত্রী স্বৈরিণী অথবা বেশ্যা পদবাচ্যা হইয়া থাকেন। হে মহারাজ পাণ্ডু, তুমি ধর্মজ্ঞ হইয়া কি নিমিত্ত উদ্‌ভ্রান্তচিত্তের ন্যায় আমাকে পুনর্বার অপত্য উৎপাদনের জন্য অনুরোধ করিতেছ।' এইখানে ১২৩ অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

এই স্থানে মহারাণী কুন্তীর কথাগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। পুত্রপ্রাপ্তি লোভে ধর্মের মর্যাদা লঙ্ঘন করিতে তিনি কিছুতেই রাজী হন নাই। আপৎ-ধর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মহারাণী কুন্তী তিনটিমাত্র পুত্র উৎপাদন করিয়াই নিবৃত্ত হইলেন। মহারাজ পাণ্ডুর অনুমতি সত্ত্বেও কিছুতেই চতুর্থ পুত্র উৎপাদনে সম্মতা হইলেন না। ধর্মের শাশ্বত মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তিনটি পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন, কামপ্রবৃত্ত হইয়া করেন নাই। কামপ্রবৃত্ত হইলে ইহার পরেও যথেচ্ছভাবে পুত্র উৎপাদন করিতে পারিতেন। মহারাণী গান্ধারী শত পুত্রের মাতা হইয়াছেন জানিয়াও, মহারাণী কুন্তীর নিকটে অসাধারণ সুযোগ বিদ্যমান থাকিলেও কখনও অধিক পুত্র লাভের জন্য লালায়িত হন নাই। কুন্তীর যদি ভীম, অর্জ্জুনের মত শত পুত্র থাকিত তবে মহারাজ দুর্যোধন কখনও পাণ্ডবদের সহিত বিরোধ করিতে সাহসী হইতেন না; বরং শত পুত্র লইয়া হস্তিনায় গমন করিয়া কুন্তী হস্তিনার

অধীশ্বরী হইতে পারিতেন। কিন্তু ধর্মনাশ ভয়ে কুন্তী সেইরূপ চিন্তাও কখনও করেন নাই। ইহাতে কুন্তীর সংযম ও ধৈর্য যে অসাধারণ ছিল তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। আরও কথা, যখন পাণ্ডুর প্রেরণায় কুন্তী পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন তাহার পূর্বেও পাণ্ডুর প্রেরণা ব্যতিরেকে কুন্তীর যে অমোঘ মন্ত্রবল ছিল তদ্দ্বারাই বহু পুত্র উৎপাদন করিতে পারিতেন। কিন্তু সে কল্পনাও কুন্তীর হৃদয়ে কোনদিন উদ্রেক হয় নাই। কুন্তীর এই অমোঘ মন্ত্রবলে কুন্তীর বিবাহেরও কোন আবশ্যকতা ছিল না। কারণ কুন্তীর অমোঘ মন্ত্রবল প্রভাবে নিজের অভিলষিত দেবতাদিগকে যখন তখন আহ্বান করিয়া দেবতাদিগের সহিত সম্ভোগ-সুখ ভোগ করিতে পারিতেন। যাহার হাতে এমন অমোঘ অস্ত্র আছে, সে কেন দেবতাদের হইতে অতি নিকৃষ্ট মনুষ্যকে পতিরূপে বরণ করিবে? আমরা যদি নিরপেক্ষভাবে কুন্তীর এই বিস্ময়কর সংযমের প্রতি লক্ষ্য করি তবে আমরা অবনত মস্তকে বলিতে বাধ্য হইব যে মহাভারতের প্রারম্ভে ব্যাসদেব যে বলিয়াছেন 'ধৃতিং কুন্ত্যাঃ' —কুন্তীর অসাধারণ ধৈর্যশীলতা মহাভারতে বর্ণিত হইবে— তাহা অক্ষরশঃ সত্য। এতবড় সংযম আজ আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। স্বর্গের মহৈশ্বর্যশালী দেবতারা অমোঘ মন্ত্রশক্তির প্রভাবে কুন্তীর ইচ্ছানুসারী হইয়াছেন, এই সমস্ত দেবতাদের লইয়া কুন্তী নিজের জীবন অতিবাহিত না করিয়া বিবাহিত পতি মানুষ পাণ্ডুর কেবলমাত্র অনুবর্তন করিয়া মৃত্যুকাল পর্যন্ত অশেষ ক্লেশভোগ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারই এই ক্লেশরাশি, অসাধারণ স্বার্থত্যাগ, সমগ্র মহাভারতীয় কথাকে সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। কুন্তীর এই অসাধারণ সংযমই মহাভারতে নানাপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে।

মনুষ্যরমণী কুন্তীতে কতদূর সংযম ও স্বার্থত্যাগ সম্ভাবিত হইতে পারে তাহা এই প্রবন্ধে দেখান হইবে।

১২৪ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে গান্ধারীর একশত পুত্র ও কুন্তীর তিন পুত্রের জন্ম হইলে মহারাজ পাণ্ডুর দ্বিতীয় পত্নী মাদ্রী স্বীয় পুত্র লাভে লালায়িত হইয়া নির্জনে মহারাজ পাণ্ডুকে বলিয়াছিলেন দৈব দুর্বিপাক বশতঃ আপনি পুত্র উৎপাদনে অসমর্থ হইয়াছেন বলিয়া আমার পরিতাপ নাই। গান্ধারী শত পুত্রের মাতা হইয়াছেন বলিয়াও আমার ঈর্ষা হয় না। কিন্তু কুন্তী ও আমি দুইজনেই আপনার ভার্য্যা; দুই জনেই সমান। কিন্তু কুন্তী পুত্রবতী হইলেন আর আমি পুত্র মুখ নিরীক্ষণে বঞ্চিত হইলাম ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। হে মহারাজ, যদি কুন্তী আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন তবে তাঁহার অনুগ্রহে আমিও পুত্রবতী হইতে পারি। কিন্তু কুন্তী সপত্নী বলিয়া আমি কোন মতেই তাঁহার নিকটে নিজে প্রার্থনা করিব না। যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া কুন্তীকে অনুরোধ করেন তবে আমার মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে। মহারাজ পাণ্ডু মাদ্রীর কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন "প্রিয়তমে, তুমি উত্তম কথা বলিয়াছ। ইহা আমারও নিতান্ত অভিলষিত; কেবল ইহাতে তোমার সম্মতি হয় কিনা এই সন্দেহে পূর্বে আমি তোমাকে বলি নাই। এক্ষণে তোমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছি এবং অবশ্যই আমি তোমার মনোরথ সিদ্ধি করিবার জন্য কুন্তীকে অনুরোধ করিব। কুন্তী কখনই আমার বাক্য লঙ্ঘন করিবেন না। পাণ্ডু মাদ্রীকে এই কথা বলিয়া কুন্তীর নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে নির্জনে কহিতে লাগিলেন "হে পৃথে, তুমি আমার বংশ বৃদ্ধির নিমিত্ত। আমার ও আমার পূর্ব-পুরুষগণের পিণ্ড রক্ষার জন্য, পতির প্রিয় অনুষ্ঠানের নিমিত্ত এবং তোমার নিজের যশোবৃদ্ধির জন্য, একবার মাদ্রীকে দয়া করিয়া তাহাকে পুত্রবতী কর। হে পৃথে, পুত্র দান করিয়া মাদ্রীকে পরিত্রাণ কর। ইহাতে তোমার নিজেরও যশোবৃদ্ধি হইবে।'

কুন্তী পাণ্ডুর বাক্য শ্রবণ করিয়া মাদ্রীকে কহিলেন—'তুমি কোন

দেবতাকে আহ্বান কর, তাহা হইলে অচিরকালমধ্যে তোমার সন্তান হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।' মাদ্রী কুন্তীর আদেশক্রমে মনে মনে চিন্তা করিয়া অশ্বিনীকুমারকে স্মরণ করিলেন। অশ্বিনীকুমার তৎক্ষণাৎ মাদ্রীর নিকটে উপস্থিত হইয়া মাদ্রীর গর্ভে যমজ পুত্র উৎপাদন করিলেন। অশ্বিনীকুমার স্বভাবতঃ দুই মূর্ত্তি। এই দুই মূর্ত্তি অশ্বিনী-কুমারদ্বয় সর্বত্রই একযোগে কার্য করিয়া থাকেন। ইঁহারা একজনকে পরিত্যাগ করিয়া আর একজন অবস্থান করেন না। এইজন্য মিলিত অশ্বিনীকুমারদ্বয়ই মিলিত একটি দেবতা, আর তাহাতেই মাদ্রীর যমজ সন্তান উৎপন্ন হইল। এই যমজ পুত্রদ্বয়ের নাম হইল নকুল ও সহদেব। এই পুত্রদ্বয় উৎপন্ন হওয়া মাত্র দৈববাণী হইল—'হে নবজাত কুমারদ্বয়, তোমরা দুজনেই অশ্বিনীকুমারদ্বয় অপেক্ষা অধিক সত্ত্বসম্পন্ন, রূপবান্, গুণশালী ও তেজস্বী হইয়া পরম সুখে কালযাপন কর। শতশৃঙ্গবাসী মহর্ষিগণ পুত্রদ্বয়কে যথাবিধি আশীর্ব্বাদ প্রদানপূর্বক প্রসন্ন মনে তাহাদের নামকরণ করিলেন। কুন্তীর তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম যুধিষ্ঠির, মধ্যমের নাম ভীম ও কনিষ্ঠের নাম অর্জুন হইল আর মাদ্রীর পুত্রদ্বয়ের মধ্যে প্রথম পুত্রের নাম নকুল ও দ্বিতীয় পুত্রের নাম সহদেব হইল।

পাণ্ডুর পুত্রগণ এক বৎসর অন্তর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহাদিগকে সমবয়স্ক বলিয়া মনে হইত। পাণ্ডুর এই পুত্রগণ সকলেই মহাসত্ত্ব, মহাবীর্য, মহাবল ও মহাপরাক্রমসম্পন্ন ছিলেন। পাণ্ডু এই দেবতুল্য পুত্রগণকে দেখিয়া আহ্লাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। পুত্রগণ ক্রমে শতশৃঙ্গবাসী মুনিগণের ও মুনিপত্নীগণের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে রাজর্ষি পাণ্ডু পুনর্বার মাদ্রীর গর্ভে পুত্র উৎপাদনের জন্য কুন্তীকে অনুরোধ করিলেন কিন্তু কুন্তী তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং মহারাজ পাণ্ডুকে বলিলেন—'মাদ্রী অতিশয়

ধূর্ত্ত, সে একবার মাত্র দেবতা আহ্বান করিয়া দুই পুত্র উৎপাদন করিয়াছে। এই ধূর্ত্ততা আমারও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। হে মহারাজ, আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া আপনাকে বলিতেছি এ বিষয়ে আমাকে আর অনুরোধ করিবেন না।' পাণ্ডু অগত্যা তাহাতে সম্মত হইলেন। এইরূপে দেবদত্ত পাণ্ডু পুত্রগণ হিমালয়ে থাকিয়া কিয়ৎদিনের মধ্যে বীর্যবান্, যশস্বী, প্রিয়দর্শন, সিংহবিক্রমী ও দেবতুল্য বিক্রমশালী হইয়া উঠিলেন এবং শতশৃঙ্গবাসী মহর্ষিগণও পাণ্ডুপুত্রগণকে দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এদিকে দুর্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণও অতি অল্প দিনের মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। এইখানে ১২৪ অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

এইস্থলে একটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, কুন্তী ও মাদ্রীর পুত্র উৎপত্তি নিতান্তই অলৌকিক। দৈবকারণ একবারমাত্র দেবতার আহ্বান হইতে প্রত্যেক আহ্বানে এক একটি পুত্রই উৎপন্ন হইবে ইহা লৌকিক রীতি হইতে পারে না। লৌকিক রীতিতে স্ত্রীসহবাসের দ্বারা প্রত্যেক বার পুত্রই উৎপন্ন হইবে এইরূপ নিয়ম দেখা যায় না। কখন পুত্র কখন কন্যা উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং এক-বারমাত্র সহবাসের দ্বারা পুত্রের নিশ্চিত উৎপত্তি ইহা লৌকিক বিধির সর্বথা বহির্ভূত। প্রত্যেক সহবাসেই যদি একটি করিয়া সন্তান উৎপন্ন হইত তবে পৃথিবীতে আর দাঁড়াইবারও স্থান থাকিত না। অথচ কুন্তী ও মাদ্রীর এই দেবতা-আহ্বান এমনই অব্যর্থ হইয়াছে যে প্রত্যেকটি আহ্বানের ফলে এক একটি অসাধারণ পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং ইহারা প্রত্যেকেই সুরূপ, সুবুদ্ধি, ও নীরোগ ও অমিত বিক্রমশালী। ইহাতে এই পুত্র উৎপত্তি যে নিতান্ত অলৌকিক তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পরে একদা বসন্তঋতু

সমাগমে মাদ্রীর সহিত মহারাজ পাণ্ডু নির্জন অরণ্য-ভূমিতে বিচরণ করিতেছিলেন। নির্জন-প্রদেশের চিত্ত-উন্মাদনকারী ঋতুর প্রভাবে এবং অতি রূপলাবণ্যশালিনী মাদ্রীকে দেখিয়া মহারাজ পাণ্ডুর চিত্ত কামভাবে চঞ্চল হইয়াছিল। কামপ্রভাবে অতি অবশচিত্ত হইয়া পাণ্ডু মাদ্রীকে আলিঙ্গন করিলেন, মাদ্রীর বারবার নিষেধসত্ত্বেও রাজা কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না। রাজা কামভাবে বিমুগ্ধ হইয়া মৃগরূপী ঋষিকুমারের শাপ একেবারেই বিস্মৃত হইলেন। দৈব-নির্বন্ধ অখণ্ডনীয় বলিয়া রাজা বারবার মাদ্রী কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও কোনক্রমে নিরস্ত হইলেন না এবং অলঙ্ঘনীয় শাপবশতঃ পাণ্ডু পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। মাদ্রী রাজাকে তদবস্থায় দেখিয়া তাঁহার মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। কুন্তী দূর হইতে সেই আকুল ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিহ্বল ব্যাকুলচিত্তে কুমারগণের সহিত শব্দানুসারে গমন করিতে লাগিলেন। মাদ্রী অনতিদূরে কুন্তীকে কুমারগণের সহিত আসিতে দেখিয়া কাতরস্বরে কহিলেন 'ভদ্রে, তুমি একাকী এইস্থানে আইস, বালকগণ ঐ স্থানে থাকুক'। কুন্তী মাদ্রীর বচনানুসারে একাকিনী হা হতোহস্মি বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তথায় গমন করিয়া দেখিলেন মাদ্রী রাজার মৃতদেহ আলিঙ্গন করিয়া ভূতলে পতিত রহিয়াছেন। তখন কুন্তী শিরে করাঘাত করিয়া বিলাপ করিতে করিতে মাদ্রীকে কহিলেন—'আমি রাজাকে সর্বদা রক্ষা করিতাম। রাজা অতিশয় জিতেন্দ্রিয় ছিলেন, তবে ইনি মৃগশাপ জানিয়াও কি নিমিত্ত তোমার প্রতি কামাসক্ত হইলেন? আমি যেরূপে রাজাকে রক্ষা করিতাম তোমারও সেইরূপ করা উচিত ছিল। তুমি কেন তাঁহাকে নির্জনে আনিয়া প্রলোভিত করিলে? মৃগশাপের কথা তাঁহার হৃদয়ে সর্বদা জাগরিত থাকিত এজন্য তিনি সর্বদা বিষণ্ণ থাকিতেন। অদ্য তোমাকে নির্জনে পাইয়া কি জন্য তাঁহার মন চঞ্চল হইল? কুন্তী বলিলেন—

ধন্যা ত্বমসি বাহ্লীকি ! মত্তো ভাগ্যতরা তথা। দৃষ্টবত্যসি যদ্বক্ত্রং প্রহৃষ্টস্য মহীপতেঃ ॥ ২১ শ্লোক

ইহার অভিপ্রায়, 'হে মদ্ররাজনন্দিনি, তুমি ধন্যা এবং আমা হইতে অধিকতর সৌভাগ্যবতী, যেহেতু তুমি অদ্য মহারাজের প্রসন্ন বদন দর্শন করিয়াছ।' কুন্তীর এই উক্তির প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত। মৃগশাপ বশতঃ মহারাজ পাণ্ডু দীর্ঘ দিন হইতে ঘোর বিষণ্ণবদনে সময় যাপন করিতে ছিলেন। আজ মাদ্রীর প্রতি আসক্ত হইয়া তাঁহার মুখ আনন্দে প্রফুল্লিত হইয়াছিল। পাণ্ডুর এই আনন্দ-উৎফুল্ল মুখ দর্শনের সৌভাগ্য কেবল মাদ্রীরই হইয়াছিল, কুন্তীর হয় নাই। স্বামীর প্রসন্ন বদন দর্শন করিয়া সাধ্বী স্ত্রী যেরূপ আনন্দে মগ্ন হইয়া থাকেন, স্বামীর বিষণ্ণ বদন দেখিলে সাধ্বী স্ত্রী সেইরূপই দুঃখিত হইয়া থাকেন। আজ আমাদের কয়জন স্ত্রী আছেন যাঁহারা স্বামীর প্রসন্ন বদন দর্শন করিয়া অপার আনন্দ ও বিষণ্ণ বদন দেখিয়া অতিশয় দুঃখানুভব করেন? মহারাণী কুন্তী বিদ্যুৎ-উন্মেষের মত মহারাজ পাণ্ডুর প্রসন্ন বদন দর্শন অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা মনে করিয়াছিলেন। হায়, আজ আমাদের এই আদর্শ কোথায় অতল জলে নিমগ্ন হইয়াছে!

কুন্তীর কথা শুনিয়া মাদ্রী বলিয়াছিলেন, হে দেবী, এ বিষয়ে আমার কোন অপরাধ নাই। রাজর্ষি আমার প্রতি আসক্ত হইলে আমি অতি কাতরভাবে তাঁহাকে ভূয়ো ভূয়ো নিষেধ করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি আমাদের দুরদৃষ্টক্রমেই হউক বা ঋষি-শাপের অলঙ্ঘনীয়তা প্রযুক্তই হউক অথবা দুর্দান্ত কামবেগের অনিবার্যতাবশতঃই হউক আমার বাক্যে একবারও কর্ণপাত করিলেন না"

পতিব্রতা কুন্তী মাদ্রীকে কহিলেন—'হে ভদ্রে, যাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে আমি তোমার নিকটে একটি প্রার্থনা করি শ্রবণ কর।

—'আমি রাজর্ষির জ্যেষ্ঠা ধর্মপত্নী, সুতরাং শ্রেষ্ঠ ধর্মফল আমারই প্রাপ্য। অতএব আমি পরলোকগত স্বামীর সহিত সহগমন করিব। তুমি এবিষয়ে আমাকে নিবারণ করিও না। তুমি গাত্রোত্থান কর। আর তুমি সাবধানে এই সন্তানগুলির প্রতিপালন করিও। আমি মহারাজের মৃতদেহ লইয়া চিতারোহণ করি।' মাদ্রী কহিলেন, 'হে আর্যে, আমি স্বামী-সহবাসে অদ্যাপি পরিতৃপ্ত হই নাই। অতএব আমিই মহারাজের সহিত সহগমন করিব। অনুগ্রহ করিয়া এবিষয়ে অনুমতি করিতে হইবে। মহারাজ আমাতেই আসক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, এজন্য যমভবনে গমন করিয়া মহারাজের অভিলাষ পূর্ণ করা আমার প্রধান ধর্ম এবং অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম। বিশেষতঃ আমি জীবিত থাকিয়া যদি সমস্ত পুত্রগণকে সমভাবে স্নেহ করিতে না পারি তাহা হইলে আমাকে ইহলোকে ঘোর লোকনিন্দার ও পরকালে ঘোরতর নরকে পতিত হইতে হইবে। অতএব সহগমন করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। এক্ষণে আপনার নিকটে আমার ভিক্ষা যে, মহারাজের মৃত দেহের সহিত আমার দেহ যেন দগ্ধ করা হয়। আমার পুত্রদ্বয়কে আপনি নিজের পুত্রগণের ন্যায় স্নেহ ও অপ্রমত্তচিত্তে প্রতিপালন করিবেন। ইহা ব্যতীত আমার অন্য কোনও বক্তব্য নাই।' এই কথা বলিয়া মাদ্রী রাজার মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক চিতাগ্নিতে দেহ পরিত্যাগ করিলেন। এখানে ১২৫ অধ্যায় শেষ হইয়াছে।

মাদ্রী কুন্তীর কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, আমার পুত্রদ্বয়কে নিজের পুত্রগণের ন্যায় স্নেহ ও অপ্রমত্তচিত্তে প্রতিপালন করিও। মাদ্রীর এই প্রার্থনা কুন্তী যাবজ্জীবন বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। মাদ্রী নিজের পুত্রদ্বয়কে কুন্তীর পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু কুন্তী সর্ব্বত্রই যাবজ্জীবন নিজের পুত্রগণ হইতে অধিক স্নেহে মাদ্রীর পুত্রদ্বয়কে প্রতিপালন ও অধিকতর স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

মাদ্রীর পুত্রদ্বয়ের প্রতি কুন্তীর অপত্যাধিক স্নেহ মহাভারতের ঘটনাবলীতে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। ইহা আমরা যথাস্থানে প্রদর্শন করিব। আরও কথা পাণ্ডুর পুত্রগণকে সমভাবে প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা মাদ্রীর ছিল না ইহা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। এই অসাধারণতা কুন্তীর ছিল, ইহা মাদ্রী কুন্তীর ব্যবহারে বুঝিয়াছিলেন। আর বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই কুন্তীর হস্তে নিজের পুত্রদ্বয়ের সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন —ইহা কুন্তীর চরিত্রের এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। কোন রমণী স্বীয় সন্তান অপেক্ষা অপরের সন্তানকে যাবজ্জীবন স্নেহ ও প্রতিপালন করিতে পারে না। কিন্তু কুন্তী যাবজ্জীবন একইভাবে মাদ্রীর পুত্রদ্বয়কে স্বীয় পুত্রগণ অপেক্ষা অধিক স্নেহের সহিত প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন।

মহারাজ পাণ্ডু দেহত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিলে শতশৃঙ্গবাসী দেবতুল্য মহর্ষিগণ ও মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণগণ সমবেত হইয়া মন্ত্রণা করিলেন—মহারাজ পাণ্ডু রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া আমাদের শরণাগত হইয়া বহুদিন তপস্যা করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি তাঁহার শিশুপুত্রগণ ভার্য্যাকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া দেবলোকে গমন করিয়াছেন। অতএব পাণ্ডুর পুত্র ও কলত্র ও মৃতদেহ লইয়া ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমর্পণ করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। মহর্ষিগণ এইরূপ পরামর্শ করিয়া কুন্তী ও শিশু পঞ্চপাণ্ডব এবং পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃত শরীর লইয়া হস্তিনানগরে গমন করিলেন। তাঁহারা অতি অল্প দিনের মধ্যে হস্তিনানগরীতে উপনীত হইয়া রজনী প্রভাত হইবামাত্র রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তখন দেবর্ষিগণের বাক্যানুসারে দ্বারপাল তৎক্ষণাৎ রাজসভায় গিয়া তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিলে হস্তিনাবাসী যাবতীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র মহর্ষিগণের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মহর্ষি-

গণকে দেখিতে আসিলেন। ভীষ্ম, সোমদত্ত, বাহ্লীক, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, দেবী সত্যবতী, পাণ্ডুর মাতা কৌশল্যা এবং অন্যান্য রাজপত্নীগণে পরিবৃতা হইয়া গান্ধারী এবং দুর্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণও ব্যগ্রচিত্ত হইয়া শতশৃঙ্গবাসী মহর্ষিগণকে দেখিবার জন্য আগমন করেন এবং মহর্ষিগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা সকলেই মহর্ষিগণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। সমাগত জনবৃন্দ মহর্ষিগণের আদেশানুসারে উপবেশন করিলে মহামতি ভীষ্ম তাঁহাদিগকে নিস্তব্ধ দেখিয়া মহর্ষিগণকে পাদ্য-অর্ঘ্য দ্বারা যথাবিধি পূজা করিয়া রাজ্য ও ধনসম্পত্তি মহর্ষিগণকে নিবেদন করিলেন। তখন মহর্ষিগণের মধ্য হইতে একজন বৃদ্ধ মহর্ষি গাত্রোত্থান করিয়া অন্যান্য ঋষিগণের মত গ্রহণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—হে মান্যবরগণ, যে কৌরববংশীয় রাজর্ষি পাণ্ডু সমস্ত ভোগ সুখ পরিত্যাগ করিয়া শতশৃঙ্গে গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠা ধর্মপত্নী কুন্তীর গর্ভে দৈববিধি অনুসারে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন এবং কনিষ্ঠা পত্নী মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। হে কুরুকুলাগ্রগণ্যগণ এইরূপে পরম ধার্মিক যশস্বী মহীপাল বনে বাস করিয়া নষ্টপ্রায় পিতামহবংশের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। আপনারা এই পাণ্ডু-পুত্রগণের বেদ অধ্যয়ন বিষয় জ্ঞাত হইয়া পরিতুষ্ট হইবেন। রাজর্ষি পাণ্ডু অভিলষিত পুত্রগণকে লাভ করিয়া অদ্য ১৭ দিন হইল পরলোকে গমন করিয়াছেন। পতিব্রতা মাদ্রীও দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনারা পাণ্ডুর ও মাদ্রীর এই শরীরদ্বয় লইয়া কুন্তী ও পঞ্চপাণ্ডবের সহিত তাঁহাদের অগ্নিকার্য, প্রেতক্রিয়া এবং শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করুন। কুরুগণকে এই কথা বলিয়া মহর্ষিগণ দেখিতে দেখিতে গুহ্যকগণের সহিত অন্তর্হিত হইলেন। এই মহর্ষিগণ গন্ধর্ব্বগণের মত অন্তর্হিত হইয়া গেলেন ইহা দেখিয়া হস্তিনার সকলেই বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। এইখানে ১২৬ অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

এইস্থানে বক্তব্য এই যে, মহারাজ পাণ্ডু ঋষিগণের আশ্রমে অবস্থান করিয়া অকস্মাৎ পরলোকে গমন করায় তত্রত্য মহর্ষিগণ তৎক্ষণাৎ সম্মিলিত হইয়া পাণ্ডুর ও মাদ্রীর মৃতদেহ লইয়া কুন্তী ও পাণ্ডবগণের সহিত হস্তিনায় আগমন করিয়াছিলেন। ঋষিগণ শতশৃঙ্গে থাকিয়াই এই চিন্তা করিয়াছিলেন। এই মহারাজ পাণ্ডু আমাদের আশ্রয়ে দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছেন এবং আমাদের হস্তেই পত্নী ও পুত্রগণকে সমর্পণ করিয়া পরলোকগত হইয়াছেন। সুতরাং আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য পাণ্ডুর ও মাদ্রীর দেহদ্বয়, পাণ্ডুর বিধবা পত্নী ও পুত্রগণকে হস্তিনায় লইয়া যাইয়া তাঁহার বান্ধবগণের নিকট সমর্পণ করা। মহর্ষিগণের এই বিচার কখনও পরাধীন ও অধঃপতিত দেশে সম্ভাবিতই হইতে পারে না। আমাদের মনোভাবের সহিত বিবেচনা করিলে এইরূপ বলা উচিত ছিল যে পাণ্ডু মহারাজ আমরা বনবাসী, আমরা কি করিব ? মহারাজ পাণ্ডুর বান্ধববর্গই যাহা কর্ত্তব্য হয় করিবেন — ইহাতে আমাদের কিছুই করণীয় নাই। যেমন বর্ত্তমান সময়ে আমরা আমাদের বাড়ীর সম্মুখে বা বাড়ীতে এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিলে করি, বড়জোর আমরা কর্পোরেশনে বা পুলিশে খবর দিতে পারি। ইহার অধিক আমরা করি না বা করিতে ইচ্ছাও করি না। স্বাধীন ভারতের মহর্ষিগণ কি করিয়াছিলেন তাহা ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আর মহর্ষিগণ যে বলিয়াছেন —মৃত্যুর সময় মহারাজ পাণ্ডু তাঁহার পত্নী ও পুত্রগণকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন—ইহা মহর্ষিগণের চিত্তই বলিতে পারে ; কিন্তু অধঃপতিত আমরা মনে করিব মৃত্যুকালে পাণ্ডু আমাদিগকে কিছু বলিয়াও যান নাই, কোন দলিল সম্পাদন করিয়া যান নাই, সুতরাং ইহাতে আমাদের কোন কিছুই কর্ত্তব্য নাই। কিন্তু ঋষিগণের হৃদয় বলিয়াছিল যে মহারাজ পাণ্ডু সর্বভোগ পরিত্যাগপূর্বক ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করিয়া আমাদের আশ্রয়ে এই শতশৃঙ্গে

দীর্ঘকাল বাস করিয়াছেন। যে আমাদের আশ্রিত তাহার মৃত্যুর পরে তাহার বান্ধববর্গ যে আমাদের হস্তেই সমর্পিত হইয়াছে ইহাতে বক্তব্য কিছুই নাই। ইহাই স্বাধীন ভারতবাসীর চিত্তের নির্যাস। কিন্তু অধঃপতিত পরাধীন জাতির হৃদয়ে এরূপ কথা স্বপ্নেও উদিত হইতে পারে না। মহর্ষিগণ পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃতদেহ বহন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই কারণ তাঁহাদের হৃদয়ে মনুষ্যত্বের বোধ তীব্রভাবে জাগ্রত ছিল। আরও বিস্ময়ের কথা, পাণ্ডুর ও মাদ্রীর অৰ্দ্ধদগ্ধ দেহদ্বয় ১৭ দিন বহন করিয়া মহর্ষিগণ হস্তিনায় আনিয়াছিলেন। কি উপায়ে এই মৃত দেহদ্বয় এতদিন ঋষিদের বহনযোগ্য থাকিল ? এই ১৭ দিনে দেহদ্বয় পচিয়া মহাদুর্গন্ধযুক্ত হইয়া সম্পূর্ণভাবে বহনের অযোগ্য হইয়া যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই। দেহদ্বয় অবিকৃতই ছিল। এই কথা আমরা পরের অধ্যায়ে বিশেষভাবে বর্ণনা করিব। বিশেষ কথা ক্ষত্রিয়ের শবদেহ ব্রাহ্মণগণের সুদীর্ঘকাল বহন করিতে বিশেষভাবে সঙ্কোচ হওয়া উচিত ছিল কিন্তু মহর্ষিগণের তাহাও হয় নাই। এই সমস্ত বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করিলে তদানীন্তন সামাজিক ব্যবস্থার অসাধারণতা আমাদের দৃষ্টিতে পতিত হইতে পারে। তাৎকালিক সামাজিক রীতি সম্বন্ধে পূর্ণ পরিচয় না থাকায় পাণ্ডুর ও মাদ্রীর দেহ-দ্বয়ের অর্থ মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন — পাণ্ডুর ও মাদ্রীর অস্থিখণ্ড মাত্র ঋষিরা হস্তিনায় আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহারও ইহাই মনে হইয়াছে ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়ের শবদেহ দীর্ঘকাল বহন করিয়া লইয়া যাইবেন ইহা হইতে পারে না। এই জন্য শবদেহের অর্থ — শবদেহের অস্থিখণ্ড বলিয়াছেন কিন্তু টীকাকারের এই কল্পনা সর্ব্বথাই কুকল্পনা। কারণ ইহার পরের অধ্যায়ে দেখা যাইবে পাণ্ডুর শবদেহ হস্তিনাতে লইয়া গিয়া বসন-ভূষণের দ্বারা অলংকৃত করিয়া ও চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য দ্বারা অনুলিপ্ত করিয়া যখন চিতাভূমির কাছে লইয়া যাওয়া

হইয়াছিল তখন সেই স্থানে উপস্থিত জনতার নিকটে বোধ হইয়াছিল যে মহারাজ পাণ্ডু যেন জীবিতই আছেন এবং পাণ্ডুর মাতা কৌশল্যা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বসন-ভূষণ দ্বারা সুসজ্জিত পাণ্ডুর দেহ দর্শন করিয়া 'হা হা পুত্র' বলিয়া পাণ্ডুর দেহের সম্মুখে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহাই পরবর্তী অধ্যায়ে মহাভারতে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পাণ্ডুর দেহের অস্থিখণ্ড মাত্র অর্থ করিলে মহাভারতের এই সমস্ত বর্ণনা অসমঞ্জস হইয়া যাইবে। এই সমস্ত বর্ণনার তিলাঞ্জলি দিতে হইবে। টীকাকার নীলকণ্ঠ সপ্তদশ শতাব্দীর লোক, তিনি ঐরূপ সুবিশাল কল্পনা মনে স্থানও দিতে পারেন না। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় মহাভারতের এইস্থানের অনুবাদে টীকাকারের এই ভাবার্থ গ্রহণ করেন নাই। তিনি পাণ্ডু ও মাদ্রীর দেহদ্বয় ঋষিরাই বহন করিয়া ১৭ দিনে হস্তিনায় আনিয়াছিলেন এই কথা স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন। পাঠকবর্গ আমাদের এই কথাগুলি স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন। স্বাধীন ভারতে ভারতের সামাজিক রীতি, দীর্ঘকাল পর-অবনত দেশের সামাজিক রীতির সহিত এক হইতে পারে না। ইহার অসংখ্য উদাহরণ আমরা এই প্রবন্ধেই দেখাইব।

শতশৃঙ্গবাসী মহর্ষিগণ মহারথ পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃতদেহ লইয়া হস্তিনায় আগমনপূর্বক তাহা ধৃতরাষ্ট্রাদির নিকটে প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মহামতি বিদুরকে আহ্বানপূর্বক বলিয়াছিলেন—হে বিদুর, মহারাজ পাণ্ডু ও মাদ্রীর সমুদয় প্রেতকার্য যাহাতে পরম সমারোহপূর্বক সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তদ্বিষয়ে তুমি যত্নবান হও এবং মহারাজ পাণ্ডু ও মাদ্রীর যাবতীয় বস্তু, বস্ত্র ও ধনরত্ন আছে তাহা প্রার্থিগণের প্রার্থনা অনুসারে প্রদান কর। কুন্তীর দ্বারা মাদ্রীর সংস্কার করাও। মাদ্রীকে এইরূপে সুশোভিত করিবে যে অন্যের কথা

দূরে থাকু, যেন বায়ু ও সূর্য তাহাকে দেখিতে না পান। মহারাজ পাণ্ডুর জন্য আর শোক করিবার আবশ্যকতা নাই। তিনি অতিমাত্র প্রশংসনীয়, যেহেতু সেই মহাত্মা মহাবলপরাক্রান্ত পঞ্চপুত্র রাখিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন।

বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞা অনুসারে ভীষ্মকে সঙ্গে লইয়া অতি পবিত্র প্রদেশে পাণ্ডুর অগ্নিসংস্কার করিতে চলিলেন। কুরুপুরোহিতগণ হস্তিনানগরে রক্ষিত পাণ্ডুর অগ্নি লইয়া অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। মহার্ঘ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিতশিবিকা মধ্যে সেই দুই শবশরীর সংস্থাপন করিয়া সকলে স্কন্ধে লইয়া চলিলেন। অনন্তর পাণ্ডু ও মাদ্রীর শিবিকাবাহী পাণ্ডবগণ, ভীষ্ম, বিদুর প্রভৃতি অশ্রুপূর্ণ নয়নে বনপ্রান্তে রমণীয় ভাগীরথাতীরে উপস্থিত হইয়া স্কন্ধস্থিত শিবিকা অবনমন করিলেন এবং শিবিকা মধ্য হইতে মহারাজ পাণ্ডুর মৃতদেহ বাহিরে আনিয়া কালাগুরু ও চন্দন প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য লেপনপূর্বক সুবর্ণ কলস দ্বারা মহারাজের মৃতদেহে জল সেচন করিতে লাগিলেন, তৎপরে সেই মৃতদেহে পুনর্বার নানাবিধ গন্ধদ্রব্য লেপন করিয়া শুভ্র বস্ত্র পরিধান করাইলেন। মহারাজ পাণ্ডু শুভ্র বস্ত্র আচ্ছাদিত ও চন্দনাদি বিবিধ সুগন্ধ দ্রব্যদ্বারা অনুলিপ্ত হইয়া জীবিতের ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহারা যাজক ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞানুসারে সমস্ত প্রেতকার্যের পূর্ণাঙ্গ সুসম্পন্ন করিয়া মাদ্রীর সহিত রাজাকে ঘৃতাদি সিক্ত করিয়া চন্দন প্রভৃতি বহুবিধ সুগন্ধি কাষ্ঠ দ্বারা দাহ করিতে লাগিলেন। কুন্তী ধূলিধূসরিত কলেবর হইয়া কাতরস্বরে আর্তনাদ করিতে ছিলেন। কুন্তীর ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া মানুষের কথা দূরে থাকুক পশুপক্ষিসমূহও রোদন করিতে লাগিল। ভীষ্ম, মহামতি বিদুর ও কৌরবগণ অতিশয় দুঃখিত হইয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। উদককার্য সম্পন্ন হইলে রাজ্যস্থ প্রজাগণ পিতৃশোকবিমূঢ়

পাণ্ডবগণকে অশেষপ্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ শোকে অধীর হইয়া সবান্ধবে ভূতলে শয়ন করিলেন। নগরবাসী ব্রাহ্মণাদি বর্ণেরাও ভূমিশয্যায় শয়ন করিলেন। নগরবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সেই দিবসাবধি দশ দিন নিরানন্দ ও শোকসাগরে নিমগ্ন রহিলেন। এইখানে ১২৭ অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

এইস্থানে বিবেচ্য—মহারাজের মৃতদেহ সৎকারার্থ চতুর্বর্ণ প্রজা অনুগমন করিয়াছিলেন ও শোকে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া অশৌচকাল পর্যন্ত ভূমিতে শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজার মৃত্যুতে প্রজাদের কি কর্ত্তব্য তাহা ভারতবাসী সহস্রাধিক বৎসরকাল হইতে বিস্মৃত হইয়াছে। রাজার মৃত্যুর পর শোকাভিভূত হইয়া রাজ-শবের অনুগমন সমস্ত বর্ণের অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। ভারতবর্ষে স্বাধীন নরপতি বহুদিন হইতে লুপ্ত হইয়াছে, সুতরাং রাজার প্রতি প্রজার কর্ত্তব্য আমরা সুচিরকাল হইতে বিস্মৃত হইয়াছি। মহাভারতে মহারাজ পাণ্ডুর অনুগমনে তাহা সুব্যক্ত হইয়াছে। পাণ্ডুর যদি অস্থিমাত্র লইয়া ঋষিগণ হস্তিনায় আগমন করিতেন তাহা হইলে এই অধ্যায়ের বর্ণনা সমস্তই অসঙ্গত হইত এবং পাণ্ডুর জননীরও পুত্রের মৃতদেহ দর্শনের জন্য অতিমাত্র বিহ্বলতা যাহা মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে তাহা সঙ্গত হইত না। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে পাণ্ডুর ও মাদ্রীর শবদেহদ্বয় ১৭ দিন বহন করিয়া হস্তিনায় লইয়া আসা স্বাধীন ভারতের মহর্ষিগণ নিজেদের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। প্রণিধানপূর্বক এই ঘটনা আলোচনা করিলে স্বাধীন ভারতের স্বরূপ কিঞ্চিৎ বোধগম্য হইবে।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। পাণ্ডবগণের মতই শোকসাগরে অধীর হইয়া হস্তিনাবাসী ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ দশ দিন ভূমিশয়ন করিয়াছিলেন। হস্তিনাবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা

সকলেই সেইদিন অবধি দশদিন নিতান্ত নিরানন্দ মনে শোকসাগরে নিমগ্ন ছিলেন। ইহার দ্বারা কি বুঝিতে পারা যায় ভারতে বর্ণভেদ প্রথা ভারতের ঐক্যের বিরোধী ছিল? আজ বিদ্বান্, মূর্খ সকলেই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া একবাক্যে বলিয়া থাকেন বর্ণভেদ প্রথাই ভারতের যত অমঙ্গলের হেতু। কিন্তু ভারতের কোন রীতিনীতির আলোচনা বা অনুসন্ধান করা কেহই প্রয়োজন মনে করেন না এবং আলোচনার কোন ব্যবস্থাও বর্ত্তমানে নাই। এইজন্যই আমরা বারবার বলিয়াছি মহাভারত পাঠ না করিলে ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ কিছুতেই বুঝিতে পারা যাইবে না।

মহারাণী কুন্তী, ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম বন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইয়া পাণ্ডুর শ্রাদ্ধাহে কুরুদেশবাসী বহুসহস্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া তাঁহাদিগকে বহুবিধ রত্ন ও গ্রাম দান করিয়াছিলেন। অনন্তর কৃত-শৌচ পাণ্ডবগণকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের বান্ধববর্গ, ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম প্রভৃতি হস্তিনা নগরে প্রবেশ করেন। পাণ্ডুর শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হস্তিনানগরে আগমন করিয়া স্বীয় মাতা সত্যবতীকে শোকসন্তপ্ত দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন—

অতিক্রান্তসুখাঃ কালাঃ পর্য্যুপস্থিতদারুণাঃ।
শ্বঃ শ্বঃ পাপিষ্ঠদিবসাঃ পৃথিবী গতযৌবনা॥
(আদিপর্ব অঃ ১২৮, শ্লোঃ ৬)

ইহার অভিপ্রায়,—হে মাতঃ, সুখের কাল অতীত হইয়া গিয়াছে, সম্প্রতি অতি দারুণ সময় উপস্থিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি আগামী দিবস ক্রমশঃ অধিকতর পাপিষ্ঠ হইতেছে। ইহার কারণ পৃথিবীর যৌবন অতীত হইয়া গিয়াছে, পৃথিবী আর শুভদৃশ্য প্রসব করিতে পারিবেন না। ব্যাসদেবের এই খেদোক্তি কতদূর মর্ম্মস্পর্শিনী হইয়াছিল তাহা গভীরভাবে চিন্তার বিষয়। ব্যাসদেবের সময়ে পৃথিবী

গতযৌবনা হইয়াছিলেন এবং পৃথিবীর যে কি পরিণতি হইবে তাহাও এস্থলে ব্যাসদেব বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন। ব্যাসদেবের এই উক্তি অনুসরণ করিয়া পৃথিবীর সমস্ত সুখসামর্থ্য যে ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ হইয়া যাইতেছে তাহাই সমস্ত ভারতীয় শাস্ত্রে বর্ণিত হইতেছে। কিন্তু আজও আমরা ভাবিতেছি পৃথিবী যেন নবযৌবনা রহিয়াছেন, সর্ববিষয়ে বহু সমৃদ্ধি ভবিষ্যতে হইবে। অনন্তর ব্যাসদেব বলিয়াছিলেন কুরুবংশ দুর্নীতিপ্রযুক্ত ধ্বংস হইবে। তুমি গৃহে থাকিয়া নিজ বংশের উচ্ছেদ দর্শন করিও না। এজন্য তুমি তপোবনে গমন করিয়া যোগ অবলম্বনপূর্বক দেহত্যাগ কর। তদনুসারে সত্যবতী স্বীয় পুত্রবধূ অম্বিকাকে (ধৃতরাষ্ট্রের মাতা বলিয়াছিলেন—কৌরবগণের দুর্নীতিপ্রযুক্ত সবংশে কুরুকুল ধ্বংস হইবে। এজন্য আমি, পাণ্ডুর মাতা অতি শোকাকুলা কৌশল্যাকে সঙ্গে করিয়া বনে গমন করিতে ইচ্ছা করি। ইহাতে তোমার সম্মতি থাকিলে তুমিও আমাদের সহিত চল। অম্বিকাও তদনুসারে সম্মত হইলে সত্যবতী ভীষ্মের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া দুই পুত্রবধূর সহিত বনে গমন করিয়া ঘোর তপস্যার দ্বারা ইষ্টগতি লাভ করিয়াছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

মহারাণী কুন্তী পঞ্চপাণ্ডবের সহিত হস্তিনায় অবস্থান করিয়া স্বর্গগত মহারাজ পাণ্ডুর শোক হৃদয়ে ধারণ করিয়া বিষণ্ণ মনে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব রাজভোগ উপভোগ করিয়া দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহাদের বেদোক্ত সংস্কার সকল সম্পাদিত হইল। পঞ্চপাণ্ডবেরা দুর্যোধনাদি শত ভ্রাতার সহিত নানাবিধ ক্রীড়াসুখে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। সমস্ত বাল্যক্রীড়াতেই পঞ্চপাণ্ডবদিগের বিশেষ তেজস্বিতা প্রকাশ পাইত। ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র সমস্ত বাল্যক্রীড়াতেই মহাবলশালী ভীমসেনের নিকট পরাভূত হইত। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ সহিত বাহুযুদ্ধে, বেগে ধাবনে, শস্ত্রাভ্যাসে কিছুতেই ভীমসেনকে পরাস্ত করিতে পারিতেন না। এইরূপে ভীমসেন সর্ববিষয়ে অগ্রী হওয়ায় বাল্যকাল হইতেই এই পঞ্চপাণ্ডব, দুর্যোধনাদি শত ভ্রাতার অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ দুর্যোধনই সর্বাপেক্ষা অধিক ক্রূর, দুর্মতি, পাপাচার ও ঐশ্বর্যলুব্ধ ছিলেন। দুর্যোধন ভীমসেনের অপরিমিত পরাক্রম দর্শনে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া গঙ্গাতীরে এক জলবিহারের আয়োজন করিলেন। এখানে ভক্ষ্যদ্রব্যে দারুণ বিষ মিশ্রিত করিয়া ভ্রাতার ন্যায়, পরম সুহৃদের ন্যায় ভীমের মুখে স্বয়ং সেই বিষমিশ্রিত মিষ্টান্ন প্রদান করিলেন। ভীমসেন বিষভক্ষণ জন্য অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া গঙ্গার তটে শয়ন করিবামাত্র নিদ্রায় অচেতন ও মৃতকল্প হইলেন। দুর্যোধন এই অবসরে ভীমসেনকে লতাপাশে বদ্ধ করিয়া গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর কৌরবগণ ও যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় ক্রীড়া শেষ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনকালে ভীমসেনকে দেখিতে

না পাইয়া মনে করিলেন হয়তো ভীমসেন আমাদের আগেই গৃহে চলিয়া গিয়াছে।

মহারাণী কুন্তীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভীমসেন আমাদের আগেই বাড়ীতে আসিয়াছে, তাহাকে দেখিতেছি না কেন? সে কোথায় গেল! আমরা তার জন্য গঙ্গাতট বিশেষভাবে অন্বেষণ করিয়াছি, তথায় তাহাকে না পাইয়া আমাদের বোধ হইয়াছিল সে আমাদের আগেই গৃহে চলিয়া আসিয়াছে। কুন্তী যুধিষ্ঠিরের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া 'হায় কি হইল' বলিয়া অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে কহিলেন—বৎস, আমি ভীমসেনকে দেখি নাই। সে এপর্যন্ত গৃহে আগমন করে নাই, তোমরা তাহার বিশেষ অনুসন্ধান কর। চঞ্চলচিত্তা মহারাণী কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ আদেশ করিয়া মহামতি বিদুরকে আহ্বানপূর্বক স্বসন্নিধানে আনয়ন করিয়া বলিলেন—হে মহামতি দেবর! অদ্য কুমারগণ একত্র হইয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী উদ্যানে বিহার করিতে গিয়াছিল, সকলেই ফিরিয়া আসিয়াছে কিন্তু ভীমসেন এপর্যন্ত প্রত্যাগমন করে নাই। সে যে কোথায় রহিয়াছে কেহই তাহা জানে না। দুর্মতি দুর্যোধন ভীমসেনকে দেখিতে পারে না। এই দুরাত্মা নিতান্ত ক্রুর, একান্ত ক্ষুদ্র, ভীষণ রাজ্যলুব্ধ ও অতিশয় নির্লজ্জ। হয়তো এই পাপাত্মাই আমার ভীমসেনকে বিনাশ করিয়াছে। এই ভাবিয়া আমার মন একান্ত ব্যাকুল হইয়াছে। মহামতি বিদুর মহারাণী কুন্তীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন—হে কল্যাণি! যদি মঙ্গল চাও তবে এ কথা আর মুখে আনিও না। দুরাত্মা দুর্যোধন তোমার এ কথার সূত্র জানিতে পারিলে প্রকাশ্যভাবে তোমার অপর পুত্রগণের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিবে। ভীমসেনের জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। মহামুনি বেদব্যাস বলিয়াছেন—তোমার পুত্রগণের সকলেই দীর্ঘায়ু হইবেন, তাঁহার কথা কখনই মিথ্যা

হইবে না। তুমি ভীমের জন্য ভাবিও না। ভীম অবশ্যই প্রত্যাগমন করিয়া তোমার আনন্দবর্দ্ধন করিবে। মহামতি বিদুর এই কথা বলিয়া স্বীয় ভবনে গমন করিলেন। কুন্তী পুত্রগণের সহিত ভীমের চিন্তায় একান্ত ম্রিয়মাণা হইয়া রহিলেন। মহারাণী কুন্তী হস্তিনাতে বহু বান্ধব পরিবৃত হইয়া থাকিলেও তিনি সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এই হস্তিনা মহানগরীতে একমাত্র তাঁহার দেবর মহামতি বিদুর ভিন্ন আর কেহই তাঁহাদের যথার্থ বান্ধব নাই। এইজন্যই বিপন্ন হইয়া কুন্তী ভীষ্মাদির সন্নিধানে না গিয়া বিদুরকেই এই সমস্ত কথা নিবেদন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরামর্শ অনুসারে উপস্থিত বিষয়ে কাহারও নিকটে কোন আলোচনা করেন নাই।

এদিকে ভীমসেন গঙ্গাজলে নিপতিত হইয়া দৈবের বিচিত্র গতি অনুসারে নাগলোকে উপস্থিত হন এবং নাগরাজ বাসুকী কর্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইয়া জলক্রীড়ার অষ্টম দিবস পরে হস্তিনাতে মাতার নিকটে উপস্থিত হন এবং দুর্যোধনের সমস্ত দুষ্কার্যের কথা প্রকাশ করিয়া বলেন। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহামতি বিদুরের মন্ত্রণা অনুসারে এই কথার আলোচনা করিতে ভীমকে সর্বতোভাবে নিষেধ করেন এবং যুধিষ্ঠির ভীমকে বলেন আজ হইতে আমরাই পরস্পরের সংরক্ষণে সচেষ্ট থাকিব। তদবধি যুধিষ্ঠিরাদি, ভ্রাতৃগণের সহিত সাবধানে চলিতে লাগিলেন।

* * * *

পাণ্ডবেরা হস্তিনানগরে অবস্থান করিয়া মহাধনুর্দ্ধর কৃপাচার্য ও দ্রোণাচার্যের নিকট অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলে দ্রোণাচার্যের আদেশ অনুসারে কৌরব ও পাণ্ডবগণের অস্ত্র শিক্ষার পরিচয় গ্রহণের জন্য একটি বিশেষ রঙ্গভূমির আয়োজন করা হইয়াছে এবং এই অস্ত্রশিক্ষা দর্শন করিবার জন্য পুরবাসী নরনারীগণ, ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি অত্যন্ত কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া সেই রঙ্গভূমিতে আগমন করিয়াছেন। মহামতি

বিদুর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপবেশন করিয়া তত্তৎ রাজকুমারগণের অস্ত্র প্রয়োগের নৈপুণ্য তাঁহাকে শুনাইতেছিলেন এবং মহারাণী কুন্তীও মহারাণী গান্ধারীর সমীপে উপবেশন করিয়া রঙ্গভূমিতে প্রবিষ্ট কুমারগণের পরিচয় ও অস্ত্রবিদ্যার নৈপুণ্য যথাযথভাবে গান্ধারীকে শুনাইতেছিলেন। এই রঙ্গভূমিতে সম্মিলিত কুমারগণ অস্ত্রের বহুবিধ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া সমবেত নরনারীগণকে অত্যন্ত বিস্মিত করিয়াছিলেন। সর্বশেষে মহাধনুর্ধর অর্জুন যখন রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া স্বীয় অস্ত্রের অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ করেন তখন মহা আনন্দধ্বনি সমুত্থিত হয়। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া বিদুরকে এই আনন্দধ্বনি উত্থিত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন এবং মহারাণী গান্ধারীও কুন্তীকে জিজ্ঞাসা করেন। তখন বিদুর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন — মহাধনুর্ধর পাণ্ডুনন্দন অর্জুন সাংগ্রামিক বেশে সুসজ্জিত হইয়া এইমাত্র রঙ্গস্থলে প্রবিষ্ট হইল। এইজন্য সমস্ত দর্শকগণ উৎফুল্লচিত্তে অর্জুনের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন, এই জন্যই এই মহা কোলাহল উত্থিত হইয়াছে। ইহা শ্রবণ করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। পুত্রের প্রশংসা শুনিয়া অশ্রু ও স্তন্যদুগ্ধের দ্বারা পুত্রবৎসলা কুন্তীর বক্ষঃস্থল সিক্ত হইতে লাগিল। এই রঙ্গক্রীড়ার প্রায় অবসান সময়ে মহা ধনুর্ধর কর্ণ সামরিক বেশে সুসজ্জিত হইয়া সেই রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন এবং কর্ণের প্রবেশকালে ঘোর কোলাহল উত্থিত হইল। কর্ণ রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া অর্জুন যে সমস্ত অস্ত্র-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, ঠিক তদ্রূপ অস্ত্র-কৌশল প্রদর্শন করিলেন এবং অত্যন্ত উৎসাহিতভাবে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইলেন। কর্ণের রঙ্গভূমিতে প্রবেশকালে রঙ্গভূমিস্থ জনগণ কর্ণ ও অর্জুনের প্রতি পক্ষপাতপ্রযুক্ত দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। মহারাণী কুন্তী স্বীয় দুই পুত্রকে যুদ্ধোদ্যত দেখিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন। কুন্তীর কর্ণকে দেখিবা-

মাত্র কর্ণের সহজ কবচ-কুণ্ডল দেখিয়া নিজ পুত্ররূপে চিনিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। কুন্তী যখন জাতমাত্র কর্ণকে অশ্বনদীর জলে ভাসাইয়া দিতেছিলেন তখনই তিনি বলিয়াছিলেন—হে পুত্র, তুমি যেখানেই থাক তোমার এই সহজ কবচ-কুণ্ডলের দ্বারা আমি তোমাকে আমার পুত্র বলিয়া চিনিতে পারিব। আজ রঙ্গভূমিতে স্বীয় পুত্রদ্বয় পরস্পর যুদ্ধার্থী হইয়া সম্মিলিত হইয়াছে দেখিয়া কুন্তী অত্যন্ত শোকাবেগপ্রযুক্ত মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন এই যুদ্ধক্রীড়াতে যে মহাবীরেরই বিনাশ হইবে তাহাতে তাঁহারই সর্বনাশ হইবে। কর্ণ ও অর্জুন পরস্পর যুদ্ধার্থী হইয়া দণ্ডায়মান হওয়াতে মহারাণী কুন্তী কেন মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন ইহা কেহই বুঝিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র সর্বধর্মবেত্তা বিদুর মহারাণী কুন্তীকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া পরিচারিকাগণকে সুশীতল জল সেচনের দ্বারা পরিচর্যা করিতে আদেশ দিলেন। কুন্তী সংজ্ঞা লাভ করিয়া পুত্রদ্বয়কে পরস্পরকে যুদ্ধোদ্যত দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। এই সময় মহারাণী কুন্তীর হৃদয়ের যে দারুণ অবস্থা হইয়াছিল তাহা সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাবর্গ নিজে একটু চিন্তা করিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।

* * * *

অতঃপর পাণ্ডবগণ স্বীয় অসাধারণ বাহুবলে বহু নরপতিগণকে পরাজিত করিয়া কৌরবরাজ্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেন। তৎকালে পাণ্ডবগণ যুদ্ধে সর্বত্র অপরাজেয় হওয়ায় পাণ্ডবগণের যশঃ সর্বত্র প্রখ্যাত হইয়াছিল। ইহাতে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। তাঁহার চিন্তা হইল—মহাবল পাণ্ডবগণই কুরুরাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর হইবেন। কিন্তু দুর্যোধন প্রভৃতি আমার পুত্র কখনও পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিয়া কুরুরাজ্যের আধিপত্য লাভ করিতে পারিবে না। এজন্য মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কূটনীতিবিদ্ মহামতি কণিককে আহ্বান করিয়া

তাঁহার নিকট নীতি উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কণিক যে অতিশয় কূটনীতি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন তাহা কণিক-নীতি নামে মহাভারতে অতি সুপ্রসিদ্ধ। কণিক-নীতি মহাভারতের আদিপর্ব্বে ১৪০ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

সাধারণ নীতি হইতে রাজনীতি অতি বিলক্ষণ। এই অধ্যায় পাঠ করিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। অনেকে মনে করেন ভারতীয় রাজ-নীতিতে কূটনীতি পরিজ্ঞাত ছিল না। এই জন্যই ভারতীয় নরপতিগণ বহিঃশত্রুর আক্রমণে পুনঃপুনঃ পরাজিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা মহাভারতের এই কণিক-নীতি অধ্যয়ন করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন যে ভারতীয় রাজনীতিতে কূটনীতির বিশ্লেষণ পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। পরবর্ত্তীকালে অধঃপতিত নরপতিগণ ভারতীয় রাজনীতিশাস্ত্রে অবজ্ঞা প্রদর্শন করায় ভারতের এই দুর্গতি হইয়াছিল। যতদিন ভারতীয় নরপতিগণ দণ্ডনীতি শাস্ত্রের পূর্ণ পর্যালোচনা করিতেন এবং প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়রূপে পরিগণনা করিতেন ততদিন পর্যন্ত ভারতে কোন বহিঃশত্রু প্রবেশ করিতে পারে নাই। ভারতের অতি দুর্ভাগ্য-প্রযুক্ত ভারতীয় নরপতিবর্গের অতি উৎকট অকালবৈরাগ্য উদিত হওয়ায় দণ্ডনীতিশাস্ত্র পরিত্যক্ত হইয়াছিল এবং ভারতও দীর্ঘদিনের জন্য পরাধীন হইয়াছিল। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ ভারতীয় সাহিত্যেই আছে। এই সমস্ত কথা আমার "প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি" গ্রন্থে আমি বিশেষভাবে দেখাইয়াছি।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কণিক-নীতি শ্রবণের পরে তিনি জতুগৃহদাহ করিয়া কুন্তীর সহিত পঞ্চপাণ্ডবকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এইজন্যই কণিক-নীতির পরেই মহাভারতে জতুগৃহদাহপর্ব আরম্ভ হইয়াছে। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যখন তাঁহার কূটমন্ত্রী কণিকের নিকট হইতে অতি নৃশংস কূট মন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া কুন্তীর সহিত পঞ্চপাণ্ডবকে

অগ্নিদগ্ধ করিতে সঙ্কল্প করিলেন, তখন ইঁহাদের আকার-ইঙ্গিতের দ্বারা মহামতি বিদুর এই নিদারুণ দুষ্ট অভিপ্রায় অবগত হইয়াছিলেন। কুন্তীর সহিত পঞ্চপাণ্ডবকে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র নানাবিধ ছল ও কৌশল অবলম্বন করিয়া বারণাবতে পাঠাইয়া দিলেন। এই বারণাবত কুরু-রাজ্যেরই অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ নগরী। পাণ্ডবদের গুণাকৃষ্ট বহু হস্তিনাবাসী পাণ্ডবদের অনুগমন করিয়াছিলেন। এই সময়ে মহামতি বিদুর ম্লেচ্ছ ভাষা অবলম্বন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে ধৃতরাষ্ট্রাদির নিদারুণ সঙ্কল্প বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। বিদুরের কথা যুধিষ্ঠির ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারেন নাই। বিদুরের কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—আপনার বক্তব্য সমস্তই বুঝিয়াছি। এই বলিয়া কুন্তীর সহিত পঞ্চ-পাণ্ডব তাঁহাদের অনুযাত্রিগণকে সাদর সম্ভাষণে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া তাঁহারা যখন বারণাবতের দিকে অগ্রসর হইতে ছিলেন তখন কুন্তী যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিয়া কহিলেন—"বৎস, মহামতি বিদুর এই বিপুল জনতার মধ্যে গোপনীয়ভাবে অর্থাৎ অন্তের অবোধ্য ভাষায় তোমাকে যাহা বলিলেন এবং তুমিও বিদুরকে 'বুঝিলাম' বলিয়া উত্তর প্রদান করিলে, আমরা তাহার কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না। যদি উহা প্রকাশ করিলে কোন হানি না হয় তবে আমাদিগকে বিশদভাবে প্রকাশ করিয়া বল। ইহা শুনিতে আমাদের নিতান্ত বাসনা হইতেছে।" যুধিষ্ঠির মাতার বচন শ্রবণ করিয়া বিনীতভাবে কহিলেন—"হে মাতঃ, বিদুর আমাকে কহিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন প্রভৃতি তোমাদিগকে দগ্ধ করিবার জন্য বারণাবতে জতুগৃহ নির্মাণ করিয়াছেন (জতু শব্দের অর্থ গালা)। ইহা অত্যন্ত আগ্নেয়। এই জতুগৃহে নিবাস-কালে তোমরা খুব সাবধানে বিচরণ করিবে। সমুদয় পথ উত্তমরূপে চিনিয়া রাখিবে ও সর্বদা জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিবে। আমি বিদুরের এই উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া 'বুঝিয়াছি' বলিয়া তাঁহাকে বিদায়

করিলাম।" পাণ্ডবগণ যখন বারণাবত নগরীতে উপস্থিত হইলেন তখন পাণ্ডবেরা প্রথমতঃ বারণাবতবাসী ব্রাহ্মণগণের বাড়ীতে, পরে নগরাধিকারিগণের গৃহে, তারপর রথিগণের গৃহে পরিশেষে বৈশ্য ও শূদ্রগণের গৃহে গমন করেন। তাঁহারা সকলেই পাণ্ডবগণকে যথোচিত সমাদরপূর্ব্বক পূজা করিলেন। এই অংশটুকু প্রকৃত প্রবন্ধের অপেক্ষিত না হইলেও এস্থলে তাহার উল্লেখ করিবার বিশেষ প্রয়োজন এই যে, স্বাধীন ভারতে রাজা-মহারাজদের সহিত জনসাধারণের কিরূপ ব্যবহার ছিল তাহাই এস্থলে প্রদর্শন করা। অনেকেই মনে করেন প্রাচীনকালে সম্পন্নব্যক্তিগণ জনসাধারণের সহিত নির্বাধ ব্যবহার করিতেন না। কিন্তু এই স্থলে মহারাজ পাণ্ডুর পুত্রগণ তাঁহাদেরই অধিকৃত বারণাবত নগরীতে উপস্থিত হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বারণাবতবাসী চতুর্ব্বর্ণ প্রজার গৃহে গমন করিয়া তাঁহাদিগের সহিত শুভেচ্ছা বিনিময় করিয়াছিলেন। এইরূপ ব্যবহার বর্ত্তমান সময়ে একান্ত অসম্ভব ও কল্পনার অতীত। যাঁহারা মনে করেন—প্রাচীন ইতিহাস-পুরাণাদিতে কেবল নৃপতিগণের বৃত্তান্তই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। জনসাধারণের সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ ছিল না—তাঁহারা এইস্থলে দৃষ্টিপাত করিলে উপকৃত হইবেন।

সাবধানতার সহিত একবৎসরকাল বারণাবতে অবস্থান করিয়া বিদুরপ্রেরিত খনকের সাহায্যে তাহাদের নিবাসগৃহ হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গপথ নির্ম্মাণ করিয়া পাণ্ডবেরা নিজেরাই জতুগৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া সেই সুড়ঙ্গপথে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা গঙ্গা উত্তীর্ণ হইবার জন্য চিন্তা করিতে ছিলেন এমন সময় বিদুরপ্রেরিত একটি যন্ত্রযুক্ত নৌকা পঞ্চপাণ্ডবের নিকট উপস্থাপিত হইয়াছিল। এইস্থলে মহাভারতে বিদুর প্রেরিত নৌকার যে বর্ণনা দেওয়া আছে তাহা সাধারণ নৌকা হইতে বিলক্ষণ বলিয়া মনে হয়।

পার্থানাং দর্শয়ামাস মনোমারুতগামিনীম্।
সর্ব্বাতসহাং নাবং যন্ত্রযুক্তাং পতাকিনীম্॥
শিবে ভাগীরথীতীরে নরৈর্বিশ্রম্ভিভিঃ কৃতাম্॥

১৪৯ অধ্যায়। ॥৪-৫॥

ইহার অভিপ্রায়—বিদুর কর্ত্তৃক যে নৌকাখানি পাণ্ডবগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল তাহা অতিশয় বেগশালী, মন ও বায়ুর মত দ্রুতগামী এবং সর্ব্বাতসহ অর্থাৎ অনুকূল ও প্রতিকূল বায়ুতে তুল্যগামী। ইহা যন্ত্রযুক্ত ও পতাকাশোভিত ছিল। নৌকাটি গঙ্গাতীরে অতি বিশ্বস্ত শিল্পিগণের সাহায্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই নৌকার সাহায্যে পাণ্ডবেরা গঙ্গা পার হইয়া মাতার সহিত দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহারা নক্ষত্রের সাহায্যে দিগ্‌নির্ণয় করিয়া চলিতে লাগিলেন। ১৫১ অধ্যায়ে এই জতুগৃহদাহ পর্ব সমাপ্ত হইয়াছে।

*　　　*　　　*

ইতঃপর হিড়িম্ব-বধ পর্ব আরম্ভ হইয়াছে। এই পর্বে মহারাণী কুন্তীর বিশেষ সংবাদ নাই। কেবল একটি কথা মাত্র বক্তব্য আছে। যখন কুন্তীর সহিত পাণ্ডবেরা অরণ্য-পথে চলিতে চলিতে হিড়িম্ব-বনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন তাঁহারা সকলেই ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও অনিদ্রায় অত্যন্ত অবসন্ন ও কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। অরণ্যের একপ্রান্তে তাঁহাদিগকে রাখিয়া ভীম জল অন্বেষণ করিতে করিতে বহুদূরে একটি বিশাল সরোবর দেখিতে পাইয়া নিজে সরোবরে স্নান-পানাদি করিয়া স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্র জলে ভিজাইয়া কুন্তী ও পাণ্ডবগণের জন্য জল লইয়া আসিয়াছিলেন। এই সময় হিড়িম্ব রাক্ষস পাণ্ডবগণকে বধ করিবার জন্য তাহার ভগ্নী হিড়িম্বা রাক্ষসীকে ইঁহাদের সংবাদ লইবার জন্য পাঠাইয়াছিল। রাক্ষসী তথায় উপস্থিত হইয়া ভীমসেনের

অসামান্য রূপলাবণ্য ও বলিষ্ঠ শরীর দর্শন করিয়া তাহার প্রতি অত্যন্ত কামাসক্ত হইল। এইজন্য রাক্ষসী শৃঙ্গার বেশ ধারণপূর্বক অসামান্যা সুন্দরীর রূপ ধারণ করিয়াছিল। এই সময় কেবল ভীমসেন একাই জাগ্রত ছিলেন এবং ভীমসেনের নিকট এই রাক্ষসী স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া হিড়িম্ব রাক্ষসের নিকট হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহার সহিত অতি দ্রুত স্থানান্তরে পলাইয়া যাইবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইয়াছিল। কিন্তু ভীম, মাতা ও ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ করিয়া রাক্ষসের ভয়ে পলাইয়া যাইতে অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে হিড়িম্ব রাক্ষস তথায় উপস্থিত হইয়া ভগিনীর বেশ পরিবর্ত্তন দর্শন করিয়া তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ভগিনীকে তিরস্কার করিয়া ভীমসেনকে আক্রমণ করিল। তখন ভীমসেন, মাতা ও ভ্রাতাদের নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে কিছু দূরে রাক্ষসকে লইয়া গিয়া তথায় তাহার সহিত ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। রাক্ষসের সহিত ভীমের মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইলে তাহাদের গর্জ্জনে কুন্তী ও পাণ্ডব-চতুষ্টয় জাগিয়া উঠিলেন। তাঁহারা সমীপস্থিতা হিড়িম্বার অতিশয় সুন্দর রূপ দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং মধুর বাক্যে তাহাকে কহিলেন—হে বরবর্ণিনি! তুমি কাহার পত্নী, কি জন্য এস্থানে আসিয়াছ? তোমাকে দেবকন্যার মত দেখা যাইতেছে। তুমি কি এই বনের অধিষ্ঠাত্রী বা কোন অপ্সরা, আর কি জন্যই বা এখানেই রহিয়াছ? সবিশেষ ব্যক্ত করিয়া বল। তখন হিড়িম্বা কহিল—হে দেবি, এই যে ঘোর অরণ্য দেখিতেছেন, ইহার অধিপতি রাক্ষসরাজ হিড়িম্ব। আমি রাক্ষসরাজের ভগিনী, এই বন আমাদের নিবাসস্থল। আমার ভ্রাতা আপনাকে, আপনার পুত্রদিগকে সংহার করিবার জন্য এই স্থানে আমাকে পাঠাইয়াছিলেন, আমি আমার ভ্রাতার বচনানুসারে এখানে আসিয়া সমুজ্জ্বল স্বর্ণকান্তি ও মহাবল পরাক্রান্ত আপনার পুত্রকে

নিরীক্ষণ করিলাম। হে দেবি, আমি তাঁহাকে দেখিবামাত্র ভগবান্ কন্দর্পের বশবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি। আমি আপনাদিগকে লইয়া এস্থান হইতে পলায়ন করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু আপনার পুত্র কোনমতেই আমার বাক্যে সম্মত হইলেন না। হে আর্য্যে, এ স্থানে আমার অনেক বিলম্ব হওয়ায় আমার ভ্রাতা আপনাদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত স্বয়ং আসিয়াছেন। এক্ষণে আপনার সেই পুত্র বলপূর্ব্বক আমার ভ্রাতাকে এস্থান হইতে দূরে লইয়া গিয়াছেন। ঐ দেখুন, তাঁহারা দুইজনে গর্জ্জন ও বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছেন। অনন্তর ভীমের পরাক্রমে হিড়িম্ব রাক্ষস নিহত হইলে পাণ্ডবেরা সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন এবং হিড়িম্বা রাক্ষসীও তাঁহাদের সহিত গমন করিতে লাগিলেন। হিড়িম্বা রাক্ষসীকে আসিতে দেখিয়া ভীম রাক্ষসীর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। হিড়িম্বা ভীমের ক্রোধ দর্শনে অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে কুন্তীকে কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদনপূর্ব্বক বলিতে লাগিল—হে আর্য্যে, স্ত্রীগণের অনঙ্গজ দুঃখ আপনি অবগত আছেন। আমি ভীমসেনকে দর্শন করিয়া অবধি এই দুঃখ অনুভব করিতেছি। আমি সুখের আশায় এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছিলাম। আমার সুখসম্ভোগের সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে। এখন আমাকে বঞ্চিত করা নিতান্ত অসঙ্গত। আরও কথা আমি বন্ধুবান্ধব সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া আপনার পুত্রকে পতিত্বে বরণ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি। হে যশস্বিনি, যদি সেই মহাবল পরাক্রান্ত, পুরুষশ্রেষ্ঠ কিংবা আপনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন তাহা হইলে এস্থলে আমি প্রাণত্যাগ করিব। অতএব আমাকে মূঢ় বলিয়া হোক, ভক্ত বলিয়া হোক কিংবা অনুগত বলিয়া হোক, আপনি অনুগ্রহ করিয়া যাহাতে ভীমসেন আমার পাণিগ্রহণ করেন তাহার বিধান করুন। হিড়িম্বার বাক্যে কুন্তী ও যুধিষ্ঠির সম্মত

হইলে ভীমসেন ঐ রাক্ষাসীর পাণিগ্রহণ করেন। এই রাক্ষসীর গর্ভে ঘটোৎকচ নামে ভীমসেনের এক পুত্র উৎপন্ন হয়। এই পুত্র উৎপন্ন হইলে রাক্ষসীও ভীমসেনের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া উত্তর দিকে গমন করে।

পাণ্ডবগণ অরণ্যমধ্যে বল্কলাজিন পরিধান ও জটাবন্ধন প্রভৃতি তাপসবেশ ধারণপূর্ব্বক বনে বনে ভ্রমণ করিয়া নানাদেশমধ্যবর্ত্তী অরণ্য-পরম্পরা নিরীক্ষণ করিতে করিতে সত্বর গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে গমন করিতে করিতে পাণ্ডবগণ তাঁহাদের পিতামহ ব্যাস-দেবকে দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহারা মাতার সহিত ভগবান্ ব্যাসদেবকে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ব্যাসদেব পৌত্রগণের তাদৃশ দুরবস্থা দেখিয়া আশ্বাসন-পূর্ব্বক কহিলেন—'হে ভরতবংশাবতংসগণ! ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা অধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া তোমাদিগকে যে ঈদৃশ দুরবস্থাগ্রস্ত করিয়াছে তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি এবং সেইজন্য তোমাদের হিতসাধনমানসে এখানে উপস্থিত হইলাম। হে বৎসগণ, তোমরা বিষণ্ণ হইও না, তোমরা পরিণামে সুখী হইবে। এক্ষণে তোমরা এই অরণ্যের নিকটবর্ত্তী একচক্রা নগরীতে যাইয়া অবস্থান কর ও আমার পুনরাগমন প্রতীক্ষা কর।' ব্যাসদেব পাণ্ডবগণকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া পাণ্ডব-গণকে লইয়া একচক্রনগরে গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া কুন্তীকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন—হে কল্যাণি, তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠির অসাধারণ ধর্ম্মপরায়ণ। ইনি স্বীয় ধর্ম্মবলে ও ভীমার্জ্জুনের বাহুবলে সসাগরা ধরা জয় করিয়া যাবতীয় নৃপতিগণকে শাসন করিবেন। ইঁহারা পঞ্চ ভ্রাতাই মহাবলপরাক্রান্ত। ইঁহারা ভুজবলে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া বহু দক্ষিণাযুক্ত রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন এবং ভোগ সম্পাদন দ্বারা সুহৃৎবর্গকে সুখী

করিয়া পরম সুখে পিতৃ-পিতামহ রাজ্য শাসনে সমর্থ হইবেন। ইহার কখনও অন্যথা হইবে না। ব্যাসদেব কুন্তীকে এইরূপ আশ্বাসন দিয়া এক ব্রাহ্মণের গৃহে তাঁহাদিগকে স্থাপনপূর্বক যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন—'হে যুধিষ্ঠির, তোমরা মাতার সহিত দেশকালানুসারে কার্য করিয়া একমাস এই স্থানে পরম সুখে বাস কর। এক মাস পূর্ণ হইলে আমি পুনরায় এখানে আগমন করিব। পাণ্ডবেরা সকলেই 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ব্যাসদেবের উপদেশবাক্য স্বীকার করিলেন। ব্যাসদেবও স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণ একচক্রা নগরীতে এক ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ অধিকাংশ সময় নানাবিধ নদী, সরোবর, কানন ও অন্যান্য প্রদেশ সকল নিরীক্ষণ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা উদর পূর্ত্তি করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা স্বীয় গুণগ্রাম দ্বারা ক্রমে নগরবাসী সমুদয় জনগণের পরম প্রিয় হইয়া উঠিলেন। পাণ্ডবগণ সকলেই দিবাভাগে ভিক্ষা করিয়া সন্ধ্যার সময় জননী কুন্তীর নিকটে সমুদয় ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যসমর্পণ করিতেন। কুন্তীর ভিক্ষালব্ধ সমস্ত দ্রব্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ পাক করিয়া ভীমসেনকে প্রদান করিতেন, অন্য ভাগ পাক করিয়া পাঁচ অংশে বিভাগপূর্ব্বক চার ভাগ অপর পুত্রচতুষ্টয়কে প্রদান ও স্বয়ং এক ভাগ গ্রহণ করিতেন। এইরূপে কুন্তী ও পাণ্ডবগণ তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ভিক্ষার জন্য গমন করিলেন। ঘটনাক্রমে ভীম জননী কুন্তীর সহিত ব্রাহ্মণ-গৃহেই অবস্থান করিতেছেন। ভীম মাতার সহিত ব্রাহ্মণগৃহে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় ব্রাহ্মণের অন্তঃপুর মধ্যে ঘোরতর রোদন-ধ্বনি উত্থিত হইল। সরলহৃদয়া, দয়ার্দ্রচিত্তা কুন্তী সেই করুণ রোদন শব্দ শ্রবণ করিয়া

অতিশয় দুঃখিত হইয়া ভীমকে কহিলেন—হে পুত্র, আমরা পাপাত্মা দুর্যোধনের অজ্ঞাতসারে এই ব্রাহ্মণগৃহে পরম সুখে বাস করিতেছি। ব্রাহ্মণ আমাদিগকে যৎপরোনাস্তি স্নেহ ও সমাদর করেন। এইজন্য আমি ব্রাহ্মণের উপকার কি প্রকারে করিব সর্ব্বদাই তাহা চিন্তা করি। যে পুরুষ উপকারী ব্যক্তির প্রত্যুপকার করে এবং যে পুরুষ উপকারী যে পরিমাণ উপকার করে তদপেক্ষা অধিক প্রত্যুপকার করিয়া উপকারের প্রতিশোধ দেয় সেই যথার্থ পুরুষ। এক্ষণে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে এই ব্রাহ্মণের কোন মহৎ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। এই সময়ে ব্রাহ্মণের সাহায্য করিলে যথেষ্ট প্রত্যুপকার করা হইবে। ভীমসেন কহিলেন—হে মাতঃ, ব্রাহ্মণের কি দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে এবং দুঃখের কারণ কি তাহা বিশেষ করিয়া জানিয়া আইস। যাহাতে ব্রাহ্মণের কল্যাণ হয়, তাহা অতি দুঃসাধ্য হইলেও আমি তাহা সাধন করিব। কুন্তীর সহিত ভীমসেন যখন এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন সেই সময় পুনর্বার ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ-পত্নীর রোদনধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তখন কুন্তী বদ্ধবৎসা ধেনুর মত দ্রুতবেগে ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং দেখিলেন ব্রাহ্মণ স্বীয় পত্নী, দুহিতা ও পুত্র সমভিব্যহারে অধোবদনে উপবেশন করিয়া রোদন করিতেছেন। কুন্তী তাঁহাদিগের সন্নিহিত হইয়া অনুনয় বাক্যে আশ্বাসপ্রদান করিয়া কহিলেন—আপনারা কি নিমিত্ত রোদন করিতেছেন, আপনাদের এই দুঃখের কারণ কি, তাহা আমাকে বিশেষভাবে বলুন। যদি আমাদের সাধ্য হয় তবে অবশ্যই আপনাদের দুঃখ মোচন করিব। ব্রাহ্মণ কুন্তীর এই সমুদয় বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন—হে তপোধনে, দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখ মোচন করা আর্যগণের অবশ্য কর্ত্তব্য বটে। কিন্তু আমার যে দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে তাহা নিবারণ করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। হে মনস্বিনি, এই এই নগরের সমীপে বক নামে এক রাক্ষস

বাস করে। এই বলশালী, নরমাংসভোজী সেই দুরাত্মা রাক্ষসই এই নগরের অধিপতি। এই দুরাত্মা রাক্ষস নিজের বাহুবলে এই জনপদ, রক্ষা করে। এই রাক্ষসের প্রভাবে অন্যান্য নরপতিগণ অথবা হিংস্র প্রাণিগণ হইতে আমাদের কিছুমাত্র ভয় হয় না। কিন্তু ঐ রাক্ষস নিজের ভোজনের জন্য এই গ্রামে এক নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছে যে, প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে এক গৃহস্থের গৃহ হইতে এক একটি মনুষ্য, বিংশতি খারি তণ্ডুল ও দুইটা মহিষ লইয়া তাহার নিকট গমন করিবে। রাক্ষস উপনীত হইয়া সেই সমস্ত বস্তু ও উপস্থিত মনুষ্যকে ভক্ষণ করিয়া নিজের জীবিকা নির্বাহ করিবে। হে ভদ্রে, বহু দিবসাবধি এই নিয়ম প্রচলিত থাকাতে এখানকার সমস্ত লোকই বিরক্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি এই নিয়ম রহিত করিতে উদ্যোগী হয় দুরাত্মা রাক্ষস অবিলম্বে তাহাকে পুত্রকলত্র সহকারে বিনাশ করিয়া নিজের ভোজন কার্য সম্পন্ন করে। এই প্রদেশের নিকটবর্ত্তী বেত্রকীয়গৃহ নামক স্থানে নীতিশাস্ত্রানভিজ্ঞ এক রাজা আছেন। তিনি নিতান্ত নির্ব্বোধ, এই নগরের রক্ষায় তাঁহার কিছুমাত্র যত্ন নাই। যাহাতে আমাদের কল্যাণ হয় এইরূপ কোন চেষ্টাই তিনি করেন না। নীতিশাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—প্রথমে উপযুক্ত রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তাহার পর পত্নী গ্রহণ করিবে, তাহার পর ধন সঞ্চয় করিবে। কিন্তু আমার ভাগ্যক্রমে এই তিনটিই বিপরীতরূপে সংগৃহীত হইয়াছে। আমি অদ্য ঘোর বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছি। হে তপোধনে, অদ্য আমার বার উপস্থিত হইয়াছে। আজ অবশ্যই আমাকে সেই রাক্ষস সমীপে তাহার আহার্য তণ্ডুলাদি ও একজন মনুষ্য পাঠাইতে হইবে। কিন্তু স্বীয় সুহৃৎ জনকে রাক্ষসের নিকট প্রদান করা কোনমতে বিধেয় নয়। এক্ষণে আমি কি করি, কিরূপে রাক্ষসের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই তাহার কোন উপায়ই দেখিতেছি না। আমি স্থির করিয়াছি যে সবান্ধবে সেই দুরাত্মা রাক্ষসের নিকট গমন করিব। সে

আমাদের সকলকে এককালে ভক্ষণ করিয়া এই বিষম দুঃখ হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিবে।

কুন্তী কহিলেন—আপনি রাক্ষসের ভয়ে আর বিষাদ করিবেন না। যাহাতে সেই দুরাত্মার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন এমন এক উপায় আমি স্থির করিয়াছি। আপনার একটিমাত্র পুত্র, সেও অতি শিশু, কন্যাও একটির অধিক নাই, সেও অতি সুশীলা। অতএব উহাদের অন্যতরে কিংবা আপনার অথবা আপনার পত্নীর রাক্ষস সমীপে গমন করা বিধেয় নয়। আমার পাঁচ পুত্র, তাহাদের মধ্যে একজন আপনার কল্যাণের জন্য রাক্ষসের ভক্ষ্য লইয়া রাক্ষস সমীপে গমন করিবে। এতদুত্তরে ব্রাহ্মণ কহিলেন—হে শুভে, আপনারা ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার আমার অতিথি। অতি অধার্মিক লোকও স্বীয় প্রাণরক্ষার্থে অতিথি-ব্রাহ্মণের প্রাণনাশ করে না। হে তপোধনে, ব্রাহ্মণের নিমিত্ত আমার নিজের অথবা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বীয় পুত্রের পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য মনে করি। আমি এই সমস্ত বিষয়ে অবগত হইয়া কিরূপে বিপরীত কার্য অনুষ্ঠান করিব। ব্রাহ্মণবধ ও আত্মত্যাগ এই উভয়ের মধ্যে আমার মতে আত্মত্যাগই শ্রেয়ঃ, কারণ অজ্ঞানবশতঃ ব্রাহ্মণ হত্যা করিলেও উহার পাতক হইতে নিষ্কৃতি নাই। হে ভদ্রে, যদি আমি স্বয়ং রাক্ষস সমীপে গমন করিয়া রাক্ষস কর্ত্তৃক বিনষ্ট হই তাহা হইলে আমার আত্মহত্যার পাপ হইবে না। যেহেতু আমি অগত্যা এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি। আর যদি তাহা না করিয়া আপনার পুত্রকে সেই স্থানে পাঠাই তাহা হইলে আমি অভিসন্ধিকৃত ব্রাহ্মণ বধের জন্য দারুণ পাতক হইতে কখনই পরিত্রাণ পাইতে পারিব না। হে শুভে, গৃহাগত, শরণাগত ও ভিক্ষার্থী ব্যক্তির বধ নিতান্ত নৃশংস বলিয়া পণ্ডিতগণ নিন্দা করিয়া থকেন। অতএব আমি পত্নীর সহিত রাক্ষসহস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিব তথাপি ব্রাহ্মণবধে কখনও সম্মত হইব না।

কুন্তী কহিলেন—হে ব্রাহ্মণ, উহা আমার অভিমত। ব্রাহ্মণ অবশ্য রক্ষণীয়, বিশেষতঃ শত পুত্র থাকিলেও পুত্রের প্রতি পিতামাতার কখনও অনাদর হয় না, তবে যে আমি স্বীয় পুত্রকে রাক্ষস সমীপে প্রেরণ করিতে উদ্যত হইতেছি তাহার কারণ আমি বিশেষরূপে জানি। রাক্ষস কখনই আমার এই পুত্রকে বিনাশ করিতে পারিবে না। আমার পুত্র অতিশয় বলবান্, তেজস্বী ও মন্ত্রসিদ্ধ। সে রাক্ষস সমীপে রাক্ষসের ভোজ্যদ্রব্যসমূহ লইয়া যাইবে এবং রাক্ষসের হস্ত হইতে অনায়াসে রক্ষা পাইয়া ফিরিয়া আসিবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি—ইহারপূর্বে অনেক মহাবল, পরাক্রমী মহাকায় রাক্ষস আমার পুত্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া নিহত হইয়াছে। হে ব্রাহ্মণ, আপনি এ কথা কাহাকেও বলিবেন না। কি জানি তাহা হইলে পাছে বিদ্যার্থিগণ এই সংবাদ শ্রবণে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আমার পুত্রগণকে বিরক্ত করে।

ব্রাহ্মণ কুন্তীর এই অমৃতোপম বাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া ভার্যার সহিত কুন্তীকে পূজা করিতে লাগিলেন। তখন কুন্তী ও ব্রাহ্মণ উভয়ে মিলিয়া ভীমের নিকটে উপস্থিত হইয়া ভীমকে রাক্ষসবধের জন্য গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। ভীম যে আজ্ঞা বলিয়া তাঁহাদের অভিলষিত সম্পাদন করিতে স্বীকার করিলেন।

ভীম ব্রাহ্মণের হিতানুষ্ঠান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে যুধিষ্ঠিরাদি অপর ভ্রাতৃচতুষ্টয় ভিক্ষা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। যুধিষ্ঠির স্বীয় মাতা কুন্তী, ব্রাহ্মণ ও ভীমসেনের আকারপ্রকার দ্বারা সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিয়া স্বীয় জননীকে একান্তে লইয়া গিয়া কহিলেন—হে মাতঃ, এই মহাবল ভীমসেন অসম সাহসের কার্য করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই দুষ্কর কার্য করিতে ভীম কি স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়াছে,

অথবা আপনি অনুমতি দিয়াছেন। কুন্তী কহিলেন—হে বৎস, ভীমসেন আমার আজ্ঞানুসারে ব্রাহ্মণের উপকারার্থ ও এই নগরের হিতসাধনের এই দুষ্কর কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির কহিলেন—হে মাতঃ, এই দুষ্কর কর্মে ভীমকে অনুমতি প্রদান করিয়া আপনিও অতিমাত্র দুঃসাহসের কার্য করিয়াছেন। আপনি কি নিমিত্ত পরপুত্রের রক্ষার জন্য স্বীয় পুত্রের বিনাশরূপ লোকবিরুদ্ধ ও বেদ-বিরুদ্ধ কার্য করিতে উদ্যত হইলেন। দেখুন যাহার বাহুবল আশ্রয় করিয়া আমরা দুর্জনাপহৃত রাজ্যের প্রত্যুদ্ধার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া সুখে নিদ্রা যাই, যাহার পরাক্রম চিন্তা করিয়া দুরাত্মা দুর্যোধন, শকুনি প্রভৃতি রাত্রিতে নিদ্রিত হইতে পারে না, যাহার বীর্যপ্রভাবে আমরা জতুগৃহ ও অন্যান্য অনেক অনিষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি, আমরা যে মহাবীরের পরাক্রম অবলম্বন করিয়া বসুন্ধরা আমাদের হস্তগত বলিয়া মনে করি, আপনি কোন সাহসে সেই মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ? বোধ হয় দুরবস্থায় পতিত হওয়াতে আপনার বুদ্ধি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে।

কুন্তী কহিলেন,—হে যুধিষ্ঠির, তুমি কেন এ বিষয়ে বৃথা সন্তাপ করিতেছ। আমি বুদ্ধিদৌর্বল্যপ্রযুক্ত এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি এরূপ মনে করিও না। দেখ আমরা এই ব্রাহ্মণের গৃহে পরম সুখে বাস করিতেছি। এজন্য ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ ইহা বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারে নাই। ব্রাহ্মণও আমাদের যথেষ্ট সৎকার ও সম্মান করিয়া থাকেন। হে পুত্র, তজ্জন্য এই মহোপকারক ব্রাহ্মণের হিতসাধনের জন্য এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যে ব্যক্তি পরকৃত উপকার প্রাণান্তেও বিস্মৃত হয় না ও অন্যে যে পরিমাণ উপকার করিয়াছে তদপেক্ষা বহুগুণ উপকার দ্বারা তাহার পরিশোধ দেয়, সেই যথার্থ মনুষ্য। বিশেষতঃ আমি জতুগৃহদাহ ও হিড়িম্ববধ সময়ে ভীমের পরাক্রম বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি।

মহাবল ভীমসেন অযুত মত্তহস্তী তুল্য বলশালী। এই ভীম আমাদিগকে বারণাবত নগর হইতে বহির্গত করিয়াছে। উহার তুল্য বলশালী আর কেহ নাই। বোধ হয় সে যুদ্ধে বিষ্ণুকেও পরাজিত করিতে পারে। ভীমসেন এক সময়ে শৈশবে আমার ক্রোড় হইতে পর্বতপৃষ্ঠে নিপতিত হয়, উহার দেহভারে সেই পর্বতাংশ চূর্ণ হইয়া যায়। অতএব হে পাণ্ডব, আমি স্বীয় প্রজ্ঞা দ্বারাই ভীমসেনের বলবিক্রম বুঝিতে পারিয়া ব্রাহ্মণের প্রত্যুপকারের জন্য এই দুষ্কর কার্যে অনুমতি প্রদান করিয়াছি। আমি লোভ বা অজ্ঞতাপ্রযুক্ত এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হই নাই, বুদ্ধিপূর্বকই ইহা করিয়াছি। হে যুধিষ্ঠির, এই কার্য সম্পাদন দ্বারা আমাদের দুইটি মহৎকার্য অনুষ্ঠান সিদ্ধ হইবে—প্রথম আশ্রয়দাতার প্রত্যুপকার, দ্বিতীয় —ধর্মানুষ্ঠান। হে পুত্র, পূর্বে মহর্ষি ব্যাসদেব আমাকে বলিয়াছিলেন যে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের কার্যকালে তাহার সাহায্য করে সে পরিণামে শুভ-লোক প্রাপ্ত হয়। যে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের প্রাণরক্ষা করে সে ইহকালে ও পরকালে মহতী কীর্ত্তি লাভ করে। যে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সাহায্য করে সে সর্বলোকে প্রজারঞ্জক হয় এবং যে ক্ষত্রিয় শরণাগত শূদ্রকে বিপদ হইতে রক্ষা করে সে রাজপূজিত ক্ষত্রিয়কুলে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে। হে যুধিষ্ঠির, বেদব্যাসের এই উপদেশ স্মরণ করিয়া আমি এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। মহারাণী কুন্তীর এই কথাগুলি নিবিষ্টমনে আলোচনা করিলে তাঁহার অসাধারণ চরিত্রের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে। সর্বত্রই আলোচনা করিবার ইহাই সাধারণ রীতি যে, আমি এইরূপক্ষেত্রে পতিত হইলে কি করিতাম, আর কুন্তী কি করিয়াছেন। তখনই কুন্তীর অসাধারণতা বুঝিতে পারা যাইবে। এই স্থানে বকবধ পর্বের ১৬২ অধ্যায় সম্পূর্ণ হইয়াছে।

ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির জননী কুন্তীর মুখে এই ধর্মসম্মত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন—হে মাতঃ, আপনি করুণাপ্রযুক্ত দুঃখার্ত্ত ব্রাহ্মণের উপকারার্থে

ভীমসেনকে অনুমতি প্রদান করিয়া অতিশয় সৎকার্য করিয়াছেন। আপনার এই পুণ্যবলে ভীমসেন সেই নরমাংসভোজী রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া নিরাপদে প্রত্যাগমন করিবে ইহাতে সংশয় নাই। কিন্তু আপনি অনুগ্রহপূর্বক ব্রাহ্মণকে বলিবেন—যে নগরবাসী জনগণ যেন এই সমস্ত বৃত্তান্তের কিছুমাত্র জানিতে না পারে। পরদিন প্রাতঃকালে মহারাণী কুন্তীর আদেশানুসারে রাক্ষসের ভোজ্য লইয়া ভীমসেন রাক্ষসের নিকট গমন করিয়াছিলেন এবং বকরাক্ষসকে বধ করিয়া বক-রাক্ষসের অনুজীবিগণকে দমন করিয়া নির্বিঘ্নে ভীম যুধিষ্ঠিরের নিকট সমাগত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বকরাক্ষসকে বধ করিয়া কিছুদিন কুন্তী ও পাণ্ডবগণ একচক্রা নগরীতে সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে পূর্ববৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে এক ব্রাহ্মণ আশ্রয়প্রার্থী হইয়া একচক্রা নগরীতে পাণ্ডবগণের আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডবগণের আশ্রয়দাতা সেই ব্রাহ্মণও নবাগত অতিথি ব্রাহ্মণকে যথোচিত সৎকার প্রদর্শন করিয়া আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময় কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণ এই নবাগত অতিথি ব্রাহ্মণের পরম শ্রদ্ধা ও অতিশয় ভক্তি সহকারে পরিচর্যা করিয়াছিলেন। এই নবাগত অতিথি ব্রাহ্মণও তাঁহাদের সেবায় অতিশয় প্রসন্ন হইয়া প্রসঙ্গক্রমে অতি বিচিত্র পবিত্র কথার উত্থাপন ও নানাদেশ, নগরী, তীর্থস্থান, নদীর ও অনেক রাজার উপাখ্যান, বহুবিধ অত্যাশ্চর্য ব্যাপার বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে সেই ব্রাহ্মণ পাঞ্চাল দেশের দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর উৎপত্তি, মহারাজ দ্রুপদের যজ্ঞে অযোনিসম্ভবা দ্রৌপদীর জন্মবৃত্তান্ত প্রভৃতি বলিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণের মুখে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে তাঁহাদের হৃদয় শূলবিদ্ধের মত হইল। পাণ্ডবেরা বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। ইহা মহারাণী কুন্তী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং এইজন্য কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—বৎস, আমরা এই রমণীয় নগরীর মধ্যে ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বনপূর্বক এই মহাত্মা ব্রাহ্মণের গৃহে বহুকাল অবস্থান করিলাম। এইস্থানে যে সমস্ত বন উপবন আছে তাহা বারম্বার দর্শন করিয়াছি। তাহা দেখিয়া আর মনে প্রীতি হইতেছে না। সম্প্রতি ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প লব্ধ হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা জীবিকা নির্বাহ

হওয়া অত্যন্ত সুকঠিন হইয়াছে। অতএব তোমাদের যদি অভিলাষ হয়, তবে চল আমরা পরম রমণীয় পাঞ্চাল দেশে গমন করি এবং ঐ দেশ অদৃষ্টপূর্ব, দেখিলে অবশ্যই প্রীতিকর হইবে। আর শুনিয়াছি পাঞ্চালেরা প্রাণান্তেও ভিক্ষুককে পরাঙ্মুখ করে না, পাঞ্চালের রাজা দ্রুপদ অতিশয় ধার্ম্মিক। যদি তোমাদের মত হয় তবে চল। একস্থলে অধিক দিন অবস্থান করা কোনমতেই সঙ্গত নয়। অধিক কি এখানে ক্ষণকাল থাকিতেও আমার ইচ্ছা হইতেছে না।

কুন্তীর কথা শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির কহিলেন—হে মাতঃ, আপনি যাহা আদেশ করিতেছেন তাহা আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক। কিন্তু আমার অনুজগণের কি অভিপ্রায় তাহা জানি না। যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া মহারাণী কুন্তী ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা মাতৃবাক্য শুনিয়া কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়াই কহিলেন—আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন আমরা কদাচ তাহার অন্যথা করিব না। অনন্তর কুন্তী তাহার পাঁচ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপনপূর্ব্বক দ্রুপদরাজ্যে গমন করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। এই সময়ে ব্যাসদেব পাণ্ডবগণের নিকট আগমন করিলেন। পাণ্ডবেরা ব্যাসদেবকে দর্শন করিয়া অভিবাদনাদি করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন ব্যাসদেব পাণ্ডবদের উপবেশনার্থ অনুমতি প্রদান করিয়া তাঁহাদের কুশল প্রশ্ন প্রভৃতি নানাবিধ কথার পর প্রসঙ্গক্রমে একটি উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিলেন। ব্যাসদেব বলিলেন—"কোন তপোবনে সর্বাঙ্গসুন্দরী, সর্বগুণসম্পন্না এক ঋষিকন্যা বাস করিতেন। সেই ঋষিকন্যা স্বীয় কর্ম্মদোষে নিতান্ত দুরদৃষ্টভাগিনী হইয়াছিলেন। এজন্য তিনি অনুরূপ পতি লাভ করিতে না পারিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পতিলাভের জন্য তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন।

অতি কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া অল্পকাল মধ্যে ভগবান্ মহাদেবকে প্রসন্ন করিলেন। মহাদেব কন্যার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন—হে সুন্দরি, আমি মহাদেব, তোমাকে বর প্রদান করিবার নিমিত্ত আসিয়াছি। আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। তখন সেই কন্যা ভগবানকে বলিলেন, যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে যাহাতে আমি সর্বগুণসম্পন্ন পতিলাভ করিতে পারি এইরূপ বর প্রদান করুন—এই বলিয়া কন্যা মহাদেবের নিকট পুনঃপুনঃ পতিলাভ প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর মহাদেব কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—হে কল্যাণি, আমার বরে তোমার পাঁচটি স্বামী লাভ হইবে। তখন কন্যা মহাদেবকে পুনর্বার কহিলেন—হে ভগবন্, আমি আপনার নিকট সর্ব-গুণযুক্ত একটিমাত্র পতিলাভের কামনা করি। মহাদেব বলিলেন—হে কন্যে, তুমি পাঁচবার 'পতি প্রদান করুন' বলিয়া আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলে। অতএব তোমার প্রার্থনামত আগামি জন্মে পাঁচটি পতি লাভ হইবে। সেই দেবরূপিণী রমণী দ্রুপদ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। হে পাণ্ডবগণ, এই রমণী তোমাদের পাঁচ জনের সহ-ধর্মিণী হইবেন। অতএব তোমরা এক্ষণে পাঞ্চাল-নগরে অবস্থান কর। আমি বলিতেছি এই কন্যা লাভ করিয়া তোমরা ভবিষ্যতে সুখী হইবে।" এই বলিয়া ব্যাসদেব পাণ্ডবগণকে আশীর্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন। এইখানে ১৬৯ অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

অনন্তর ব্যাসদেব তথা হইতে প্রস্থান করিলে পাণ্ডবেরা সন্তুষ্টচিত্তে জননী কুন্তীকে লইয়া উত্তর দিকে গমন করিতে লাগিলেন। অতঃপর পাণ্ডবগণ মাতাকে লইয়া বহুদেশ অতিক্রম করিয়া ক্রমে পাঞ্চালদেশে উপনীত হইলেন। পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে মহোৎসবময় দ্রুপদরাজ্যে গমন করিলেন। দ্রুপদরাজ্যে গমন করিবার সময় পথিমধ্যে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর দর্শনাভিলাষী ব্রাহ্মণগণের সহিত

সাক্ষাৎ হইল। এই ব্রাহ্মণেরা কহিলেন—আপনারা অদ্যই পাঞ্চাল-রাজধানীতে গমন করুন। রাজধানীতে মহা আড়ম্বরের সহিত পাঞ্চাল-রাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর অনুষ্ঠিত হইবে। পাঞ্চালরাজ্যে অতি অদ্ভুত মহোৎসব হইবে। মহারাজ দ্রুপদের যজ্ঞবেদী মধ্য হইতে এক পরমা সুন্দরী কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিল। এই কন্যা দ্রোণহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী। এই কন্যার দেহ হইতে নীলোৎপল সদৃশ গন্ধ এক ক্রোশ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। আমরা এই স্বয়ম্বরা দ্রৌপদীকে দেখিবার জন্য পাঞ্চাল-রাজধানীতে গমন করিতেছি। ব্রাহ্মণদের মুখে এই সমস্ত কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির কহিলেন—'যে আজ্ঞা, আমরা সকলেই আপনাদের সঙ্গে গমন করিয়া রাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর ও তজ্জনিত মহোৎসব দর্শন করিব।' পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে এইরূপ শুনিয়া দ্রুপদরাজ পরিরক্ষিত দক্ষিণ-পাঞ্চাল দেশে গমন করিলেন। পথে পাণ্ডবগণের সহিত ব্যাসদেবের পুনর্বার সাক্ষাৎ হইল এবং ব্যাসদেব কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া পাণ্ডবেরা দ্রুপদরাজধানীর দিকে অগ্রসর হইলেন। রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া এক কুম্ভকার গৃহে অবস্থান করিয়া ব্রাহ্মণবৃত্তি অবলম্বনপূর্বক ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায় উপনীত হইয়া পণরূপে নির্দিষ্ট লক্ষ্যভেদ করিয়া অর্জ্জুন দ্রৌপদীকে লাভ করিলেন। স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত হইয়া লক্ষ্যভেদপূর্বক দ্রৌপদীকে লাভ করিবার সময় স্বয়ম্বর-সভায় সম্মিলিত রাজন্যবৃন্দের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে ভীম ও অর্জ্জুনকে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। এজন্য সেদিন পাণ্ডবদের গৃহে প্রত্যাগমন করিতে বহু বিলম্ব হইয়াছিল। এদিকে পুত্রবৎসলা কুন্তী পুত্রেরা ভিক্ষার্থে গমন করিয়া কি জন্য এখনও প্রত্যাবৃত্ত হইল না ভাবিয়া অনেক অনিষ্টাশঙ্কা করিতে লাগিলেন। কুন্তী মনে মনে চিন্তা

করিলেন—হয়ত দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা তাহাদিগকে নিহত করিয়াছে অথবা শক্র নিশাচরগণ কর্ত্তৃক তাহাদের ঘোর অনিষ্ট হইয়া থাকিবে। কুন্তী এইরূপে পুত্রগণের নানাবিধ অনিষ্ট-চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া আছেন, এমন সময় ভীম ও অর্জ্জুন দ্রৌপদীকে সঙ্গে করিয়া ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া সেই কুম্ভকারগৃহে আগমন করিলেন। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভীম ও অর্জ্জুন প্রসন্নমনে মাতার নিকট নিবেদন করিলেন—হে মাতঃ, আজ এক রমণীয় পদার্থ ভিক্ষালব্ধ হইয়াছে। কুন্তী গৃহের মধ্যে ছিলেন। তিনি সবিশেষ না জানিয়াই পুত্রদিগকে বলিলেন—বৎস, যাহা প্রাপ্ত হইয়াছ তাহা সকল ভ্রাতায় মিলিয়া ভোগ কর অধ্যায় ১৯১ শ্লোক ২। অনন্তর কুন্তী গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দ্রৌপদীকে দেখিয়া অতি বিস্মিতভাবে কহিলেন—আমি কি অন্যায় কার্য করিলাম, পরে ধর্মভয়ে একান্ত চিন্তাকুলা হইয়া দ্রৌপদীর হস্ত ধারণপূর্বক যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিয়া কহিলেন—হে পুত্র, ইনি মহারাজ-দ্রুপদের কন্যা। তোমার অনুজদ্বয় তাঁহাকে আনিয়া ভিক্ষালব্ধ বলিয়া আমার নিকট প্রকাশ করে। আমি অসাবধানতাপ্রযুক্ত আজ্ঞা করিয়াছি যে, তোমরা সকল ভ্রাতায় মিলিত হইয়া উহা ভোগ কর। অতএব হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, এক্ষণে যাহাতে আমার বাক্য মিথ্যা না হয় এবং দ্রুপদ-কুমারীকে অধর্ম স্পর্শ না করে এমন উপায় চিন্তা কর। জননীর এই উক্তি শুনিয়া যুধিষ্ঠির ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া মাতাকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক অর্জ্জুনকে কহিলেন—হে অর্জ্জুন, এই দ্রৌপদী তোমার জয়লব্ধ বস্তু, ইনি তোমারই পত্নী হইবেন। তুমি অগ্নি সাক্ষী করিয়া যথাশাস্ত্র ইঁহার পাণিগ্রহণ কর। যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন কহিলেন—হে নরনাথ, আমাকে অধর্মে লিপ্ত করিবেন না—আমি কখনও সাধুবিগর্হিত কার্যে প্রবৃত্ত হইব না। আপনি আমাদিগের জ্যেষ্ঠ। প্রথমতঃ আপনার বিবাহ করা কর্ত্তব্য। অনন্তর ভীমের,

তারপর আমার, তদনন্তর নকুলের তারপর সহদেবের বিবাহ করা উচিত। ভীম, আমি, নকুল-সহদেব ও এই রাজকুমারী—আমরা সকলেই আপনার অধীন অতএব যাহা কল্যাণকর হয়, তাহা বিশেষ পর্যালোচনা করিয়া সেইরূপ কর্মের অনুষ্ঠান করুন এবং যাহাতে মহারাজ দ্রুপদের হিতসাধন হয় সেইরূপ আমাদিগকে অনুষ্ঠান করিতে আজ্ঞা করুন। আপনি নিশ্চয় জানিবেন আমরা সকলেই আপনার একান্ত অধীন। অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া পাণ্ডুপুত্রগণ দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাহাকে দর্শন করিয়া মনে মনে সকলেই আকৃষ্ট হইলেন। যুধিষ্ঠির অনুজগণের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ব্যাসদেবের বাক্যসমুদয় স্মরণ করিলেন এবং ভ্রাতৃগণের ভেদভয়ে ভীত হইয়া অনুজদিগকে নির্জনে আহ্বান করিয়া বলিলেন দ্রৌপদী আমাদের সকলেরই ভার্য্যা হইবে।

এই সময়ে কৃষ্ণ ও বলরাম পাণ্ডবগণের নিকট উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের পাদবন্দনা পূর্বক নিজেদের পরিচয় প্রদান করিলেন। কৃষ্ণ ও বলরামকে দেখিয়া পাণ্ডবগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কৃষ্ণ ও বলরাম পিতৃস্বসা কুন্তীর চরণ-বন্দনা করিলেন। অনন্তর তাঁহারা পাণ্ডবগণের সহিত যথোচিত বাক্যালাপ করিয়া স্বশিবিরে প্রস্থান করিলেন। দ্রুপদরাজের পুরোহিত পাণ্ডবগণের নিকট উপস্থিত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে মহারাজ দ্রুপদের অভিপ্রায় জানাইয়া বলিলেন—'মহারাজ দ্রুপদ আপনাদের পরিচয় বিশেষ ভাবে জানিতে চাহিয়াছেন।' তদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিলেন—'মহারাজ দ্রুপদ এই দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে লক্ষ্যভেদকারী পুরুষের কুল, শীল, গোত্র ও জাতির কোন অপেক্ষা রাখেন নাই। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল যে যিনি লক্ষ্যভেদ করিতে সমর্থ হইবেন তিনি দ্রৌপদীকে লাভ করিবেন। সুতরাং যিনি লক্ষ্যভেদ করিয়াছেন তিনিই দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছেন, ইহাতে মহারাজের

দুঃখের কোন কারণ নাই।' এই সময়ে মহারাজ দ্রুপদের পক্ষ হইতে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি পাণ্ডবগণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে মহারাজের গৃহে ভোজন করিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিলেন এবং বহু রাজকীয় রথ তাঁহাদের জন্য সেই স্থানে উপস্থিত হইল। অনন্তর পুরোহিতকে সর্বাগ্রে প্রেরণ করিয়া কুন্তী ও দ্রৌপদী দুই জনে একটি রথে আরোহণ করিলেন, অপর পাণ্ডবেরা ভিন্ন ভিন্ন রথে আরোহণ করিয়া দ্রুপদের গৃহে গমন করিলেন। কুন্তী ও দ্রৌপদী দ্রুপদের ভবনে উপস্থিত হইয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণ মহারাণী কুন্তীকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ রাজভবনে উপস্থিত হইয়া অতি সুসমৃদ্ধভাবে মহারাজ দ্রুপদের গৃহে ভোজন সম্পাদন করিয়া স্বস্থচিত্ত হইয়া উপবেশন করিলেন। তখন মহারাজ দ্রুপদ যুধিষ্ঠিরকে তাঁহাদের বিশেষ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন—হে মহারাজ আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না। আপনি প্রীত হইয়া আমার কথা শ্রবণ করুন। আপনার মনোরথ সফল হইয়াছে। আমরা ক্ষত্রিয়, মহারাজ পাণ্ডুর পুত্র এবং সাধুশীলা কুন্তী আমাদের জননী। আমি সর্বজ্যেষ্ঠ, আমার নাম যুধিষ্ঠির। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃযুগল ভীম ও অর্জ্জুন—ইহারাই রাজসভায় আপনার কন্যাকে জয় করিয়াছে। আপনার মনোদুঃখ দূর করুন। আপনার কন্যা পদ্মিনীর ন্যায় হ্রদ হইতে হ্রদান্তরে আগমন করিয়াছেন। এই সমস্ত বলিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন—হে মহারাজ, আপনি আমাদের পরম পূজনীয় ও আশ্রয়স্থল। অনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত মিলিত হইয়া মহারাজ দ্রুপদ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—আজ শুভ দিন—অর্জ্জুন আভ্যুদয়িক ক্রিয়ান্তে দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করুন। যুধিষ্ঠির কহিলেন—আমিও অবিবাহিত, আমারও দার-সম্বন্ধ কর্ত্তব্য। প্রত্যুত্তরে দ্রুপদ কহিলেন, 'তবে আপনি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ

করুন।' যুধিষ্ঠির কহিলেন—হে মহাশয়, পূর্বে জননী কুন্তী অনুমতি করিয়াছেন যে, দ্রৌপদী আমাদের সকলের মহিষী হইবেন। আমি অদ্যাবধি দারপরিগ্রহ করি নাই এবং ভীমও অকৃতদার। অর্জুন আপনার কন্যাকে জয় করিয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে নিয়ম আছে যে, যে কোন উৎকৃষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হইলে আমরা তাহা সকলে একত্র হইয়া ভোগ করিয়া থাকি। এজন্য দ্রৌপদী ধর্মতঃ আমাদের সকলেরই মহিষী হইবেন (১৯৫ অধ্যায়, পৃঃ ২৫)।

এক কন্যার বহু পতি গ্রহণ লোকবিরুদ্ধ ও বেদবিরুদ্ধ বলিয়া মহারাজ দ্রুপদ তাহাতে অতিশয় আপত্তি করেন, কিন্তু মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবেরই মহিষী হইবেন—ইহাই বিশেষভাবে সমর্থন করেন। এই সময়ে ভগবান্ ব্যাসদেব তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ব্যাসদেবের সহিত মহারাজ দ্রুপদের ও ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্রৌপদীর বিবাহ সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়াছিল। এই সময় কুন্তী ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন—আমি দ্রৌপদীকে ভিক্ষাদ্রব্যের মত সকলকে সমান ভাগে ভাগ করিয়া ভোগ করিতে বলিয়াছি। এই কথা বলিয়া কুন্তী ব্যাসদেবকে বলিলেন—'হে দ্বিজোত্তম, আমি এইরূপ বলিয়া অনৃতবাক্যে অতিশয় ভীত হইয়াছি। আমি কিরূপে এই মিথ্যা হইতে পরিত্রাণ পাইব।' তদুত্তরে ব্যাসদেব কহিলেন—হে ভদ্রে, তুমি অনৃত হইতে পরিত্রাণ পাইবে, তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা সনাতন ধর্ম। অনন্তর ব্যাসদেব দ্রুপদকে কহিলেন—হে পাঞ্চালরাজ, আমি দ্রৌপদীর পঞ্চ-পতিত্বের নিগূঢ় তত্ত্ব সর্বজনসমক্ষে ব্যক্ত করিব না, তাহা কেবল আপনিই শুনিতে পাইবেন। যুধিষ্ঠির যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রকৃত ধর্ম বটে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন, পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তী মিলিত হইয়া ব্যাসদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া দ্রুপদ ক্রমে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ দিয়াছিলেন।

এইস্থলে দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী হওয়ায় যে কোন ধর্মবিরোধ ঘটে নাই, ইহা অতি বিস্তৃতভাবে মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে। তাহ অনপেক্ষিত বলিয়া এস্থলে বিবৃত করিলাম না। দ্রুপদের পুরনারীগণ কুন্তীর নিকটে গমন করিয়া নিজেদের নাম কীর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। অতঃপর মঙ্গল-সূত্রধারিণী অবগুণ্ঠনবতী দ্রৌপদী শ্বশ্রূকে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে কুন্তীর সমীপে দণ্ডায়মানা হইলেন। কুন্তী সেই সুশীলা সদাচার-সম্পন্না সুরূপা সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা পুত্রবধূকে স্নেহসম্ভাষণ-পূর্ব্বক আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন—'হে বৎসে, ইন্দ্রাণী যেমন ইন্দ্রের প্রতি, দেবী স্বাহা অগ্নির প্রতি, রোহিণী চন্দ্রের প্রতি, দময়ন্তী নলের প্রতি, ভদ্রা বৈশ্রবণের প্রতি, অরুন্ধতী বশিষ্ঠের প্রতি এবং লক্ষ্মী নারায়ণের প্রতি ভক্তিমতী ও প্রণয়বতী হইয়াছেন, তেমনি তুমিও তোমার ভর্তৃগণের প্রতি ভক্তিমতী ও প্রণয়বতী হও। হে ভদ্রে, তুমি বীরসন্তান প্রসব করিবে, তুমি স্বামীসহ অশ্বমেধাদি মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হইবে, তোমার সৌভাগ্যের পরিসীমা থাকিবে না। হে বৎসে, তুমি অতিথি, গৃহাগত সাধু, বালক, বৃদ্ধ ও গুরুজনের সৎকারে ব্যাপৃত থাকিয়া সময় যাপন করিবে, তোমা হইতে পাণ্ডবগণ কুরু-জাঙ্গল প্রভৃতি প্রধান প্রধান জনপদে রাজপদে অভিষিক্ত হইবেন। অশ্বমেধ যজ্ঞে স্বামীদিগের বলবিক্রমার্জিত বসুমতী ব্রাহ্মণসাৎ করিয়া এবং পৃথিবীর উৎকৃষ্ট বস্তুজাত প্রাপ্ত হইয়া শত শত বৎসর পরম সুখে কাল যাপন করিবে। হে বৎসে, অদ্য যেমন তোমাকে অভিনন্দন করিলাম, তুমি পুত্রবতী হইলে আমি পুনর্ব্বার তোমায় এইরূপ অভিনন্দন করিব।' এইস্থলে কুন্তী নববধূকে যেরূপ আশীর্বাদ করিয়াছিলেন তাহা ভারতীয় সাহিত্যেই অতি দুর্লভ। এই আশীর্বাদে ভারতীয় সতীরমণীগণের আদর্শ উল্লেখ করা হইয়াছে এবং গৃহস্থ জীবনের পরম কাম্য, বিশেষতঃ রাজমহিষীগণের বিশেষ কাম্য-বস্তু-

সমূহের বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পাঠকগণ! কুন্তীর এই আশীর্বাদবাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে ভারতীয় রমণীগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষার সুস্পষ্ট পরিচয় পাইবেন এবং বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় রমণীগণ এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা হইতে কতদূরে সরিয়া গিয়াছেন তাহাও চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন। এখনও ভারতবর্ষে নববধূকে আশীর্বাদ করিবার জন্য কুন্তীর এই আশীর্বচনগুলিরই উল্লেখ করা হইয়া থাকে এবং নববধূকে আশীর্বাদ করিবার জন্য নববধূর গৃহে গমন করিয়া থাকে। তাঁহারা কীদৃশ বাক্যের দ্বারা নববধূকে আশীর্বাদ করিবেন তাহা বুঝাইবার জন্য এইস্থলে কুন্তীর আশীর্বচনগুলি মূল মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

যথেন্দ্রাণী হরিহয়ে স্বাহা চৈব বিভাবসৌ।
রোহিণী চ যথা সোমে দময়ন্তী যথা নলে ॥
যথা বৈশ্রবণে ভদ্রা বশিষ্ঠে চাপ্যরুন্ধতী।
যথা নারায়ণে লক্ষ্মীস্তথা ত্বং ভব ভর্তৃষু ॥

আদিপর্ব (বৈবাহিকপর্ব) অঃ ১৯৯, শ্লোঃ ৫-৬

এইস্থলে সাধ্বী শিরোমণি রমণীগণের নামগুলি লিখিত হইল—ইন্দ্রাণী, স্বাহা, রোহিণী, দময়ন্তী, ভদ্রা অরুন্ধতী ও লক্ষ্মী। দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী হইয়াছিল বলিয়া সংস্কৃত শ্লোকে 'ভর্তৃষু' বহুবচন পাঠ করা হইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কেহ এই আশীর্বচন উল্লেখ করিলে 'ভর্ত্তরি' এইরূপে একবচন উল্লেখ করিবেন। এই উল্লিখিত রমণীগণই ভারতীয় রমণীগণের আদর্শ। রামায়ণেও ভগবতী সীতাদেবী অশোকবনে রাবণান্তঃপুরে অবরুদ্ধ হইয়া রাক্ষসীগণের নিকট ইঁহাদেরই নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সেই শ্লোকগুলি এইস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে—

দীনো বা রাজ্যহীনো বা যো মে ভর্ত্তা স মে গুরুঃ।
তং নিত্যমনুরক্তাঽস্মি যথা সূর্য্যং সুবর্চলা ॥

যথা শচী মহাভাগা শক্রং সমুপতিষ্ঠতি।
অরুন্ধতী বশিষ্ঠং চ রোহিণী শশিনং যথা॥
লোপামুদ্রা যথাঽগস্ত্যং সুকন্যা চ্যবনং যথা।
সাবিত্রী সত্যবন্তং চ কপিলং শ্রীমতী যথা॥
সৌদাসং মদয়ন্তী চ কেশিনী সগরং যথা।
নৈষধং দময়ন্তী চ ভৈমী পতিমনুব্রতা॥
তথাঽহং ইক্ষ্বাকুবরং রামং পতিং অনুব্রতা॥

রামায়ণ, সুন্দরকাণ্ড—২৪ সর্গ শ্লোঃ ৯-১২

ইহার অভিপ্রায়—ভগবতী সীতাদেবী বলিয়াছিলেন হে রাক্ষসীগণ, তোমাদের কথা অনুসারে রাম দীনই হোন্, অথবা রাজ্যহীনই হোন্, তিনিই আমার পতি, তিনিই আমার গুরু। যেমন সুবর্চলা (সূর্যকান্তি) সূর্যের, মহাভাগা শচীদেবী যেমন ইন্দ্রের, ভগবতী অরুন্ধতী যেমন বশিষ্ঠের, রোহিণীদেবী যেমন চন্দ্রমার, লোপামুদ্রা যেমন অগস্ত্যের, সুকন্যা যেমন মহর্ষি চ্যবনের, সাবিত্রী যেমন সত্যবানের, শ্রীমতী যেমন কপিলের, মদয়ন্তী যেমন মহারাজ সৌদাসের, কেশিনী যেমন মহারাজ সগরের, দময়ন্তী যেমন নৈষধের (নলের) প্রতি অনুরক্তা, আমিও সেইরূপ ইক্ষ্বাকু-নাথ রামের প্রতি অনুরক্তা।

কুন্তী যে সমস্ত সাধ্বী রমণীগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, ভগবতী সীতাদেবীও প্রায় তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা বুঝিতে পারা যায়—এই সমস্ত সাধ্বী শিরোমণি রমণীগণই ভারতীয় রমণীগণের আদর্শ। আজ আমাদের দেশের রমণীগণই এই আদর্শভ্রষ্ট হইয়া অন্যরূপ চিন্তা করিয়া থাকেন। আমরা যদি ভারতের কল্যাণ-কামী হই, তবে রামায়ণ, মহাভারত প্রদর্শিত আদর্শই স্থাপন করিতে আমাদের প্রয়াস করিতে হইবে।

দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়া পাণ্ডবগণ কিছুদিন দ্রুপদরাজ্যে বাস

করেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এই সংবাদ অবগত হইয়া মহারাণী কুন্তী ও দ্রৌপদীর সহিত পাণ্ডবগণকে হস্তিনায় লইয়া আসিবার জন্য মহামতি বিদুরকে পাণ্ডবদের নিকট প্রেরণ করেন। বিদুরের সহিত পাণ্ডবগণ হস্তিনায় উপস্থিত হইলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কুরুরাজ্যের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিয়া পাণ্ডবগণকে খাণ্ডবপ্রস্থে পাঠাইয়াছিলেন। পাণ্ডবগণ খাণ্ডবপ্রস্থে উপস্থিত হইয়া তথায় এক রাজধানী স্থাপন করেন, ইহাই পরে ইন্দ্রপ্রস্থ নামে প্রসিদ্ধ হয়। পাণ্ডবগণ রাজধানী স্থাপন করিয়া স্বীয় রাজ্য শাসন করিতে থাকেন, এবং প্রবল পরাক্রমে এই সময় বহু রাজ্য জয় করিয়া স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই সময়ে মহাবীর অর্জ্জুন ১২ বৎসরের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থ পরিত্যাগ করিয়া নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন এবং সুভদ্রাকে বিবাহ করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে সমাগত হন। অতঃপর খাণ্ডবদাহন। এইখানে আদিপর্ব সমাপ্ত হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়

সভাপর্বে বর্ণিত হইয়াছেন ময় দানব মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে একটি অপূর্ব, বিশাল সভাগৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই সময় দেবর্ষি নারদ পাণ্ডবদের নিকট আগমন করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে সম্পূর্ণ রাজধর্ম উপেক্ষা করেন। অনন্তর রাজসূয় পর্বারম্ভ। এই রাজসূয়পর্বে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে ভীম ও অর্জ্জুন মগধরাজ জরাসন্ধকে সংহার করিয়া জরাসন্ধ কর্ত্তৃক আবদ্ধ বহুতর রাজন্যবৃন্দকে মুক্তি প্রদান করেন এবং ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি চারি ভ্রাতা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া ভারতীয় নরপতিগণকে এবং ভারতের বহির্ভূত গান্ধার, পারস্য, চীন প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া বহু ধনরত্ন লইয়া হস্তিনায় আগমন করেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শানুসারে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। এই যজ্ঞে ভারতীয় আর্য ও ম্লেচ্ছ নরপতিগণ নিমন্ত্রিত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করেন এবং এই নরপতিগণ অসংখ্য ধনরত্নাদি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করেন। এই রাজসূয় যজ্ঞে অর্ঘ্যাভিহরণ উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করাতে শিশুপাল তাহার অত্যন্ত প্রতিবাদ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শিশুপাল বিনাশপ্রাপ্ত হন।

পাণ্ডবগণের রাজসূয় যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া মহারাজ দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি, প্রভৃতি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অপরিসীম ধনরত্নরাশি দেখিয়া অত্যন্ত পরিতাপযুক্ত হন। বলপূর্বক পাণ্ডবদের ধনরত্নরাশি আত্মসাৎ করা অসম্ভব মনে করিয়া কপট দ্যূতক্রীড়ার দ্বারা এই ধনরত্নরাশি অপহরণ করিতে সঙ্কল্প করেন। এই সময়ে মহারাজ দুর্যোধন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কপট দ্যূতক্রীড়া করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন। দুর্যোধন পাণ্ডবদের যে অপরিসীম ধনরত্নরাশির বর্ণনা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট করিয়াছিলেন, পাণ্ডবগণের যে ধনরত্নরাশি দর্শন

করিয়া ধনলোভে বিহ্বল হইয়াছিল তাহা পাঠ করিলে পাঠক আনন্দে বিহ্বল হইয়া ভারতভূমি যে রত্নপ্রসবিনী তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।

এই কপট দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবগণ হস্তিনায় আহূত হইয়া দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন। দুর্যোধনের পক্ষ হইতে শকুনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎভাবে দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলেন। এই দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবগণ হৃতসর্বস্ব হইয়া দ্বাদশ বর্ষ অরণ্যে বাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের প্রতিজ্ঞা করিয়া রাজ্য পরিত্যাগপূর্বক দ্রৌপদী ও পুরোহিত ধৌম্যের সহিত বনে গমন করিয়াছিলেন। কপট দ্যূতে পাণ্ডবগণের যথাসর্বস্ব অপহরণ করিয়া ও অত্যন্ত অপমানিত করিয়া দুর্যোধন যখন পাণ্ডবগণকে বনে প্রেরণ করিয়াছিলেন তখন পুত্রবৎসলা মহারাণী কুন্তী পুত্রদিগকে ও পুত্রবধূকে এইরূপ দারুণ দুঃখ সমুদ্রে নিমগ্ন দেখিয়া, শোকে বিহ্বল হইয়া পাণ্ডবগণের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া নানারূপ বিলাপ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—হায়! কি বিধি-বিপর্যয় ঘটিল। যে পাণ্ডবেরা ভ্রমেও কখন অধর্মপথে পদার্পণ করে না, সর্বদা যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে তৎপর, অকপট ভক্তিসহকারে দেবগণের অর্চ্চনাতে সতত নিরত, যাহারা উদারস্বভাব ও সচ্চরিত্রগণের অগ্রগণ্য, তাহাদের এই বিষম বিপদ উপস্থিত হইল। ইহাতে আমি কাহাকে অপরাধী করিব। ইহা আমারই একমাত্র ভাগ্যদোষ বলিতে হইবে। আমি অতি হতভাগিনী। আমারই গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এই অপরাধে অশেষ গুণালঙ্কৃত হইলেও পাণ্ডবগণের দুঃসহ দুঃখ ও অশেষ ক্লেশভোগ করিতে হইল। হে পাণ্ডবগণ, তোমরা অসাধারণ বলবীর্য, তেজ ও উৎসাহসম্পন্ন হইয়া দীনহীনের ন্যায় কিরূপে বনস্থলীতে বাস করিবে? তোমাদের এইরূপ দুর্গতি হইবে ইহা যদি পূর্বে জানিতে পারিতাম তাহা হইলে মহারাজ পাণ্ডুর দেহাবসানের পরে আমি শতশৃঙ্গ

পর্ব্বত হইতে তোমাদিগকে লইয়া হস্তিনায় আগমন করিতাম না। হে পুত্রগণ, তোমাদের পিতা মহারাজ পাণ্ডু পরম ধন্য—তাঁহাকে তোমাদের এই দুঃসহ যন্ত্রণা দর্শন করিতে হইল না। তিনি পরম সুখে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন এবং সেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানসম্পন্না মহারাণী মাদ্রীও পরম ধন্যা, যেহেতু তাহাকেও স্বীয় পুত্রগণের এই দুরবস্থা দর্শন করিতে হইল না। আমি অতি পাপীয়সী, মাদৃশী হতভাগিনী রমণী ধরণীতলে আর কেহ নাই। আমার জীবিত-তৃষ্ণায় ধিক্। অদৃষ্টে যে আর কত ক্লেশ আছে কিছুই বলিতে পারি না। হে পুত্রগণ, আমি বহুকষ্টে তোমা-দিগকে লাভ করিয়াছি। তোমরা আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম, আমি তোমাদিগের সহিত ঐ বনে গমন করিব, তথাপি এমন সৎপুত্র-গণকে আমি কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিব না। হা বৎসে, দ্রৌপদী, তুমিও কি আমাকে পরিত্যাগ করিবে! বুঝি বিধাতা আমার নশ্বর জীবন ধারণে অন্তবিধান করিতে বিস্মৃত হইয়াছিলেন, নতুবা এখনও কেন জীবিত রহিয়াছি। হা কৃষ্ণ, তুমি কোথায় রহিলে। শীঘ্র আমাদিগকে পরিত্রাণ কর।—

হা কৃষ্ণ দ্বারকাবাসিন্ ক্বাসি সংকর্ষণানুজ।
কস্মান্ন ত্রায়সে দুঃখাৎ মাঞ্চেমাংশ্চনরোত্তমান্!
অনাদিনিধনং যে ত্বামনুধ্যায়ন্তি বৈ নরাঃ।
তাংস্ত্বং পাসীত্যয়ং বাদঃ স গতো ব্যর্থতাং কথম্॥

সভাপর্ব ৭৯ অধ্যায় ২৩।২৪

তুমি সকলের ত্রাণকর্ত্তা, এইজন্য লোকে বিপদে পতিত হইলে উচ্চৈঃ-স্বরে তোমাকেই আহ্বান করে ও তোমারই স্মরণ করে। অতএব দেখিও যেন তোমার বিপদভঞ্জন নামে কলঙ্ক না হয়। পাণ্ডবেরা পরম ধর্ম্মশীল, ইহারা দুঃখ ভোগ করিবার উপযুক্ত নয়। হে কৃষ্ণ, তুমি ইহাদিগের প্রতি করুণা প্রদর্শন কর।

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য প্রভৃতি নীতিবিশারদগণের এখানে উপস্থিতিতে কেন এমন বিপদ উপস্থিত হইল! হে মহারাজ পাণ্ডু, তুমি কোথায় রহিয়াছ? বিপক্ষেরা তোমার নিরপরাধ পুত্রগণকে কপট দ্যূতে পরাজিত করিয়া নির্বাসিত করিতেছে। হে নাথ, এমন সময়ে কি তোমার ইহাদিগকে উপেক্ষা করা উচিত। হে বৎস সহদেব, তুমি নিবৃত্ত হও। কুপুত্রের ন্যায় আমাকে পরিত্যাগ করিও না। তোমাকে না দেখিলে আমি ক্ষণকালও জীবনধারণ করিতে পারিব না। যদিও তোমার ভ্রাতারা সকলে সত্যকেই পরম ধর্ম বিবেচনা করিয়া থাকে, এজন্য তাহারা বনে গমন করুক। তুমি আমার নিকটে থাকিয়া আমায় পরিত্রাণ কর। তাহা হইলে তুমি এইস্থানে থাকিয়াই অনুত্তম ধর্ম প্রাপ্ত হইবে।

পুত্রবৎসলা কুন্তী এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক অরণ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলে তখন বিদুর পাণ্ডবদিগের শোকে অত্যন্ত কাতর ও শোক-বিহ্বল হইয়া মহারাণী কুন্তীকে নানাপ্রকার আশ্বাস প্রদান করিয়া ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন। ধৃতরাষ্ট্রের পত্নীগণ দ্রৌপদীর বনগমন ও দ্যূত-সভায় দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কৌরব-দিগকে নিন্দা করিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

দ্রৌপদীকে সঙ্গে করিয়া পাণ্ডবগণ যখন বনে গমন করিতেছিলেন তখন দ্রৌপদী মহারাণী কুন্তীকে ও কৌরব-বধূগণকে যথাযথ বন্দনা-পূর্বক আলিঙ্গন করিয়া বনগমনে উদ্যুক্তা হইয়াছিলেন। তখন কৌরবান্তঃপুরে হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। কুন্তী বন-গমনোন্মুখী দ্রৌপদীকে দর্শন করিয়া শোকে অত্যন্ত বিহ্বলা হইয়া অতি-কষ্টে বলিয়াছিলেন—হে বৎসে, তুমি এই ঘোর বিপদে নিমগ্ন হইয়াও শোকমগ্না হইও না। রমণীগণের শীল, আচার ও স্ত্রীধর্মের বিশেষ

অভিজ্ঞান তোমার আছে—এইজন্য তোমাকে আমি তোমার ভর্ত্তৃগণের প্রতি কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ করা প্রয়োজন মনে করি না। হে সাধ্বী, তুমি সদ্‌গুণসম্পন্না হইয়া তোমার পিতৃকুল ও পতিকুলকে অলংকৃত করিয়াছ। হে অনঘে, কৌরবগণ সৌভাগ্যশালী, যেহেতু তাহারা তোমা কর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়া গেল না। আমি তোমার সর্বদা কল্যাণচিন্তায় নিমগ্ন থাকিব। আমার অনুধ্যানে পথে তোমার কোন ক্লেশ হইবে না। ভাগ্যবিপর্যয়বশতঃ ঘোর দুঃখ উপস্থিত হইলেও কুলস্ত্রীগণের মনে বিকার উৎপন্ন হয় না। তুমি তোমার ধর্মের দ্বারা রক্ষিত হইয়া শীঘ্রই কল্যাণ লাভ করিবে। হে দ্রৌপদী, এই সহদেব আমার কনিষ্ঠ পুত্র। বনে অবস্থানকালে তুমি সর্বদাই ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে, যেন এই দারুণ ব্যসনে সহদেব অবসন্ন না হয়। দ্রৌপদী যখন রজঃস্বলা অবস্থায় মুক্তকেশী হইয়া অনবরত শোকাশ্রু বিসর্জনপূর্বক বনে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন মহারাণী কুন্তীও দ্রৌপদীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন এবং পুত্রগণকে অত্যন্ত দুরবস্থা-যুক্ত দেখিয়া পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া বহু বিলাপ করিতে লাগিলেন। কুন্তী যখন এইরূপ বিলাপ করিতেছিলেন তখন পাণ্ডবগণ অভিবাদন ও প্রণাম করিয়া বনগমনে উদ্যুক্ত হইলেন। এই সময় মহামতি বিদুর পাণ্ডবগণকে বলিয়াছিলেন—হে পাণ্ডবগণ, আমার এই আর্য্যা কুন্তী রাজপুত্রী—ইনি বনগমন করিবার যোগ্যা নহেন, সুকুমারী, বৃদ্ধা এবং নিত্য সুখলালিতা, এই কল্যাণী কুন্তী আমার দ্বারা পরম সৎকৃতা হইয়া আমার বাড়ীতে তোমাদের এই বনবাসকালে অবস্থান করিবেন। তোমাদের এই বনবাসকালে মহারাণী কুন্তী আমার গৃহে অত্যন্ত পূজিতা হইয়া বাস করিবেন। হে পাণ্ডবগণ, তোমরা ইহা অবগত হও এবং তোমাদের সর্ববিষয়ে কল্যাণ হউক। তখন পাণ্ডবগণ বিদুরকে বলিয়াছিলেন—হে মহামতে, আপনি

আমাদের পিতৃব্য এবং পিতৃতুল্য। আমরাও আপনার অত্যন্ত অনুগত। আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিবেন তাহাই হইবে। আপনি আমাদের পরম গুরু। বিদুরের কথা অনুসারে মহারাণী কুন্তী পাণ্ডবগণের বনবাসকালে পর্যন্ত বিদুরের গৃহেই বিদুর কর্তৃক অত্যন্ত সুপূজিত হইয়া বাস করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন সন্ধি করিবার জন্য হস্তিনায় আগমন করেন তখন শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের গৃহেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং বিদুরের গৃহেই মহারাণী কুন্তীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কুন্তী পূর্ব হইতেই মহামতি বিদুরকে পরম বান্ধব মনে করিতেন এবং পাণ্ডবগণের বনবাসকালেও বিদুরের গৃহেই অবস্থান করেন। এইস্থলে বিবেচ্য এই যে মহারাণী কুন্তী সর্বস্ব হারাইয়া পিতৃগৃহে গমনের জন্য চিন্তা করেন নাই। মহারাণী কুন্তীর পিতৃগৃহ দ্বারকা তাঁহার বান্ধবগণে পরিপূর্ণ ও অতি সুসমৃদ্ধ এবং মহারাজ কুন্তিভোজের রাজ্যও কুন্তীর পিতৃগৃহও বটে। এই দুই স্থানেই যাইতে কুন্তী অভিলাষ করেন নাই কিন্তু পতিগৃহ হস্তিনাতেই দেবর বিদুরের গৃহে পূজিতা হইয়া অবস্থিতি করেন। কুন্তীর বিদুরের গৃহে এই অবস্থান প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর। পাণ্ডবগণের ১২ বৎসর বনবাস এক বৎসর অজ্ঞাতবাস—তার পরেও কিছুদিন কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে কৌরবদের বিনাশ না হওয়া পর্যন্ত বিদুরের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার একটি বিশেষ আদর্শ। বিবাহের পর কন্যা পতিগৃহ পরিত্যাগ করিয়া বিশেষ প্রয়োজনেও পিতৃগৃহে গমন সঙ্গত মনে করেন না। বিবাহিতা কন্যার পতিগৃহ পরিত্যাগপূর্বক পিতৃগৃহে গমন ভারতীয় আদর্শের বিপরীত। যেমন ভগবতী সীতা অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া কখনও মিথিলাতে গমন করেন নাই। মহারাণী গান্ধারীও কোনদিন গান্ধার রাজ্যে গমন করেন নাই। ইঁহারা যে পিতৃগৃহে গমন করিতেন না, এইজন্য পিতৃগৃহের সহিত ইঁহাদের

সৌহার্দ্য কম ছিল না। মহারাণী কুন্তীর জন্য মহারাজ কুন্তিভোজ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে সম্মিলিত হইয়া সপুত্রবলবাহন বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই কুন্তীর সম্বন্ধ স্মরণ করিয়াই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, মহাবীর সাত্যকি চেকিতান ভারতযুদ্ধে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। মহারাণী দ্রৌপদীর সম্বন্ধ স্মরণ করিয়াই মহারাজ দ্রুপদ ভারতযুদ্ধে সম্মিলিত হইয়া সপুত্রপৌত্র নিহত হইয়াছিলেন। কন্যার প্রতি এতাদৃশ সৌহার্দ্য ও অনুরাগ কোথাও দেখা যায় না। অথচ ইঁহারা বিবাহের পর কেহই পতিগৃহ হইতে পিতৃগৃহে গমন করেন নাই।

সভাপর্বের পরে অরণ্যপর্ব ও তাহার পর বিরাট পর্ব। এই উভয় পর্বেই কুন্তীর কোন বিশেষ প্রসঙ্গ নাই। কিন্তু বিরাটপর্বের পরে পাণ্ডবগণ তাঁহাদের প্রতিজ্ঞাত কাল উত্তীর্ণ হইয়া বন্ধুবান্ধবগণের সহিত বিরাট রাজ্যেই উপপ্লব্য নগরীতে সম্মিলিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের হৃত রাজ্যের উদ্ধারের জন্য পরামর্শ করিয়াছিলেন। এই বিষয় উদ্যোগপর্বে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমতঃ মহারাজ দ্রুপদের পুরোহিত হস্তিনাতে যাইয়া ধৃতরাষ্ট্র, ভীম প্রভৃতিকে পাণ্ডবগণের প্রাপ্য রাজ্যার্দ্ধ প্রত্যর্পণ করিতে বলিয়াছিলেন। তদনুসারে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মহামতি সঞ্জয়কে পাণ্ডবগণের সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সঞ্জয় উপস্থিত হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তাহাতে ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় এই ছিল যে যদিও পাণ্ডবগণের প্রতিজ্ঞাত কাল উত্তীর্ণ হইয়াছে, তথাপি রাজ্যার্দ্ধের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ধার্মিক পাণ্ডবগণের নিতান্ত অসংগত। কারণ, এই যুদ্ধে জ্ঞাতিক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এতাদৃশ পাপকার্যে কিছুতেই প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়। এজন্য পাণ্ডবগণ রাজ্যার্দ্ধের আশা পরিত্যাগ করিয়া যেরূপ বনবাসে থাকিয়া জীবনের সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছেন সেইরূপেই জীবনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করুন। ফলকথা—ধৃতরাষ্ট্রের

বিশেষ বক্তব্য এই—রাজ্যার্দ্ধ পাণ্ডবগণকে প্রত্যর্পণ করা হইবে না এবং ধার্মিক পাণ্ডবগণের রাজ্য লাভের জন্য যুদ্ধ করাও অতি অসঙ্গত। সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবগণের অভিপ্রায় অনুসারে—পাণ্ডবগণের প্রাপ্য পৈতৃক রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিয়া কৌরবগণের সন্ধি স্থাপন করা উচিত। অন্যথা যুদ্ধ অনিবার্য হইবে। এই ঘোরতর যুদ্ধে পৃথিবী ক্ষয় হইয়া যাইবে। সুতরাং এই ঘোর লোমহর্ষণ মহাযুদ্ধ নিবৃত্ত করিবার জন্য পাণ্ডবগণের পৈতৃক রাজ্যার্দ্ধ তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করা কৌরবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য—এই সমস্ত কথা বলিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিরাট-রাজ্যের উপপ্লব্য নগরী হইতে পাণ্ডবপক্ষীয়গণের পরামর্শ অনুসারে সন্ধির প্রস্তাব লইয়া হস্তিনা নগরীতে উপনীত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ কৌরবসভায় উপনীত হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রাদির সহিত সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপনপূর্বক তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহামতি বিদুরের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। হস্তিনাতে বিদুরের গৃহ ভিন্ন অন্য কোন স্থানে আতিথ্য স্বীকার করা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গত মনে করেন নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের গৃহে গমন করিলে বিদুর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত ভগবানের স্বাগত সৎকার প্রভৃতি করিয়াছিলেন। ভগবান্ বিদুরের গৃহে গমন করিলে বিদুর যে কিরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহারও বিশেষ বিবরণ আমার "মহামতি বিদুর" পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছি।

বিদুর শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া পাণ্ডবগণের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করিয়া তাহাদের নানাবিধ কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিদুরকে উপযুক্ত সম্ভাষণ জানাইয়া পরে পিতৃস্বসা কুন্তীর নিকটে গমন করিয়াছিলেন। এই পর্বের নাম ভগবদ্‌যান পর্ব। ইহা উদ্যোগপর্বের অন্তর্গত। উদ্যোগপর্বে ৮৯।৯০ অধ্যায়ে কুন্তীর সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিশিষ্ট সংবাদ বর্ণিত হইয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়

কৃষ্ণ-কুন্তী সম্ভাষণ

কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া পুত্রবৎসলা কুন্তী স্বীয় তনয়গণের একমাত্র সহায় যদুকুলতিলক বাসুদেবকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ ধারণপূর্বক স্বীয় পুত্রগণের নাম পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরে কুন্তী কৃষ্ণের যথাবিধি আতিথ্য সমাপন করিয়া বাষ্প-গদ্‌গদ বচনে ম্লানমুখে কহিতে লাগিলেন—"হে কেশব, যাহারা বাল্যাবধি গুরুশুশ্রূষায় একান্ত নিরত, যাহাদের পরস্পর সৌহার্দ্য কখনও বিনষ্ট হয় না, যাহাদিগের চিত্তবৃত্তি বিভিন্ন নহে, যাহারা শত্রু-গণের শঠতায় রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া নির্জন বনে গমন করিয়াছিল, ক্রোধ ও হর্ষ যাহাদের বশীভূত, আমি তাহাদের জন্য রোদন করিতে থাকিলেও আমাকে পরিত্যাগপূর্বক আমার হৃদয় লইয়া তাহারা বনে গমন করিয়াছে। সেই দেবপরায়ণ, সত্যবাদী পাণ্ডবগণ কিরূপে সিংহ, ব্যাঘ্র সমাকুল অরণ্যে বাস করিতেছে। হায়, তাহারা বাল্যকালেই পিতৃহীন হইয়াছে, কেবল আমিই তাহাদিগকে লালনপালন করিয়াছি। তাহারা বাল্যাবধি শঙ্খ, দুন্দুভি, মৃদঙ্গ ও বেণুর নিনাদ শ্রবণ করিয়া নিদ্রা হইতে উত্থিত হইত। ব্রাহ্মণগণ পুণ্যাহ ঘোষণা দ্বারা এই সময়ে তাহাদের স্তব করিতেন। তাহারা বিবিধ বস্ত্র অলংকার ও রত্ন দ্বারা ব্রাহ্মণগণের অর্চনা করিত। হা বিধাতঃ, যাহারা পূর্বে প্রাসাদে শ্রেষ্ঠতম শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইত এবং মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের স্তুতিগীতি শ্রবণে জাগরিত হইত, তাহারা বনমধ্যে ক্রূর শ্বাপদগণের ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিয়া কিরূপে নিদ্রিত হইত? সেই মহাত্মারা মহারণ্যে হিংস্র শ্বাপদগণের চীৎকার শ্রবণে কিরূপে জাগরিত হইত?

যে মহাত্মা একান্ত সত্যপরায়ণ, লজ্জাশীল, দয়াপর ও কামক্রোধাদি যাহার বশীভূত, যে ধর্মাত্মা সর্বদা সাধুগণের পথে গমন করিয়া থাকেন এবং অম্বরীষ, মান্ধাতা, যযাতি, নহুষ, ভরত, শিবি, দিলীপ প্রভৃতি পূর্ব্বভূপতিগণের ভার বহন করিয়া আসিতেছেন, যে ধর্মজ্ঞ শাস্ত্রপ্রভাবে সমুদয় কৌরব হইতে শ্রেষ্ঠ এবং ত্রৈলোক্যের আধিপত্য লাভের উপযুক্ত পাত্র, সেই বিশুদ্ধ-কাঞ্চনবর্ণ, দীর্ঘবাহু, অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির এখন কেমন আছে ?

যে সুকুমার-অঙ্গ যুবা সর্বভূতে দয়াবান্, লজ্জাশীল, অস্ত্রকোবিদ, ধার্মিক, সভ্য, ভ্রাতৃগণের শুশ্রূষু ও আমার একান্ত প্রিয়, অন্যান্য পাণ্ডবগণ সতত যাহার চরিত্রের প্রশংসা করিয়া থাকে, যে যুবা সতত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুসরণ করে, সেই মাদ্রী-নন্দন সহদেব কেমন আছে ?

যে প্রিয়দর্শন যুবা ভ্রাতৃগণের বহিশ্চর প্রাণস্বরূপ ও চিত্রযুদ্ধে অতিশয় নিপুণ, আমি যাহাকে বাল্যাবধি অতি যত্নে পালন করিয়াছি সেই সুকুমার-কলেবর নকুলের কুশল তো ? হায় ! আর কি তাহাকে দেখিব। কি আশ্চর্য ! যে নকুলকে চক্ষুর পলক-পতন-কালে না দেখিয়া অধৈর্য হইতাম, বহুদিন তাহাকে না দেখিয়া জীবিত রহিয়াছি !

হে জনার্দন, কুলীনা, অসামান্যা রূপগুণসম্পন্না, দ্রুপদনন্দিনী আমার পুত্রগণ অপেক্ষাও প্রিয়তর সে পুত্রগণের সহিত বাস অপেক্ষা পতি-সহবাস শ্লাঘ্য মনে করিয়া প্রিয় পুত্রগণকে ত্যাগ করিয়া পতিগণের সহিত অরণ্যে গমন করিয়াছিল। সেই মহাবংশপ্রসূতা কল্যাণী দ্রৌপদী এখন কেমন আছে ? হায়, সেই পতিপরায়ণা দ্রুপদতনয়া অগ্নিতুল্য প্রতাপশালী পঞ্চ পতি সমভিব্যাহারে থাকিয়াও দুঃখভোগ করিতেছে। আমি সেই পুত্রশোকপরিক্লিষ্টা, সত্যবাদিনী, দ্রৌপদীকে আজ প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর অবলোকন করি নাই। যখন তাদৃশী পুণ্য-

শীলা দ্রুপদনন্দিনী সুখসম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে মনুষ্য পুণ্য কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা সুখভোগ করিতে সমর্থ হয় না।

হে কৃষ্ণ, যেদিন দ্রৌপদীকে সভামধ্যে দেখিয়াছি সেইদিন অবধি কি তুমি, কি অর্জ্জুন, কি ভীম, কি নকুল, কি সহদেব কাহাকেও আমার প্রিয় বলিয়া বোধ হয় না। স্ত্রীধর্ম্মিণী দ্রৌপদীকে ক্রোধ-লোভপরায়ণ দুষ্টগণ কর্ত্তৃক সভামধ্যে শ্বশুরসমীপে আনীতা অবলোকন করিয়া যেরূপ দুঃখ পাইয়াছি, জীবনে আর কখনও সে রূপ দুঃখ ভোগ করি নাই। সেই দ্যূতসভামধ্যে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, বাহ্লীক, সোমদত্ত ও সমুদয় কৌরবগণ নিতান্ত নির্বিঘ্নচিত্তে একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে অবলোকন করিয়াছিলেন। আমার মতে সেই সভাস্থ সমুদয় লোকের মধ্যে বিদুরই পূজ্যতম। কারণ, সেই সময় বিদুর সভামধ্যে দ্রৌপদীকে দর্শন করিয়া হাহাকার করিয়া আর্ত্তনাদপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—'এত-দন্তাস্ত ভরতাঃ যত্র কৃষ্ণা সভাঙ্গতা'। লোকে সৎ স্বভাবের দ্বারা যেরূপ মান্য হইতে পারে ধন ও বিদ্যা দ্বারা তদ্রূপ হইতে পারে না। সেই অগাধবুদ্ধিসম্পন্ন, অতি গম্ভীরপ্রকৃতি মহাত্মা বিদুরের স্বভাব সমস্ত লোককে অতিক্রম করিয়া দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

এইরূপে কুন্তী কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া শোকে ও আনন্দে যুগপৎ অভিভূত হইয়া নানাবিধ দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন—"হে অরাতিনিপাতন জনার্দ্দন, যে সমুদয় পূর্ব্বতন নিন্দনীয় নরপতিগণ অক্ষক্রীড়া ও মৃগবধ করিয়াছেন তাঁহাদের কি সেজন্য সুখবোধ হইয়াছিল? দ্যূতসভামধ্যে কুরুগণ সমক্ষে দ্রৌপদী অবমানিতা হওয়াতে আমার হৃদয় যেরূপ দগ্ধ হইতেছে বোধ হয় মৃত্যুতেও সেইরূপ হয় না। আমি পুত্রগণের নির্বাসন, প্রব্রজ্যা, অজ্ঞাতবাস ও রাজ্যাপহরণ প্রভৃতি নানাবিধ দুঃখে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। দুর্য্যোধন আমাকে ও

আমার পুত্রগণকে এই চতুর্দ্দশ বৎসর অপমান করিতেছে, ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি আছে? কিন্তু এইরূপ কথিত আছে যে দুঃখ ভোগ করিলে পাপক্ষয় হয় ও পরে পুণ্যফলে সুখভোগ হইয়া থাকে। অতএব এক্ষণে আমরা দুঃখভোগ করিয়া পাপ ক্ষয় করিতেছি পরে সুখ সম্ভোগ করিব তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণকে কখনও বিভিন্ন জ্ঞান করি নাই। সেই পুণ্যফলে তোমাকে পাণ্ডবগণ সমভিব্যাহারে সমুদয় শত্রুগণ বিনাশ করিয়া মহাসংগ্রাম হইতে বিমুক্ত হইতে দেখিব। শত্রুগণ কখনই তোমাদিগকে পরাজিত করিতে পারিবে না।

আজ আমি নিজেকে ও দুর্যোধনকে নিন্দা না করিয়া আমার পিতাকেই নিন্দা করিতেছি। কেননা যেমন কোন দাতা ব্যক্তি অনায়াসেই স্বীয় ধন অন্যকে প্রদান করে, সেইরূপ আমার পিতা অক্লেশেই আমাকে মহারাজ কুন্তিভোজের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। আমি যখন বাল্যাবস্থায় কন্দুক হাতে লইয়া ক্রীড়া করিতাম, সেই সময় পিতা আমাকে কুন্তিভোজের হস্তে প্রদান করেন। হায় আমার কি দুরদৃষ্ট! আমি শৈশবে পিতৃকর্ত্তৃক ও এক্ষণে শ্বশুরগণ কর্ত্তৃক অবমানিতা হইয়া জীবনধারণ করিতেছি। আমার জীবনে কিছুমাত্র ফল নাই।

হে জনার্দ্দন, অর্জ্জুনের জন্মদিনে রাত্রিতে আমি এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়াছিলাম যে "হে কুন্তি, তোমার এই পুত্র সমুদয় পৃথিবী জয় করিবে, ইহার যশ আকাশ স্পর্শ করিবে। এই মহাত্মা মহাযুদ্ধে কৌরবগণকে পরাজয় করিয়া রাজ্যলাভ করিবে এবং ভ্রাতৃগণের সহিত তিনটি অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিবে"; আমি দৈববাণীর নিন্দা করিতেছি না। আমি ভগবান্ ধর্ম্ম ও মহাত্মা কৃষ্ণকে নমস্কার করি। ধর্ম্মই লোকগণকে ধারণ করিতেছেন। হে কৃষ্ণ, যদি ধর্ম্ম থাকেন, যদি

দৈববাণী যথার্থ হয় এবং যদি তুমি সত্য হও তাহা হইলে অবশ্যই আমার সমুদয় অভিলাষ সম্পাদন করিবে। হে মাধব, আমি পুত্রগণের অদর্শনে যেরূপ শোকাবিষ্ট হইয়াছি, বৈধব্য, অর্থনাশ ও জ্ঞাতিগণের শত্রুতায় তাদৃশী শোকাকুলা হই নাই। আজ ১৪ বৎসর হইল আমি, ধর্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির, সর্বাস্ত্রবৃত অর্জুন, মহাবীর ভীমসেন ও মাদ্রী-কুমার-দ্বয়কে অবলোকন করি নাই। আমার শান্তি কোথায়? মানবগণ মৃত হইয়াছে বলিয়া মৃত অদর্শনপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। তদনুসারে পাণ্ডবগণ আমার পক্ষে ও আমি পাণ্ডবগণের পক্ষে মৃত হইয়াছি। যাহা হউক তুমি যুধিষ্ঠিরকে অবশ্য বলিবে সে যেন তাহার বাক্য মিথ্যা না করে, তাহা হইলে তাহার ধর্মনাশ হইবে। যে নারী পরের অন্ন ভোজন করিয়া জীবনধারণ করে তাহাকে ধিক্। দীনতা অবলম্বনপূর্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে মহতী অপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হয়। হে কেশব, তুমি বৃকোদর ও ধনঞ্জয়কে কহিবে ক্ষত্রিয়রমণীগণ যেজন্য গর্ভ ধারণ করে তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে—যদর্থং ক্ষত্রিয়া সূতে তস্য কালোয়মাগতঃ (মহারাণী কুন্তীর হৃদয়ে কিরূপে দুর্দ্ধারণীয় ক্ষাত্রতেজ নিহিত ছিল এই উক্তিটি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কুন্তীর এই অসাধারণ ক্ষাত্রতেজের সম্বন্ধে পরে আরও বহু কথা বলা হইবে।) হে পাণ্ডবগণ, যদি তোমরা ইহার বিপরীতাচরণ কর তাহা হইলে অতি নৃশংস কর্মের অনুষ্ঠান করা হইবে। ক্ষত্রিয়রমণীর গর্ভধারণক্লেশ মাত্র ক্লেশেই পর্যবসিত হইবে। পাণ্ডবেরা যদি এইরূপ নৃশংস কার্যের অনুষ্ঠান করে, তবে আমি তাহাদিগকে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিব। সময়ানুসারে প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়। হে কৃষ্ণ, তুমি ক্ষত্রিয়ধর্মনিরত মাদ্রীপুত্রদ্বয়কে কহিবে—তোমরা বিক্রমার্জিত সম্পত্তি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করিও। বিক্রমাধিগত অর্থই ক্ষত্রিয়ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকে। হে

বাসুদেব, তুমি অর্জুনকে অবশ্য বলিবে—হে অর্জুন, তুমি দ্রৌপদীর মতানুসারে কার্য কর। অর্জুন যাহাতে দ্রৌপদীর মতানুসারে কার্য করে তুমি অর্জুনকে সেইরূপ অনুরোধ করিও। হে গোবিন্দ, তুমি বিলক্ষণ অবগত যে ভীম ও অর্জুন ক্রুদ্ধ হইলে দেবগণকে সংহার করিতে পারে। দুরাত্মা দুর্যোধন যে দ্যূতসভামধ্যে দ্রৌপদীকে আনয়ন করিয়াছিল এবং দুঃশাসন ও কর্ণ দ্রৌপদীকে যে কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল তাহা ভীম ও অর্জুনের পক্ষে নিতান্ত অপমানের বিষয় হইয়াছে। দুর্যোধন কৌরবগণের সমক্ষে মনস্বী ভীমসেনকে উপহাস করিয়াছিল, দুর্যোধন এই উপহাসের ফল অচিরাৎ প্রাপ্ত হইবে। ভীমের অন্তঃকরণে বৈরানল একবার প্রজ্বলিত হইলে শত্রু বিনাশ না করিয়া তাহা কখনও প্রশান্তভাব অবলম্বন করে না। হে বাসুদেব, ক্ষত্রধর্মনিরতা, দ্রুপদনন্দিনী সনাথা হইয়াও অনাথার ন্যায় রজঃস্বলা অবস্থায় সভামধ্যে আনীতা হইয়া বিবিধ পরুষ-বাক্য শ্রবণ করিয়াছিল বলিয়া আমি যেরূপ দুঃখিত হইয়াছি, দ্যূতে পরাজয়, রাজ্যাহরণ ও পুত্রগণের নির্বাসনে তাদৃশ দুঃখিত হই নাই। আমি পুত্রবতী, তুমি, বলদেব ও মহারথ প্রদ্যুম্ন আমার সহায়, ভীমার্জুনও অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে—হায়, তথাপি আমাকে এতাদৃশ দুঃসহ দুঃখভোগ করিতে হইল!"

কুন্তীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ পুত্রশোক পরিক্লিষ্টা পিতৃষ্বসাকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক বলিতে লাগিলেন—"হে পিতৃষ্বসা, আপনার তুল্য মহিলা লোকমধ্যে আর কে আছে। আপনি মহারাজ শূরসেনের দুহিতা, এক্ষণে আজমীঢ় (কুরু) কুলে প্রদত্তা হইয়াছেন। আপনার ভর্তা সতত আপনার সম্মান করিতেন। আপনি বীরমাতা ও বীরপত্নী এবং সর্বগুণসম্পন্না। ঘটনাক্রমে আপনার সদৃশ কামিনীগণকেও কখনো দুঃখভোগ করিতে হয়। পাণ্ডবগণ নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্রোধ, হর্ষ, ক্ষুধা,

পিপাসা, হিম-রৌদ্রকে পরাজয় করিয়া বীরোচিত সুখে নিরত রহিয়াছে। তাহারা ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করিয়া বীরোচিত সুখসম্ভোগে সন্তুষ্ট আছে। সেই মহাবলপরাক্রান্ত, মহোৎসাহসম্পন্ন বীরগণ কখনো অল্পে সন্তুষ্ট হইবে না। বীর ব্যক্তিরা হয় অতিশয় ক্লেশ, না হয় অত্যুৎকৃষ্ট সুখভোগ করিয়া থাকে। আর ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ মধ্যবিত্ত অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে। এই মধ্যবিত্ত অবস্থাই দুঃখের আকর। রাজ্যলাভ বা বনবাস বীর পুরুষের সুখের নিদান। পাণ্ডবগণ মহাবীর, এইজন্যই তাহারা মধ্যবিত্ত অবস্থায় সন্তুষ্ট হয় নাই। দ্রৌপদীর সহিত যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা আপনাকে অভিবাদনপূর্বক তাহাদের নিজেদের কুশলবার্ত্তা নিবেদন করিয়া আপনার অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আপনি অচিরাৎ পাণ্ডবদিগকে শত্রু বিনাশ করিয়া সকল লোকের আধিপত্য ও অতুল ঐশ্বর্য ভোগ করিতে দেখিবেন।"

পুত্রশোকসন্তপ্তা কুন্তী কৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপে আশ্বাসিতা হইয়া শোক সম্বরণপূর্বক কহিতে লাগিলেন—"হে মধুসূদন, তুমি যাহা যাহা পাণ্ডবগণের হিতকর বলিয়া মনে করিবে ধর্মের অব্যাঘাতে অকপটে তৎসমুদয় বিষয়ে অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হইবে। হে কৃষ্ণ, আমি তোমার ব্যবস্থা, মিত্রবুদ্ধি, বিক্রম এবং প্রভাব বিলক্ষণ অবগত আছি। তুমি আমাদের কুলে ধর্মস্বরূপ, সত্যস্বরূপ ও তপঃস্বরূপ। তুমি মহান্ এবং তুমি ব্রহ্ম। তোমাতে সমুদয় প্রতিষ্ঠিত আছে, তুমি যাহা যাহা কহিবে তৎসমুদয়ই সত্য হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।" অনন্তর মহাত্মা গোবিন্দ কুন্তীকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া বিদুরের গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দুর্যোধনের গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

অনন্তর দুর্যোধন-সভায় গমন করিয়া তাহাদের সহিত নানাবিধ বাক্যালাপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আবার বিদুরের গৃহে আগমন করিলেন। এইখানে অপূর্ব বিদুর-কৃষ্ণ সংবাদ বিবৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের

গৃহে ভোজন সমাপ্ত করিয়া বিদুরের সহিত একগৃহে রাত্রিকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অনন্তর প্রভাতকালে বিদুরকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনার মন্ত্রণাসভাতে গমন করেন। এই মন্ত্রণাসভাতে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবগণের সন্ধিস্থাপন করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সেই সন্ধিসভায় সম্মিলিত মহর্ষিগণও এই সন্ধির সমর্থন করিয়াছিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী ইঁহারা সকলেই দুর্যোধনকে সন্ধি করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। সভাস্থ সমস্ত সভ্যগণের অনুরোধ সত্ত্বেও দুর্যোধন সম্পূর্ণভাবে সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া যুদ্ধের জন্য উদ্যুক্ত হইলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ সন্ধিসভাতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া কৌরবগণের নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ করেন। অনন্তর ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও বিদুর প্রভৃতি কুরুপক্ষীয়গণ সভাগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া কৃষ্ণের অনুগমন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পিতৃস্বসা কুন্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পুনরায় বিদুরের গৃহে আগমন করেন। এই সময় কৃষ্ণের অনুগামী অন্যান্য কৌরবগণও তথায় দণ্ডায়মান হইয়া কৃষ্ণ-কুন্তী সংবাদ শ্রবণ করিতেছিলেন।

কৃষ্ণ-কুন্তী সংবাদ

শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীর নিকট গমন করিয়া কুন্তীকে অভিবাদন করিলেন এবং কৌরবসভামধ্যে যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল সংক্ষেপে সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণ কহিলেন, 'হে দেবি, আমি ও ঋষিগণ—আমরা সকলেই দুর্যোধনকে সন্ধি করিবার জন্য বহুবিধ হেতুযুক্ত বাক্য কহিয়াছিলাম। কিন্তু দুর্যোধন তাহা গ্রহণ করিল না। ইহাতে বুঝিতে পারা যাইতেছে—দুর্যোধন ও তাহার অনুগামিগণের শেষ দশা উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আপনাকে অভিবাদন করিয়া আমি এক্ষণে পাণ্ডবগণের নিকট গমন করিব।

যদি পাণ্ডবগণের প্রতি আপনার কিছু বক্তব্য থাকে তাহা বলুন, আমি তাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষী।' কুন্তী কহিলেন, 'হে কেশব, ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিবে যে—হে পুত্র, তোমার পৃথিবীপালনজনিত প্রচুর ধর্ম বিনষ্ট হইতেছে। অতএব আর স্বীয় ধর্ম নষ্ট করিও না। যেমন বেদার্থজ্ঞানশূন্য বেদাধ্যায়ী ব্যক্তির বুদ্ধি নিরন্তর কেবল বেদাধ্যয়নে কলুষিত হয়, সেইরূপ তোমার বুদ্ধি ধর্মানুষ্ঠানে অভিভূত হইয়া কেবল ধর্মের দিকেই ধাবমান হইতেছে। হে পুত্র, ভগবান্ ব্রহ্মা যেপ্রকার ধর্মের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। ব্রহ্মা ক্রূরকর্ম বিগ্রহ দ্বারা প্রজাগণকে প্রতিপালন করিবার জন্য স্বীয় বাহু হইতে বাহুবীর্যোপজীবী ক্ষত্রিয়গণকে উৎপন্ন করিয়াছেন। আমি বৃদ্ধগণের নিকট এ বিষয়ের একটি বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে তুমি তাহা শ্রবণ কর। পূর্বকালে কুবের প্রীত হইয়া রাজর্ষি মুচুকুন্দকে এই পৃথিবী প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু মুচুকুন্দ নিজ ভুজবলে অর্জিত রাজ্য ভোগ করিবার বাসনায় কুবেরের দান গ্রহণ করেন নাই। তাহা দেখিয়া কুবের অধিকতর প্রীত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। অনন্তর রাজর্ষি মুচুকুন্দ ক্ষত্রধর্ম অনুসারে বাহুবল-উপার্জিত বসুন্ধরা শাসন করিয়াছিলেন। হে পুত্র, রাজা কর্তৃক সুরক্ষিত প্রজাগণ যে ধর্ম উপার্জন করে, রাজা তাহার চতুর্থ ভাগ প্রাপ্ত হন। রাজা নিজে যে ধর্ম উপার্জন করেন তাহা তাঁহার দেবত্ব লাভের কারণ হয়। আর রাজা নিজে অধর্ম আচরণ করিলে নরকগামী হইয়া থাকেন। রাজা কর্তৃক প্রযুক্ত দণ্ডনীতি চারি বর্ণকে স্ব স্ব ধর্মে নিয়োজিত করিয়া রাখে। যখন রাজা অখণ্ড দণ্ডনীতি অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব কার্য সম্পন্ন করেন তখন সর্বোত্তম সত্যযুগ প্রবর্তিত হয়। হে পুত্র, সময়ের গুণবিশেষে রাজার উৎপত্তি হয়, অথবা, রাজা হইতে সময়বিশেষ উৎপন্ন হয়—এইরূপ সংশয় করিও না। কারণ, রাজাই

বিশেষ বিশেষ কাল প্রবর্ত্তন করে। রাজাই সত্যযুগের স্রষ্টা, রাজাই ত্রেতাযুগের প্রবর্ত্তক, রাজাই দ্বাপরযুগের নিদান এবং রাজাই কলিযুগের কারণ। যে রাজা সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত করেন তিনিও অখণ্ড স্বর্গভোগ করিয়া থাকেন। ত্রেতাযুগের প্রবর্ত্তক রাজা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ উনস্বর্গ ভোগে সমর্থ হন। যিনি দ্বাপরযুগের সৃষ্টি করেন তিনি স্বর্গফলের অর্দ্ধ ভোগ করিতে পারেন, কিন্তু কলিযুগের প্রবর্ত্তক রাজা সম্পূর্ণ পাপ ভোগ করিয়া থাকেন। দুষ্কর্মা চিরকাল নরকে বাস করে এবং রাজদোষে জগৎকে ও রাজাকে পাপভাগী হইতে হয়। অতএব যুধিষ্ঠির তুমি পিতৃপিতামহাদি পরম্পরাগত রাজধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তুমি যেরূপে অবস্থান করিতে অভিলাষ করিতেছ তাহা রাজর্ষিদিগের ধর্ম্ম নয়। দুর্বল ও দয়ালু রাজা প্রজাপালনসম্ভূত কিছুমাত্র ফললাভ করিতে পারেন না। তুমি এক্ষণে যেরূপ আচরণ করিতেছ তাহা কি আমি, কি পাণ্ডু, কি তোমার পিতামহ, কি তোমার পূর্বপুরুষগণ আমরা, কেহই তোমাকে এইরূপ আশীর্বাদ করি নাই। আমি তোমাকে প্রতিনিয়ত এই আশীর্বাদ করিয়াছি যে তুমি যজ্ঞ, দান, তপস্যা অনুষ্ঠান করিও এবং শৌর্য, প্রজ্ঞা, সন্তান, মাহাত্ম্য, বল ও তেজ লাভ করিবে। মনুষ্য কর্ত্তৃক দেবতা সম্যক্ আরাধিত হইলে ইহলোকে দীর্ঘ আয়ু, ধন ও পুত্র এবং পরলোকে উত্তম স্বর্গ প্রদান করেন। পিতা মাতা ও দেবগণ পুত্রের নিকট হইতে নিরন্তর দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও প্রজাপালন অভিলাষ করিয়া থাকেন। হে যুধিষ্ঠির, আমি যাহা বলিলাম তাহা ধর্ম্মযুক্ত কি অধর্ম্মযুক্ত তাহা জানি না, কিন্তু ইহাই ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ক্ষত্রিয়ের আচরণ বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম করিবে। দেখ, তোমরা বেদজ্ঞ ও সৎকুলজাত হইয়াও জীবিকার অভাবে নিতান্ত ক্লিষ্ট হইতেছ। হে পুত্র, ক্ষুধিত মনুষ্যগণ দানশীল, শৌর্যশালী ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইয়া যে আনন্দলাভ করে, ইহা অপেক্ষা

অধিক ধর্ম কি হইতে পারে? দান দ্বারা একপ্রকার, বল দ্বারা একপ্রকার আর সত্য বাক্য দ্বারা আর একপ্রকার ধর্ম উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু ধার্মিক ব্যক্তি রাজ্যলাভ করিলে সকলপ্রকার ধর্মই লাভ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন, ক্ষত্রিয় প্রজাপালন, বৈশ্য ধন উপার্জ্জন ও শূদ্র তাঁহাদিগের সেবা করিবেন। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন তোমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। আর কৃষিকর্ম করাও তোমাদের পক্ষে উপযুক্ত নয়। তোমরা ক্ষত্রিয়, প্রজাগণকে আপদ হইতে পরিত্রাণ করাই তোমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য এবং বাহুবীর্যই তোমাদের জীবিকা। অতএব সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড বা নীতির দ্বারাই অপহৃত পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার কর। আমি তোমাদিগকে প্রসব করিয়া নিরাশ্রয় ও পরপিণ্ডপ্রত্যাশী হইয়া রহিলাম। ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি আছে? হে পুত্র, রাজধর্ম অনুসারে যুদ্ধ কর, পিতামহগণের নাম লোপ করিও না এবং তুমি নিজেও ক্ষীণপুণ্য হইয়া অনুজগণের সহিত নরকগামী হইও না।’

নবম অধ্যায়
বিদুলানুশাসন

পাণ্ডবগণ দ্যূতক্রীড়াতে হৃতরাজ্য হইয়া ত্রয়োদশ বৎসরের জন্য নির্বাসিত হইলে এই সুদীর্ঘকাল মহারাণী কুন্তী তাঁহার পিতৃকুলে গমন না করিয়া তাঁহার পতিকুলেই মহামতি বিদুরের আশ্রয়ে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। মহারাণী কুন্তীর হৃদয়ে দারুণ ক্ষাত্রতেজ নিরুদ্ধ অবস্থায় ত্রয়োদশ বৎসর তাঁহাকে দগ্ধ করিতেছিল। দীর্ঘদিনের পর পাণ্ডবগণের ঘোর অপমান দর্শন করিয়া কুন্তীর হৃদয়ে যে দুর্বার ক্ষাত্রতেজ সম্ভূত হইয়াছিল আজ কৃষ্ণকে দেখিয়া সেই নিরুদ্ধ তেজ হৃদয়কন্দর বিদীর্ণ করিয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত কুন্তীর হৃদয়ের জ্বালা বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আর এজন্য পাণ্ডবদিগকে কিছু বলিবার জন্য কৃষ্ণ যখন কুন্তীকে বলিয়াছিলেন তখন সেই সুযোগ পাইয়া কুন্তীর হৃদয়ের দারুণ জ্বালা বিদুলার অনুশাসনরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মহামনস্বিনী মহারাণী বিদুলার একমাত্র পুত্র সঞ্জয় যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অতি দীন মনে যখন রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিল তখন পুত্র সঞ্জয়কে শত্রুর বিরুদ্ধে উদ্দীপ্ত করিবার জন্য মহারাণী বিদুলা স্বীয় পুত্র সঞ্জয়কে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই 'বিদুলানুশাসন' নামে প্রখ্যাত। ক্ষত্রিয়ের তেজোবর্দ্ধক বাক্যাবলী যাহা বিদুলা বলিয়াছিলেন তাহা সুবিশাল ভারতভূমির অধিবাসিগণের মধ্যে একমাত্র মহারাণী কুন্তীর হৃদয়েই দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন ছিল। বিদুলার এই তেজোবর্দ্ধক বাক্যরাশি ভারতীয় মনীষিগণের মধ্যে একমাত্র মহারাণী কুন্তীর হৃদয়েই সম্পূর্ণ জাগ্রত ছিল। আজ বিদুলার অনুশাসনচ্ছলে কুন্তী নিজের হৃদয়ের দারুণ জ্বালা কৃষ্ণের

নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন। কুন্তীর এই পরম উৎসাহবর্দ্ধক এবং তীব্র জ্বালাময়ী বাণী এইস্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি। বিদুলার বাক্য-চ্ছলে কুন্তী যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সমস্তই মহারাণী কুন্তীর হৃদয়ের দ্বারা অনুজ্ঞাত। পাঠকপাঠিকাবর্গ এই বিদুলানুশাসন পাঠ করিবার সময় প্রত্যেকটি কথাই কুন্তীর হৃদয়ের উক্তি বলিয়া চিন্তা করিলে মহারাণী কুন্তীর হৃদয়ের অবস্থা, তাঁহার প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

মহাভারতের উদ্যোগপর্বে ১৩৩ অধ্যায় হইতে ১৩৬ অধ্যায় পর্যন্ত চারিটি অধ্যায়ে বিদুলার অনুশাসন বিবৃত হইয়াছে। এই বিদুলার অনুশাসন কেবলমাত্র মহাভারতের নহে, কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার উজ্জ্বলতম রত্ন। আমি আমার 'প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি'-গ্রন্থে মহাভারতের এই বিদুলানুশাসন লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

যাহা হউক সৌবীর রাজমহিষী বিদুলা সিন্ধুরাজের সহিত যুদ্ধে পরাজিত স্বীয় একমাত্র পুত্র সঞ্জয়ের নিরুৎসাহ ও নিরমর্ষ দর্শন করিয়া তাহাকে শত্রুর বিরুদ্ধে উদ্দীপ্ত করিবার জন্য যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন তাহাই বিদুলানুশাসন নামে খ্যাত। পুত্র সঞ্জয়কে শত্রুর বিরুদ্ধে উদ্দীপ্ত করিবার জন্য মহারাণী বিদুলা যখন সঞ্জয়কে অনুশাসন করিয়াছিলেন তখন তিনি বিধবা। এই বিধবা রাজমহিষী নিজের একমাত্র পুত্র সঞ্জয়ের হৃদয়ে প্রবল উদ্দীপনা ও উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য, শত্রুকে পরাজিত করিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধারের জন্য যে প্রবল আবেগপূর্ণ ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে মহারাণীর দীর্ঘ দূরদর্শিতা, দুর্বার ক্ষাত্রতেজ ও রাজনীতিকুশলতা তাঁহার প্রতিটি কথায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই মহারাণী অতি যশস্বিনী, সৎকুলসম্ভূতা, দুর্বার ক্ষাত্রতেজে দৃপ্তা, বিদুষী, রাজনীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞা এবং তদানীন্তন রাজসভাসমূহে প্রখ্যাতকীর্ত্তি ছিলেন। তাঁহার ক্ষাত্রতেজে উদ্দীপ্ত বাক্যাবলী শ্রবণ করিলে অতি

ভীরু কাপুরুষেরও চিত্ত অতিশয় উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠে। এস্থলে মহারাণী বিদুলার অনুশাসন সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

সিন্ধুরাজ কর্তৃক সৌবীররাজ আক্রান্ত হইলে সেই আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সৌবীররাজ সঞ্জয় সিন্ধুরাজের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু অনুৎসাহী ও মৃদুপ্রকৃতি সৌবীররাজ সঞ্জয় যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সৌবীর রাজ্য সম্পূর্ণভাবে শত্রুর হস্তে সমর্পণ করিয়া নিতান্ত দীন মনে স্বীয় রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া মহারাণী বিদুলা স্বীয় পুত্রকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিয়াছিলেন যে—'কু-পুত্র তুমি মিত্রকুলের শোকবর্দ্ধক এবং শত্রুকুলের আনন্দবর্দ্ধক। তোমার মত হীন কাপুরুষ কখনও আমার গর্ভে উৎপন্ন হইতে পারে না এবং স্বর্গত মহাবীর কর্তৃকও উৎপন্ন হইতে পারে না। তুমি কোথা হইতে আসিয়া এই শ্রেষ্ঠ রাজবংশে প্রবিষ্ট হইয়াছ? যে শত্রুকৃত তিরস্কার অনায়াসে সহ্য করিতে পারে, শত্রুর উচ্ছেদের জন্য যাহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয় না, তাদৃশ পুরুষ পুরুষজনসংখ্যায় গণনীয় হওয়া উচিত নহে, সে পুরুষই নহে—সে ক্লীব। তুমি আজ যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছ তাহাতে তোমার ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকারময় হইয়াছে। তুমি ক্লীবতা পরিত্যাগ করিয়া পৈতৃক রাজ্য উদ্ধারের জন্য অতি উৎসাহের সহিত গাত্রোত্থান কর। পৈতৃক রাজ্যের গুরুভার বহনের যোগ্য হইয়া উত্থিত হও। নিজেকে অসমর্থ মনে করিয়া অপমানিত করিও না। অল্প সমৃদ্ধিতে কৃতার্থ হইও না। পৈতৃক রাজ্যের উদ্ধাররূপ পরম কল্যাণ কার্যে মনকে দৃঢ় করিয়া নির্ভীক চিত্তে শত্রুর উচ্ছেদে যত্নবান্ হও। হে কাপুরুষ, উত্থিত হও, শত্রু কর্তৃক পরাজিত হইয়া মৃতবৎ শয়ান থাকিও না। তোমার এই অবস্থা শত্রুকুলকে আনন্দিত করিতেছে এবং মিত্রকুলকে শোকে নিমগ্ন করিতেছে।

তোমার মর্যাদা উচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। কাপুরুষেরাই অতি অল্পে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। যেমন ক্ষুদ্র নদী অল্প জলে পূর্ণ হয়, অল্প বস্তুতে মূষিকের অঞ্জলি পূর্ণ হয়। অতি ঘোর বিষধর সর্পের দন্ত উৎপাটন করিতে যাইয়া যদি মৃত্যুও হয় তাহাও শ্রেষ্ঠ। তোমার এই ঘোর শত্রুর বিনাশের জন্য উদ্যুক্ত হইয়া তুমি যদি মৃত্যুকেও আলিঙ্গন কর তাহাও শ্রেষ্ঠ। শত্রুকে নির্মূল করিতে যাইয়া তুমি নিজেই বিনাশপ্রাপ্ত হও। কিন্তু শত্রু কর্তৃক পরাজিত হইয়া জীবন রক্ষার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। শত্রুর উচ্ছেদে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণসংকট উপস্থিত হইলেও দুর্বার পরাক্রম প্রকাশ করিতে বিরত হইও না। তুমি শত্রুর ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হও। শ্যেন পক্ষী নির্ভীক চিত্তে আকাশ-পথে দ্রুত পরিক্রমণ করিয়া যেমন শত্রুকে গ্রহণ করে ও তাহাকে বিনাশ করে, তুমিও সেইরূপ ভয় পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যভাবে বা গুপ্তভাবে শত্রুর ছিদ্র অন্বেষণপূর্বক শত্রুকে গ্রহণ কর ও তাহার বিনাশ কর। রে কু-পুত্র! তুমি বজ্রাঘাতে মৃত ব্যক্তির মত শয়ান করিয়া আছ কেন? রে কাপুরুষ, দুর্বার উৎসাহের সহিত গাত্রোত্থান কর। শত্রুগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া শয়ান করিয়া থাকিও না। তুমি দীন হইয়া জীবনের অবসান ঘটাইও না। নিজের অসাধারণ বিক্রমের দ্বারা তুমি সর্বত্র কীর্তিমণ্ডিত হও। সামাদি চতুর্বিধ উপায়ের মধ্যে সাম জঘন্য উপায়, ভেদ মধ্যম এবং দান নীচ উপায়। তুমি জঘন্য, মধ্যম ও নীচ এই ত্রিবিধ উপায় পরিত্যাগ করিয়া উত্তম উপায় দণ্ড অবলম্বন কর। এই উপায়ে তোমার বীর গর্জনে দেশ উদ্বুদ্ধ হউক। গাব (তিন্দুক) কাঠ যেমন স্ফুলিঙ্গসমূহ বিকীর্ণ করিতে করিতে সশব্দে মহাবেগে প্রজ্বলিত হয় তুমি এইরূপ ক্ষণকালও প্রজ্বলিত হও। কিন্তু তুষাগ্নির মত শিখাবর্জিত হইয়া কেবল ধূম উদ্গীরণপূর্বক দীর্ঘ জীবন ধারণ করিও না। গৌরবমণ্ডিত অল্পকাল জীবনও শ্রেষ্ঠ, কিন্তু গৌরব-

হিহীন দীর্ঘ জীবন অতি তুচ্ছ। কোন ক্ষত্রিয়ের গৃহেই যেন তোমার মত মৃত্যুপরাক্রম গর্দ্দভ জন্মগ্রহণ না করে। ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম করিয়া যুদ্ধে অসাধারণ পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া ক্ষত্রিয়-ধর্মের নিকট অঋণ হইয়া থাক। ক্ষত্রিয়োচিত বিক্রম প্রকাশ করিয়া যুদ্ধে জয় অথবা মৃত্যু—ইহার কোনটিতেই শোকের কারণ নাই। ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম করিয়া যুদ্ধে জয়ে বা পরাজয়ে পণ্ডিতগণ অনুশোচনা করেন না।

যুদ্ধে জয়লাভের জন্য, শত্রুর উচ্ছেদের জন্য, যাহা কিছু করণীয় তাহার অনুষ্ঠান কর। প্রাণকেই মহাধন বলিয়া মনে করিও না। প্রাণরক্ষাই বড় বৃহৎ কর্ম নয়। নিজের দুর্বার বীর্য উদ্ভাবন কর অথবা যুদ্ধে মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর। রে কুপুত্র! ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি কি জন্য জীবিত রহিয়াছ? তোমার ইষ্টাপূর্ত্ত প্রভৃতি ধর্ম সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে। কীর্ত্তি তোমার বিনষ্ট হইয়াছে, ভোগমূল রাজ্য বিনষ্ট হইয়াছে। আর কিসের জন্য তুমি জীবিত রহিয়াছ! যুদ্ধে যে সময় নিজের মৃত্যুও জানিতে পারিবে, নিজের পতনকাল জানিয়াও শত্রুর জংঘাদেশে দারুণ প্রহার করিয়া জীবন ত্যাগ করিও, কোন অবস্থাতেই শত্রুর বিনাশে শিথিল প্রযত্ন হইবে না। নিজের কোষ ও বল প্রভৃতির ক্ষয়েও কখনও বিষণ্ণ হইবে না। সর্বাবস্থাতেই উৎসাহ অবলম্বন করিবে। অতিশয় উৎসাহের সহিত এই গুরু রাজ্যভার গ্রহণ কর। মনে রাখিবে সৎকুলসম্ভূত অশ্ব কখনও গুরুভারে বিষণ্ণ হইয়া পীড়িত হয় না। নিজের পৌরুষ অবগত হও। সত্ত্ব ও মানের বর্দ্ধন কর। তোমার জন্যই এই পবিত্র রাজবংশ ঘোর কলঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছে। নিজের পৌরুষের দ্বারা ইহার পুনরুত্থান কর।

মানুষ যাহার অদ্ভুত মহৎ কার্যরাশির প্রশংসা করে না, যে জীবনে কখনও শ্রেষ্ঠ কার্য করিতে পারে নাই সে কেবল মনুষ্য-সংখ্যার বর্দ্ধক মাত্র। সে স্ত্রীলোকও নহে পুরুষও নহে। দান, তপস্যা, শৌর্য প্রভৃতি

কার্যে যাহার যশ দিঙ্‌মণ্ডলে উদ্‌ঘোষিত হয় নাই তাহাকে মাতৃ-দেহনির্গত মলই বুঝিতে হইবে। যে ব্যক্তি বিদ্যা, তপস্যা, ধন ও বিক্রম দ্বারা জনসাধারণকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় তাহাকেই পুরুষ বলা যায়। আজ তুমি শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া যে অতি দুঃখাবহ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছ এই বৃত্তি অতি নৃশংস অযশস্ত, দুঃখদায়ক ও কাপুরুষোচিত। যে হীন দুর্ব্বল পুরুষকে দর্শন করিয়া শত্রুগণ আনন্দিত হইয়া থাকে, যে জগতের নিকট অবজ্ঞাত এবং গৃহ-বস্ত্রাদি বিবর্জিত ও যে যৎকিঞ্চিৎ জীবনোপায়কেই মহা লাভ বলিয়া মনে করে তাদৃশ কাপুরুষকেই লাভ করিয়া তাহার বন্ধুগণ কখনও সুখলাভ করিতে পারে না। আজ আমাদের কি দশা উপস্থিত হইয়াছে। আজ আমরা এই সৌবীর রাষ্ট্র হইতে নির্বাসিত হইব। আমাদের কোন সম্মান প্রতিপত্তি থাকিবে না। দীন-হীনের মত আমরা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিব। আমরা সমস্ত সুখ হইতে বঞ্চিত হইব। আমরা স্থানভ্রষ্ট হইব এবং অতি তুচ্ছ জনরূপে পরিগণিত হইব। তুমি এই মহাবংশের নাশের জন্য ও কীর্ত্তি প্রক্ষালনের জন্য পুত্ররূপে কলিই জন্মগ্রহণ করিয়াছ। যাহার ক্রোধ নাই, উৎসাহ নাই, বীর্য নাই, যে শত্রুর আনন্দবর্দ্ধক—এই সঞ্জয়ের মত পুত্র যেন কোন রমণীই প্রসব না করে। তুমি ধূমায়িত হইয়া অবস্থান করিও না, প্রজ্বলিত হইয়া উঠ। শত্রুগণকে আক্রমণ করিয়া বিনাশ কর। মুহূর্ত্তকাল বা ক্ষণকালমাত্র শত্রুরশীর্ষদেশে প্রজ্বলিত হও। পুরুষের ইহাই পুরুষত্ব যে সে ক্রোধসম্পন্ন এবং অপকারীর পূর্ণ প্রত্যপকার করিতে সমর্থ। যে ক্রোধবিবর্জিত ও নিতান্ত ক্ষমাশীল সে স্ত্রী-ও নহে। সন্তোষ শ্রীবৃদ্ধির শত্রু, অত্যন্ত দয়া শ্রীবৃদ্ধির শত্রু, এইরূপ নিরুৎসাহ ও ভয় শ্রীবৃদ্ধির বিরোধী। নিশ্চেষ্ট পুরুষ কখনও শ্রীলাভে সমর্থ হয় না। সন্তোষ, দয়া, অনুৎসাহ ও ভয় ইহারাই পরাজয়ের কারণ। ইহারাই ঘোর পাতক,

ইহাদিগকে তুমি সত্বর পরিত্যাগ কর। হৃদয় লৌহময় করিয়া শ্রীলাভে যত্নবান্ হও! পুরুষ পদের ইহাই অর্থ যে পর অর্থাৎ শত্রুকে যে সহন করিতে পারে—অভিভূত করিতে পারে তাহাকেই পুরুষ বলে। যে শত্রুঘাতী সেই পুরুষ। পর+সহ অর্থাৎ শত্রুঘাতী, এই স্থলে 'প' কারের 'অ'কার 'উ'কার হইয়াছে। 'র'কারের 'অ'কারও 'উ'কার হইয়াছে। অন্তিম 'হ'কারের লোপ হইয়াছে এবং 'স' 'ষ' হইয়াছে। ইহাই পুরুষ পদের নির্বাচন করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া স্ত্রীর মত জীবনযাপন করে সেই পুরুষের 'পুরুষ' নামই ব্যর্থ। যে ব্যক্তি মহাবলশালী, সিংহবিক্রম, তাদৃশ ব্যক্তির মৃত্যু হইলেও তাহার রাজ্যের প্রজাপুঞ্জ আনন্দিত হইয়া থাকে। যে রাজা নিজের প্রিয় ও সুখ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীলাভে যত্নবান্ হয় সেই অচিরকাল মধ্যে স্বীয় প্রকৃতিপুঞ্জের আনন্দবর্দ্ধন করিতে পারে।"

এতদুত্তরে সঞ্জয় বলিয়াছিলেন—'মা! আমারই যদি মৃত্যু ঘটে, তবে সমগ্র পৃথিবী দ্বারাই বা তুমি কি করিবে? তোমার ভোগ এবং জীবন সমস্তই তো বৃথা হইয়া যাইবে'। এতদুত্তরে বিদুলা বলিয়াছিলেন 'আমাদের শত্রুগণ কিমন্তকগণের লোক লাভ করুক।' যাহারা প্রতিদিন দারিদ্র্যবশতঃ অদ্য কি খাইবে—এই চিন্তায় বিহ্বল থাকে তাহাদিগকে কিমন্তক বলে এবং যাহারা মনে করে শত্রুর বিনাশের জন্য অদ্যই ত্বরান্বিত হইবার কোন কারণ নাই, আগামী যে কোন সময় শত্রুর উচ্ছেদ করিলেই হইবে—এই দীর্ঘসূত্রীকেও কিমন্তক বলে। বিদুলা এই দ্বিবিধ লোকেরই অতি শোচনীয় অবস্থা মনে করিয়া শত্রুগণ এই কিমন্তকলোক লাভ করুক—এই কথা বলিয়াছিলেন। সঞ্জয় যেন কিমন্তক অবস্থায় উপনীত না হয়—ইহাই উপদেশ করিয়াছিলেন। যাহারা ভোগ ও ঐশ্বর্য সম্পন্ন এবং সর্বত্র সমাদৃত আমাদের সুহৃদ্গণ এই অবস্থা লাভ করুক। রাজ্য-পরিভ্রষ্ট হইয়া, সমস্ত ভোগোপকরণ

হইতে বঞ্চিত হইয়া, পরপিণ্ডোপজীবী হইয়া, অতি দীন হইয়া, তুচ্ছ প্রাণের অন্তর্গত হইয়া, জীবনধারণের মত দুঃখ আর নাই। রে পুত্র! তুমি এই দীনবৃত্তির অনুবর্ত্তন করিও না। সমস্ত সুহৃদ্ ও বান্ধববৃন্দ এবং ব্রাহ্মণগণের তুমি আশ্রয়স্থানীয় হও—তোমার আশ্রয়েই ইহারা সুখে অবস্থান করুক। দেবতারা যেমন শতক্রতুর আশ্রয়ে সুখে অবস্থান করেন, প্রাণিবর্গ যেমন বর্ষণশীল মেঘের আশ্রয়ে সুখে জীবনযাপন করে। সমস্ত প্রাণিবর্গ যাহাকে আশ্রয় করিয়া সুখে জীবনযাপন করে তাহার জীবনই সার্থক। যেমন পক্কফলযুক্ত বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া প্রাণিগণ সুখে অবস্থান করে, নিষ্ফল বৃক্ষের জীবন ব্যর্থ। ফলপূর্ণ বৃক্ষ সমস্ত প্রাণীর আশ্রয় বলিয়া তাহার জীবনই সার্থক। যে শূর পুরুষের বিক্রমকে আশ্রয় করিয়া তাহার বান্ধববর্গ সুখে অবস্থান করে তাহার জীবনই সার্থক। যেমন ইন্দ্রের বিক্রম আশ্রয় করিয়া দেবতারা স্বর্গে সুখে বাস করেন। যে ব্যক্তি নিজের পরাক্রমকে আশ্রয় করিয়া শত্রুর নির্যাতনপূর্ব্বক অবস্থিত থাকেন তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে সদ্‌গতি লাভ করিয়া থাকেন।

শত্রুর দ্বারা নির্জ্জিত পুরুষের ইহলোকে দুর্গতি ও পরলোকে অশুভগতি হয়। যে ক্ষত্রিয় দারুণ বিক্রম সহকারে নিজের তেজ প্রকাশ করে না ভয়বশতঃ কেবলমাত্র জীবন রক্ষার জন্য উদ্যুক্ত থাকে তাহাকে চোর বলা হয়। মুমূর্ষু ব্যক্তিকে ঔষধ প্রদান যেমন নিষ্ফল, ঔষধ মুমূর্ষু ব্যক্তির শরীরে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, এইরূপ তোমার মত কাপুরুষের নিকটেও গুণবৎ, যুক্তিযুক্ত, উপদেশ কোন প্রভাববিস্তার করিতে পারে না।

বিদুলা আরও বলিয়াছিলেন যে, সিন্ধুরাজ জয়লাভ করিলেও তাহার শাসনে বহু লোক অসন্তুষ্ট হইয়া সিন্ধুরাজের রাজ্যেই বসবাস করিতেছে। কেবলমাত্র সিন্ধুরাজের বিপৎকালের প্রতীক্ষা করিয়া

এবং নিজেদের অসামর্থ্যবশতঃ তাহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া আছে। তুমি সিন্ধুরাজের রাজ্যে যাহারা সিন্ধুরাজের শাসনে ক্রুদ্ধ, ভীত ও অপমানিত তাহাদের নিজের সহায়রূপে গ্রহণ কর। সিন্ধুরাষ্ট্রবাসী ক্রুদ্ধাদি চতুর্বর্গ তোমার সহিত অনায়াসে মিশিতে পারে, যদি তুমি বিক্রম প্রকাশ কর। তোমার উৎসাহে সিন্ধুরাষ্ট্রবাসী ক্রুদ্ধাদি চতুর্বিধ পুরুষ উৎসাহিত হইলে সেই দেশবাসী অন্যলোক তাহাদিগের সহিত মিলিত হইবে। তুমি তাহাদিগের সহিত সংহত হইয়া গিরিদুর্গ আশ্রয় কর যাহাতে শত্রু তোমাকে উচ্ছেদ করিতে না পারে এবং সিন্ধুরাজের ব্যসনকাল প্রতীক্ষা কর। সিন্ধুরাজ অজর অমর হইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই। তাহারও নানাবিধ বিপত্তি আছে। তুমি নামে সঞ্জয় হইলেও শত্রুজয়ে তোমার কিছুমাত্র উৎসাহ নাই। এজন্য তোমার নামই ব্যর্থ হইয়াছে। তুমি তোমার নামের সার্থকতা প্রতিপাদন কর।

শত্রুর দ্বারা নিপীড়িত হইয়াও আবার তুমি মহা ঐশ্বর্য লাভ করিবে—ইহা দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণও বলিয়াছেন। দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, তুমি আবার বিজয়-লাভ করিবে। তোমার সমৃদ্ধিতে যাহারা অবশ্য সমৃদ্ধি লাভ করিবে এবং তোমার অসমৃদ্ধিতে যাহাদের অসমৃদ্ধি ঘটিবে তাহারা নীতি অনুসারে তোমার পক্ষাবলম্বী হইবে। যুদ্ধে জয় ও পরাজয় পূর্ববর্ত্তী রাজাগণেরও হইয়াছিল—তোমারও হইবে। একবার পরাজয় হইলে পুনর্বার জয় হইবে না এরূপ মনে করিও না। তুমি কখনো যুদ্ধের উৎসাহ হইতে নিরুৎসাহ হইও না। আজ আমরা যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছি ইহা অপেক্ষা পাপীয়সী অবস্থা আর হইতে পারে না। যাহার প্রতিদিন ভোজ্যবস্তুর চিন্তা করিতে হয়, তাহা অপেক্ষা হীন অবস্থা আর নাই। ইহাই নীতিবিদ্ শম্বর বলিয়াছেন। রাজ্যভ্রংশ—পতি-বিনাশ ও পুত্র-বিনাশ অপেক্ষাও দুঃখকর। এই দারিদ্র্য মৃত্যুরই

তুল্য। আমি মহাকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পদ্মিনীর মত একটি হ্রদ হইতে আর একটি হ্রদে আগমন করিয়াছিলাম। আমার শ্বশুর অতি সুসমৃদ্ধ ছিলেন। আমার স্বর্গীয় স্বামী সৌবীররাজ আমাকে বহু মান্য করিতেন, আমার ঐশ্বর্য্যের পার ছিল না! আমাকে দেখিয়া আমার সুহৃদ্‌বর্গ আনন্দমগ্ন হইত। সঞ্জয়! তুমি প্রাণ রক্ষার জন্য ব্যাকুল হইতেছ বটে, কিন্তু আমাকে ও তোমার পত্নীকে যখন অতি দুর্গত অবস্থায় দর্শন করিবে—তখন জীবন ধারণ করিতে তোমারও আর ইচ্ছা থাকিবে না। যখন আমাদের দাসবর্গ, কর্ম্মকারবর্গ, ভৃত্যগণ, আচার্য ঋত্বিকগণ এবং পুরোহিতগণ আমাদের নিকট হইতে বৃত্তিলাভে নিরাশ হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন, তাহা দেখিয়া তুমিও জীবনধারণে ইচ্ছা করিবে না। তুমি পরাক্রমশালী হইয়া শত্রুকে পরাজিত করিতে না পারিলে আমার হৃদয়ের কোন শান্তিই হইবে না। প্রার্থী ব্রাহ্মণকে যদি প্রার্থিত বস্তু প্রদান করিতে না পারি তবে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। আমি এবং আমার স্বামী কখনও প্রার্থী ব্রাহ্মণকে বিমুখ করি নাই। আমরা সকলকেই আশ্রয় দিয়াছি, কিন্তু অন্যের আশ্রিত হইয়া কখনও কাহারও আজ্ঞা পালন করি নাই। আজ যদি অন্যের আশ্রিত হইতে হয় তবে জীবন ত্যাগ করিব। আজ এই রাজ্যবাসী আমরা সকলে মৃত। তুমি আমাদিগকে পুনরুজ্জীবিত কর। আমাদের এই অপার বিপদের অবসান ঘটাও। নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হও। আমার হৃতরাজ্যে আমাদিগকে স্থাপিত কর। তুমি যদি অত্যধিক ভীত না হও, তবে তুমি সমস্ত শত্রুকে জয় করিতে পারিবে। আর যদি তুমি এই ক্লীববৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাক তবে এই দুর্গতির কখনও অবসান হইবে না। তুমি এই পাপবৃত্তি পরিত্যাগ কর। প্রবল একটি শত্রুকে বধ করিলেও মানুষ প্রখ্যাতি লাভ করিয়া থাকে। ইন্দ্রও বৃত্রকে বধ করিয়া মহেন্দ্র হইয়াছিলেন। বৃত্রকে বধ

করিয়াই ইন্দ্র স্বর্গলোকের অধিপতি হইয়াছিলেন ও মাহেন্দ্রসদন লাভ করিয়াছিলেন।

যুদ্ধে সন্নদ্ধ শত্রুকে আহ্বানপূর্বক শত্রুসেনাগণকে বিদ্রাবিত করিয়া, যে ব্যক্তি শত্রুপক্ষীয় শ্রেষ্ঠ পুরুষকে যে সময়ে বধ করেন, সেই সময়ে শত্রুপক্ষ ভীত এবং অবনমিত হইয়া পড়ে এবং তাহার বীরত্বের খ্যাতি লোকমধ্যে বিস্তার লাভ করে। ভীরু, কাপুরুষগণ সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া শূর ব্যক্তির শরণাপন্ন হইয়া থাকে এবং তাহার নিতান্ত বশীভূত হইয়া তাহার সর্ববিধ সমৃদ্ধির বিবৃদ্ধি করিয়া থাকে।

রাজ্য একদিকে যেমন সুখকর তাহার রক্ষাও দুঃখকর। রাজ্য-ভ্রংশের অসংখ্য কারণ বিদ্যমান। অলব্ধ রাজ্যের লাভ ও লব্ধ রাজ্যের পরিপালন প্রভৃতি রাষ্ট্র নায়কের যেমন অশেষ কীর্ত্তির বর্দ্ধক, সেইরূপ বহুক্ষেত্রে তাহার জীবনেও সংশয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। কারণ শত্রুকে বশীভূত করিতে পারিলে বিচক্ষণ রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ তাহার পুনরুত্থানের যোগ্যতা রাখেন না। রাজ্য অমৃতের সমান। শত্রু কর্ত্তৃক রাজ্য আক্রান্ত হইলে নরপতিগণ স্বর্গলাভ অথবা বিজয় এই দুইটির একটিকে স্থির করিয়া লইবেন। তোমার রাজ্য আজ বিধ্বস্ত, শত্রু দ্বারা অবরুদ্ধ। এজন্য তুমি হয় স্বর্গলাভ নয় বিজয় ইহার একটিকে অবলম্বন কর। রাজধর্ম পরিপালনে উদ্যুক্ত হইয়া যুদ্ধে শত্রুগণের বিনাশ কর। শত্রুকে নির্ভয় রাখিয়া তুমি দীনদশা প্রাপ্ত হইও না। আমাদের মিত্র-পক্ষ-রাষ্ট্রবাসিগণ শোকাকুল হইয়া যেন তোমাকে পরিবৃত না করে, এবং শত্রুগণ সিংহনাদ করিয়া তোমাকে যেন পরিবৃত না করে। তোমাকে এইরূপ দীন হইতে দীনতর অবস্থায় আমি যেন কখনও দর্শন না করি। তুমি ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত হইয়া সৌবীর কন্যাগণ মধ্যে অবস্থান করিয়া পূর্ববৎ হর্ষ লাভ কর। কিন্তু অবসন্ন হইয়া শত্রুদেশবাসী সৈন্ধব-কন্যাগণের বশবর্ত্তী হইও না। তুমি যুবা, রূপবান্, বিদ্যাগৌরবে ও

বংশগৌরবে শ্রেষ্ঠ, তুমি লোকপ্রখ্যাত যশস্বী, তোমার যদি এতাদৃশ দুর্গতি হয়, তুমি যদি শত্রুর অধীন হইয়া জীবনযাপন কর তবে তাহা তোমার মৃত্যুরই সমান হইবে।

যখন আমি দেখিব তুমি বিজেতা শত্রুর মনস্তুষ্টির জন্য তাহার স্তুতি করিতে করিতে তাহার অনুবর্ত্তন করিতেছ, এতদপেক্ষা অধিকতর দুঃখ আমার আর কিছুই হইবে না। এই বংশের পূর্ব্বতন মহীপতিগণ কেহই শত্রুর অনুবর্ত্তন করেন নাই। তুমিও শত্রুর অনুবর্ত্তনকারী হইয়া জীবিত থাকিও না। এতদ্‌বংশীয় ও পরবংশীয় নরপতিগণ যে শাশ্বত ক্ষাত্রবৃত্তির কথা বলিয়াছেন আমি তাহা অবগত আছি। ভগবান্ প্রজাপতি রাষ্ট্ররক্ষক ও মহীপালগণের এই শাশ্বত অব্যয় বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। ক্ষত্রধর্মবিৎ কোন ক্ষত্রিয়ই যেন ভয়বশতঃ অথবা জীবিকালাভেচ্ছু হইয়া শত্রু নরপতিগণের নিকট আনত না হয়। নরপতি সর্বাবস্থাতে উৎসাহসম্পন্নই থাকিবেন, কখনও শত্রুর নিকট অবনত হইবেন না। রাজগণের দুর্বার উৎসাহই তাহাদের পুরুষত্ব। মহীপতিগণ বরং অকালে বিনাশপ্রাপ্ত হইবেন তথাপি বৈরীর নিকটে অবনত হইবেন না। মদমত্ত মাতঙ্গের মত যিনি বৈরীর নিকটে আনত না হইয়া বরং মৃত্যুকেও বরণ করেন তাদৃশ নরপতিকেই মহামনা বলা হয়। ধর্মের জন্য ধার্মিকগণের নিকট, ব্রাহ্মণগণের নিকট, রাজা অবশ্যই আনত হইবেন, কিন্তু ভয়বশতঃ বৈরীর নিকট কখনই আনত হইবেন না। রাজগণের ইহাই শাশ্বত বৃত্তি যে—তাঁহার রাষ্ট্রবাসী সমস্ত বর্ণের প্রতিপালন করিবেন এবং রাষ্ট্রকণ্টক সমস্ত দুষ্কৃতকারীর উচ্ছেদ করিবেন। রাজা সহায়ই হোন্ আর অসহায়ই হোন্ তাঁহার যাবজ্জীবন ইহাই ব্রত।

মহারাণী বিদুলার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার একমাত্র পুত্র সৌবীররাজ সঞ্জয় বলিয়াছিলেন—'মা! তোমার হৃদয়ে কি

করুণার লেশমাত্র নাই। আমি তোমার একমাত্র পুত্র, আমার বধের জন্য তুমি আমাকে শত্রুর মুখে নিক্ষেপ করিতেছ? তোমার হৃদয় দারুণ বীরত্বে পরিপূর্ণ এবং বৈরীর প্রতি অতিশয় ক্রোধসম্পন্ন। মনে হয় শ্রেষ্ঠ লৌহ প্রভৃতি দ্বারা তোমার হৃদয় নির্মিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়-বৃত্তি কি দারুণ! তুমি মা হইয়া আমাকে পরের মাতার মত শত্রুর মুখে নিক্ষেপ করিতে চাহিতেছ। আমি তোমার একমাত্র পুত্র, আমাকেও তুমি এরূপ দারুণ কথা বলিতেছ। যুদ্ধে আমার মৃত্যু ঘটিলে সমগ্র পৃথিবী লাভ করিতে পারিলেও কি তুমি সুখী হইতে পারিবে? আমি তোমার একমাত্র প্রিয় পুত্র। আমিই যদি যুদ্ধে নিহত হই তবে তোমার ভোগ, জীবন, ঐশ্বর্য সবই তো বৃথা হইয়া যাইবে।'

এতদুত্তরে মহারাণী বিদুলা বলিয়াছিলেন—'সঞ্জয়! আজ তুমি যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছ তাহাতে তোমার সমস্ত কীর্তি বিনষ্ট হইয়াছে। তোমার প্রনষ্ট কীর্তি উদ্ধারের জন্য যদি তোমাকে এইরূপ না বলিতাম তবে তোমার প্রতি আমার যে বাৎসল্য তাহা তো কেবল গর্দভীর পুত্রবাৎসল্যের অনুরূপ হইত। গর্দভীর বাৎসল্য গর্দভের কোন দুঃখের প্রতিকারক নয়। ধর্ম ও অর্থ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, বৈরী কর্তৃক অবমানিত হইয়া, সমস্ত ভোগ ও ঐশ্বর্য হইতে বিযুক্ত হইয়া, কেবলমাত্র জীবনধারণের জন্য কোন বিদ্বান্ ব্যক্তিই পরামর্শ দিতে পারে না। এতাদৃশ জীবনধারণ সজ্জন-বিগর্হিত ও মূর্খজন-সেবিত। দেহে আত্মবুদ্ধির মত মোহ আর কিছুই নাই। এই মোহ সাধারণ পুরুষগণকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। দেহে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া যদি রাজসিংহগণের বৃত্তি অবলম্বন করিতে পার তবেই আমার প্রিয় পুত্র।

সজ্জনোচিত কর্ম না করিয়া এবং হীনজনোচিত কর্ম করিয়া

পুরুষাধমগণ ইহলোকে ও পরলোকে সুখলাভ করিতে সমর্থ হয় না।' সঞ্জয়! তুমি মনে রাখিও ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, প্রজাপালনের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, শত্রু জয় করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া অথবা সমরাঙ্গনে প্রাণত্যাগ করিয়া বীরগণ ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকে। কি স্বর্গে কি ইন্দ্রলোকে কোথাও তাদৃশ সুখ নাই, শত্রুকে বশীভূত করিয়া ক্ষত্রিয়েরা যে সুখলাভ করিয়া থাকে। মনস্বী পুরুষ শত্রুর দ্বারা উৎপীড়িত হইলে তাহার হৃদয়ে ঘোর জ্বালা উৎপন্ন হয়—তাহার শান্তি হয় শত্রুর বিনিপাতে—না হয় রণাঙ্গন আলিঙ্গনে। অন্য কোনপ্রকারে মনস্বী বীরপুরুষের হৃদয় শান্ত হইতে পারে না।'

এতদুত্তরে সঞ্জয় বলিয়াছেন—'মা তুমি এতাদৃশ নিদারুণ কথা পুত্রকে বলিও না। তুমি দয়ার্দ্র হৃদয়ে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর।' এতদুত্তরে মহারাণী বলিয়াছিলেন, 'আমি তোমার অশেষ কল্যাণের জন্যই, নিরতিশয় আনন্দলাভের জন্যই, এইরূপ বলিয়াছি। তুমি দেহের প্রতি কারুণ্যের কথা বলিতেছ। দেহের প্রতি করুণা শোকেই পর্যবসিত হইয়া থাকে। তুমি যখন সমস্ত সিন্ধুরাষ্ট্রবাসিগণকে জয় করিবে তখন তোমার সেই বিজয়ে আমিই তোমাকে সর্বাগ্রে অভিনন্দিত করিব। তোমার এই দুঃসময় অবসান হইয়া তোমার অবশ্যই বিজয় হইবে ইহা আমি নিজেই দেখিতে পাইতেছি।'

তদুত্তরে সঞ্জয় বলিয়াছিলেন—রাজকোষ শূন্য হইয়া গিয়াছে, সহায়ক মিত্রমণ্ডল নাই। ইহাতে আমরা জয়ের আশা করিব কিরূপে? আমার এই দারুণ অবস্থা অবগত হইয়াই আমি রাজ্য উদ্ধারের আশা পরিত্যাগ করিয়াছি, যেমন পাপী স্বর্গলাভের আশা পরিত্যাগ করে। এই অবস্থাতেও যদি আমার জয়লাভের কোন উপায়, জয়লাভের কোন লক্ষণ তুমি দেখিতে পাইয়া থাক তবে তুমি তাহা বল। তোমার অনুশাসন অনুসারে আমি কার্য করিতে প্রস্তুত আছি।

এতদুত্তরে মহারাণী বিদুলা বলিয়াছিলেন, অতীত অসমৃদ্ধির দ্বারা কাহারও স্বীয় আত্মাকে অপমানিত করা উচিত নহে। সমৃদ্ধি ও অসমৃদ্ধি পর্যায়ক্রমে ঘটিয়া থাকে। কেবলমাত্র ক্রোধের বশীভূত হইয়া কোন কার্যই আরম্ভ করা উচিত নহে। ইহা মূর্খাচরিত পন্থা। যাহা করিতে হইবে তাহা আদরের সহিত করিতে হইবে, ইহাই সজ্জন রীতি। যাহারা উদ্যমশীল হইয়া কার্যের অনুষ্ঠান করে না, তাহাদের যে ফললাভ হইবে না ইহা সুনিশ্চিত। কিন্তু যাহারা উৎসাহশীল হইয়া কর্ম করে তাহাদের ফললাভ হইতেও পারে নাও হইতে পারে। উদ্যমবিহীন পুরুষের ফললাভের কোনওরূপ সম্ভাবনা নাই। তাহার বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি কখনই হইতে পারে না। যে উৎসাহী তাহারই বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। বিজিগীষু সর্বদা উত্থানশীল হইবে। স্বমণ্ডলে ও পরমণ্ডলে জাগরণশীল হইবে এবং সমৃদ্ধিজনক কর্মে সর্বদা নিযুক্ত থাকিবে। সর্বথা ব্যথারহিত চিত্তে 'অবশ্যই অভ্যুদয় হইবে' এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় রাখিবে। যে উত্থানশীল, জাগরূক, মাঙ্গলিক কার্যের অনুষ্ঠাতা, প্রাজ্ঞ নরপতি, তাহার সমৃদ্ধি অতি নিকটবর্ত্তী। আমি তোমার উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্যই এই সমস্ত কথা বলিলাম।

তোমার অনুষ্ঠেয় কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর। তোমার রাজ্যে যাহারা তোমার শাসনে ক্রুদ্ধ, যাহারা লুব্ধ, যাহারা পরিক্ষীণ, যাহারা গর্বিত, যাহারা অপমানিত এবং যাহারা তোমার প্রতি স্পর্দ্ধাশীল তাহাদের সম্যক্ অবধারণপূর্বক দানমানাদির দ্বারা প্রশমিত কর। তোমার শত্রুরাজ্যের এই ষড়্বিধ পুরুষের অবধারণপূর্বক শত্রুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত কর এবং দান-মানাদির দ্বারা তাহাদিগকে বশে আনয়ন কর। তাহাতে শত্রুগণের মধ্যে মহান্ ভেদ উৎপন্ন হইবে। বায়ু যেমন অনায়াসে মেঘমালাকে বিক্ষিপ্ত করিতে সমর্থ হয়, এইরূপ তুমিও

অনায়াসে শত্রু-মণ্ডলে ভেদ উৎপাদনে সমর্থ হইবে। যাঁহারা তোমার পক্ষাশ্রিত তাহাদিগকে অগ্রিম ভক্ত (ভাতা) ও বেতনাদি প্রদান করিয়া এবং তাহাদিগকে প্রিয়বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া শত্রু-বিজয়ের জন্য উত্থিত হও। তোমার পক্ষাশ্রিত জনগণ যাহাতে তোমার প্রতি বিরক্ত না থাকে এবং যাহাতে তোমার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হয়, সর্বপ্রথমে তাহার ব্যবস্থা কর। ইহারাই তোমার প্রিয় সম্পাদন করিয়া বিজয় আনয়ন করিবে। তোমার পক্ষাশ্রিত জনগণের সহিত তুমি সুদৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ হইয়া, হয় বিজয়—না হয় মৃত্যু, ইহার একতর পক্ষ অবলম্বন করিয়া উত্থিত হইলে শত্রু যখন বুঝিতে পারিবে ইহারা মৃত্যুপণ করিয়া যুদ্ধে উদ্যুক্ত হইয়াছে তখনই শত্রু হতোৎসাহ হইয়া পড়িবে।

প্রবল শত্রুকে কখনও সহসা যুদ্ধে আহ্বান করিবে না। কিন্তু শ্রেষ্ঠ দূতগণকে নিযুক্ত করিয়া শত্রু-রাজাকে হতোৎসাহ করিবে। হতোৎসাহ শত্রু বশীভূত শত্রু হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহে। প্রবল শত্রু হতোৎসাহ হইলে বিজিগীষু রাজার নানাবিধ সমৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। এই বিজিগীষু রাজা তাহার কোষ ও বল নিরুদ্বেগে বর্দ্ধিত করিতে পারিবে। কোষ ও বল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকিলে মিত্রলাভ অনায়াসসাধ্য হইয়া থাকে। ধনবানেরই বহু মিত্র হইয়া থাকে এবং ধনবানকেই লোকে আশ্রয় করে। সমৃদ্ধির সময়ে যাহারা মিত্র হয়, অসমৃদ্ধির সময়ে তাহারই শত্রু হইয়া থাকে। শত্রুও ধনসমৃদ্ধ নরপতির আশ্রয়গ্রহণ করিয়া থাকে। শত্রুকে নিরুৎসাহ রাখিয়া বিজিগীষু রাজা সর্বতো-ভাবে স্বীয় প্রতাপ বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট থাকিবে। কোষসম্পন্ন এবং বলসম্পন্ন প্রবলপ্রতাপান্বিত নরপতির প্রতি শত্রু স্বভাবতই আসক্ত হইয়া থাকে। শত্রুই যদি সহায়ক হয় তবে বিজিগীষু রাজার সমৃদ্ধি-লাভ সুনিশ্চিত। রাজা কোন অবস্থাতেই ভীত হইবেন না। যে

কোন আপদ উপস্থিত হোক রাজা নির্ভীক চিত্তে তাহার প্রশমন করিবেন। রাজার হৃদয় বস্তুতঃ ভীত হইলেও কোন কার্যেই ভীতবৎ ব্যবহার করিবেন না। রাজাই যদি ভীত হইয়া পড়েন তবে তাঁহার সমস্ত প্রকৃতিবর্গ ভীত হইয়া পড়িবে। ভীত রাজার রাষ্ট্রবল এবং অমাত্যবর্গ আর ঐকমত্য রক্ষা করিতে না পারিয়া তাহারা পৃথক্ বুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া কেহ বা শত্রুপক্ষকে আশ্রয় করে, কেহ বা রাজাকে পরিত্যাগ করে। যাহারা পূর্বে রাজা কর্তৃক অপমানিত হইয়াছিল তাহারাই ভীত রাজার কোষাদি হরণ করে। নরপতি ভীত হইলেও পূর্বে উপকৃত সুহৃদ্‌বর্গ যাহারা এ অবস্থায়ও নরপতিকে ত্যাগ করে না তাহারা নরপতির প্রকৃত মিত্র। যে রাজার সহায়তায় মিত্রবর্গ কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁহারা রাজার শোকে শোকযুক্ত হইয়া থাকেন। যে সমস্ত পূর্ব সম্মানিত রাষ্ট্রবাসী ও সুহৃদ্‌বর্গ এইরূপ মনে করে যে—আমাদের এই রাজ্য, আমাদের নেতা বিপদমগ্ন হইলে, তাহাকে আমরাই উদ্ধার করিব—এইরূপ দৃঢ় অভিমতযুক্ত পুরুষই প্রকৃত মিত্র এবং এতাদৃশ বহু মিত্রই তোমার রাষ্ট্রে আছে। তুমি কোন অবস্থায়ই ভীত হইও না। তুমি ভীত হইলে তোমার অমাত্যাদি ভীত হইয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিবে। তোমার প্রভাব, পৌরুষ ও বুদ্ধি জানিবার জন্যই—তোমার বৃদ্ধির জন্যই আমি তোমাকে এই সমস্ত কথা বলিলাম। যদি তুমি মনোযোগের সহিত আমার বাক্য শুনিয়া থাক তবে উৎসাহের সহিত জয়ের জন্য উত্থান কর। সঞ্চিত বিশাল রাজ-কোষ তোমার আছে যাহা তুমি জান না আমি জানি। এই কোষের সন্ধান আর কেহই রাখে না। সেই সঞ্চিত মহাকোষ আমি তোমাকে প্রদান করিতেছি। তোমার সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী অনেক সুহৃদ্ তোমার এই রাজ্যে আছে, যাহারা সংগ্রামভূমিতে কখনও পরাঙ্মুখ হইবে না। এইরূপ বহু সহায় তোমার আছে। এইরূপ সহায়যুক্ত রাজা অনায়াসেই জয়শ্রী লাভে সমর্থ হইয়া থাকে।"

রাণী বিদুলার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীত সঞ্জয়ের হৃদয় হইতে ভয় অপগত হইয়া উৎসাহে হৃদয় পূর্ণ হইয়াছিল। তখন সঞ্জয় বলিয়াছিলেন 'আমি অশেষ শত্রুজালমগ্ন হইয়াও, হতোদ্যম হইয়াও, মৃত্যু প্রতীক্ষা করিয়াও, তোমার এই অসাধারণ অনুশাসনের ফলে আশ্রয়লাভ করিয়াছি। পৈতৃক রাজ্য যেন ফিরিয়া পাইলাম। আমি যে তোমার উক্তির কিঞ্চিৎ প্রতিবাদ করিয়াছি তাহা তোমার অধিক অনুশাসন শ্রবণ করিবার জন্যই করিয়াছি। আমি তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া আরও অধিক শ্রবণের ইচ্ছাতেই তোমার উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছি। তোমার কথায় আমার হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইয়াছে। এই আমি শত্রু দমনের জন্য ও বিজয়লাভের জন্য উত্থিত হইতেছি।"

কুন্তী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন যে, কশাহত সদশ্বেরমত সঞ্জয় বিদুলার বাক্যে উৎসাহযুক্ত হইয়া, বিদুলার সমস্ত অনুশাসন যথাযথ-ভাবে অনুষ্ঠান করিয়া, পৈতৃকরাজ্যের উদ্ধার করিয়াছিলেন। কুন্তী বলিয়াছিলেন—বিদুলার এই অনুশাসনই নৃপতিগণের তেজোবর্দ্ধক ও হর্ষবর্দ্ধক। শত্রু দ্বারা পীড়িত রাজাকে মন্ত্রী এই উপাখ্যান শ্রবণ করাইবেন। এই ইতিহাস জয়াখ্য ইতিহাস নামে প্রসিদ্ধ। এই উপাখ্যান শ্রবণ করিলে রাজার পৃথিবীময় শত্রুনাশ হইয়া থাকে। গর্ভিণী স্ত্রী পুনঃ পুনঃ এই উপাখ্যান শ্রবণ করিলে বীর পুত্র প্রসব করিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয় রমণীগণ এই উপাখ্যান শ্রবণ করিলে তেজ ও বীর্য সম্পন্ন, মহাপরাক্রম, শত্রুজেতা, অসৎগণের নিয়ন্তা ও সাধুগণের রক্ষক পুত্র প্রসব করিয়া থাকেন।

মহারাণী কুন্তী স্বীয় পুত্রগণের উৎসাহবৃদ্ধির জন্য শ্রীকৃষ্ণকে এই বিদুলানুশাসন বলিয়াছিলেন। ইহাদ্বারা মহারাণী কুন্তীর দুর্বারণীয় ক্ষাত্রতেজ ও নীতিজ্ঞান সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণও এই সমস্ত কথা পাণ্ডবগণকে যথাযথভাবে শুনাইয়াছিলেন।

দশম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনায় সন্ধি-সভাতে আলোচনায় ব্যর্থমনোরথ হইয়া ভীষ্ম-দ্রোণাদি ও কুন্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বিদুরের গৃহে আগমন করিয়াছিলেন। কুন্তী শ্রীকৃষ্ণকে পাণ্ডবগণের উৎসাহ-বর্দ্ধনের জন্য যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। কুন্তী যখন এই সমস্ত কথা কৃষ্ণকে বলিতেছিলেন, তখন কৃষ্ণ ও কুন্তীর সমীপেই ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্যোধন প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। ইঁহাদের সমক্ষেই কুন্তী ঐ সমস্ত বাক্য বলিয়াছিলেন। কৃষ্ণ কুন্তীর সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, কুন্তীকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিয়া, পাণ্ডবদের সহিত মিলিত হইবার জন্য উপপ্লব্য নগরীতে গমন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ হস্তিনা হইতে প্রস্থান করিলে পর ভীষ্ম ও দ্রোণ কুন্তীর বাক্য শ্রবণ করিয়া উদ্ধত দুর্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"হে রাজন্! কুন্তী কেশবের নিকটে উদারার্থযুক্ত যে সমস্ত বাক্য কহিলেন, তাহা তো তুমি শ্রবণ করিলে। কুন্তীর কথায় বাসুদেবেরও বিলক্ষণ সম্মতি আছে বুঝিতে পারা গিয়াছে। পাণ্ডবগণ অবশ্যই কুন্তীর বাক্যানুসারে কার্য করিবে। কুন্তীর বাক্য দ্বারা পাণ্ডবগণ অতিশয় উৎসাহিত হইবে। পাণ্ডবেরা রাজ্য-ব্যতিরেকে কখনই ক্ষান্ত হইবে না। তুমি সভামধ্যে পাণ্ডবগণকে ও দ্রৌপদীকে বহু ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলে। সেই সময়ে পাণ্ডবেরা ধর্মবন্ধনে আবদ্ধ ছিল বলিয়াই উহা সহ্য করিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে পাণ্ডবগণ সর্ববিষয়েই সমৃদ্ধ হইয়াছে। এখন তাহারা কিছুতেই তোমাকে ক্ষমা করিবে না। অতএব, হে দুর্যোধন, আমাদের অভিপ্রায় এই যে, তুমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করিয়া পৃথিবীকে রক্ষা কর। তুমি সুহৃদ্‌গণের বাক্য শ্রবণ করিয়া উপস্থিত

যুদ্ধ হইতে বিরত হও। যদি তুমি সুহৃদ্‌গণের বাক্য শ্রবণ না কর, তাহা হইলে পরিণামে কুরুগণের ক্ষয়ে তোমাকে অত্যন্ত অনুতাপ করিতে হইবে এবং কুরুকুলের ক্ষয় দর্শন করিয়া আমাদের বাক্য স্মরণ করিবে।

কুন্তী ও বিদুর সংবাদ

মহাত্মা বাসুদেব অকৃতকার্য হইয়া হস্তিনা হইতে পাণ্ডবগণের সমীপে গমন করিলে পর মহামতি বিদুর কুন্তীর নিকট গমনপূর্বক অত্যন্ত শোকাকুল চিত্তে মৃদুবাক্যে কহিলেন—"হে কুন্তি, যুদ্ধবিষয়ে আমার অত্যন্ত আপত্তি ছিল। আমি যুদ্ধ নিরোধ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি তাহা আপনার অবিদিত নাই। আমি সর্বদাই দুর্যোধনকে সন্ধি করিতে অনুরোধ করিতেছি। তথাপি ঐ দুরাত্মা আমার বাক্যে কর্ণপাত করিতেছে না। মহারাজ যুধিষ্ঠির উপপ্লব্য নগরীতে অবস্থান করিতেছেন। চেদী, পাঞ্চাল ও কেকেয়বংশীয়গণ এবং ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও কৃষ্ণ প্রভৃতি মহাবীরগণ যুধিষ্ঠিরের সহায় হইয়াছেন। তথাপি যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিসৌহার্দ্দ ও ধর্মরক্ষার নিমিত্ত বলবান্ হইয়াও দুর্বলের ন্যায় সন্ধি স্থাপনে যত্ন করিতেছেন। বৃদ্ধ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের শান্তি স্থাপনের কিছুমাত্র বাসনা নাই। তিনি পুত্রমদে মত্ত হইয়া অধর্মপথের পথিক হইয়াছেন। স্পষ্টই বোধ হইতেছে জয়দ্রথ, কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির দুর্বুদ্ধি প্রভাবে অচিরাৎ ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। যাহারা ধার্মিকের প্রতি এইরূপ অধর্ম ব্যবহার করিয়া বৈরানল প্রজ্বলিত করিয়াছে তাহারা অবশ্যই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। কৌরবগণ অত্যন্ত উৎপথবর্ত্তী হইয়া ধর্ম বিনষ্ট করিয়াছে বলিয়া তাহাদের প্রতি সকলেরই মন বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। হে কল্যাণি! কৃষ্ণ যখন সন্ধি স্থাপনে অকৃতকার্য হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন তখন

পাণ্ডবগণ অবশ্যই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে। আর তাহাতে কৌরব-গণের দুর্নীতি নিবন্ধন অসংখ্য বীরপুরুষ অকালে কালভবনে গমন করিবে। হে ভদ্রে, আমি এই চিন্তায় আকুল হইয়া দিবারাত্র নিদ্রিত হইতে পারিতেছি না।"

মনস্বিনী কুন্তী বিদুরের বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—"অর্থে ধিক্! এই অর্থের নিমিত্তই যুদ্ধে জ্ঞাতি-বধ ও সুহৃদ্‌বর্গের বিনাশ হইবে। পাণ্ডবগণ চেদিবংশীয় ও যদুবংশীয়গণের সহিত মিলিত হইয়া কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিবে। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে।" এইস্থলে কুন্তীর বিশেষ দুঃখের কারণ এই যে, কুন্তীর পুত্রগণ, কুন্তীর বান্ধবগণের সহিত মিলিত হইয়া তদীয় পতিকুলের সহিত যুদ্ধ করিবে। চেদিবংশীয়গণ কুন্তীর সহোদরা ভগ্নির সন্তান এবং যদুবংশায়গণও তাঁহার পিতৃপক্ষীয়। তাহারা কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিলে কুন্তীর বান্ধববর্গ ই তাঁহার পতিকুলের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইবে। এই মনে করিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন।

কুন্তী মনে করিতেছিলেন—যুদ্ধ সংঘটিত হইলে দারুণ ক্ষয় উপস্থিত হইবে, আর যুদ্ধ না হইলে পাণ্ডবগণকে চির-বনবাসী হইয়া থাকিতে হইবে। মনে হইতেছে নির্ধনের মৃত্যুই শ্রেয়। জ্ঞাতি বধ করিয়া জয়লাভ অনর্থকই বটে। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছে। পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ ও কর্ণ দুর্যোধনের পক্ষবর্ধন করিয়া আমার ভয় উৎপাদন করাইতেছেন। যদিও আচার্য দ্রোণ স্বীয় শিষ্য পাণ্ডবগণের সহিত প্রসন্ন মনে যুদ্ধ করিবেন না এবং পিতামহ ভীষ্মও কখন পাণ্ডবগণের প্রতি নিরপেক্ষ হইতে পারেন না ভীষ্ম ও দ্রোণ কৌরবের পক্ষে থাকিলেও পাণ্ডবের তাহাতে খুব ভয়ের কারণ

নাই কিন্তু এক কর্ণই দুর্মতি দুর্যোধনের পক্ষাবলম্বন করায় আমার অত্যন্ত ভয়ের কারণ হইয়াছে। এই কর্ণ মোহগ্রস্ত হইয়া সর্বদা পাণ্ডবগণের প্রতি দ্বেষ করিয়া থাকে। অনর্থের অনুষ্ঠানে কর্ণ অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং অত্যন্ত বলশালী। কর্ণ যে পাণ্ডবগণের দ্বেষ করে ইহাতে আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। আমার পুত্রই, আমার পুত্রদের শত্রু হইয়াছে—ইহা অপেক্ষা অধিক শোকের বিষয় আর কিছুই নাই। অতএব আজ আমি কর্ণের নিকটে তাহার জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি কর্ণের মন প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিব। আমি বাল্যকালে সখীপরিবৃত হইয়া পিতা কুন্তিভোজের অন্তঃপুরে বাস করিতাম। ঐ সময় ভগবান্ দুর্বাসা আমার ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে দেবতা আহ্বানের মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। আমি স্ত্রী-স্বভাব ও বালস্বভাবপ্রযুক্ত বারংবার মন্ত্রের বলাবল ও ব্রাহ্মণের বাক্যের বল চিন্তা করিতে লাগিলাম। এইরূপ চিন্তাকুল হইয়া নিতান্ত কৌতূহল ও অজ্ঞতাপ্রযুক্ত মন্ত্রপূত ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া ব্রাহ্মণপ্রদত্ত মন্ত্রপাঠপূর্বক সূর্যদেবকে আহ্বান করিয়াছিলাম। সূর্যদেব মন্ত্রপ্রভাবে আমার নিকটে আগমন করিয়া দৈববিধি অনুসারে কন্যাবস্থাতেই আমার গর্ভে কর্ণকে উৎপাদন করিয়াছিলেন। কর্ণ আমার কানীন পুত্র। তাহাকে আমি পুত্রবৎ গর্ভে ধারণ করিয়াছি। সে কি নিমিত্ত আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ করিবে না!

কুন্তী ও কর্ণ সংবাদ

মহাভাগা কুন্তী এইরূপে কার্য নিশ্চয় করিয়া ভাগীরথী তীরাভিমুখে কর্ণ সন্নিধানে গমন করিতে লাগিলেন। কুন্তী ক্রমে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—স্বীয়পুত্র সত্যপরায়ণ মহাতেজা কর্ণ গঙ্গাতীরে পূর্বমুখে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সূর্যের আরাধনা করিতেছে। কুন্তী তথায়

গমন করিয়া সূর্যতাপে অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে কর্ণের উত্তরীয় বস্ত্রের ছায়ায় দাঁড়াইয়া কর্ণের জপাবসান প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মহানুভব কর্ণ এইরূপে জপ করিতে করিতে সূর্য পশ্চিম গগনে গমন করিলে পশ্চিমাভিমুখী হইয়া কুন্তীকে দেখিতে পাইলেন। কর্ণ কুন্তীকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক কহিতে লাগিলেন—'হে আর্যে, রাধাগর্ভসম্ভূত সূত অধিরথের ঔরসজাত পুত্র কর্ণ আপনাকে অভিবাদন করিতেছে। আপনি কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন। আজ্ঞা করুন কি করিতে হইবে।'

কুন্তী কহিলেন—'বৎস, তুমি আমার গর্ভজাত পুত্র, তুমি রাধাগর্ভ-সম্ভূত নও, অধিরথও তোমার পিতা নয়। সূতকুলেও তোমার জন্ম হয় নাই। তুমি আমার কানীন পুত্র। আমি কন্যাবস্থায় কুন্তিভোজ রাজভবনে তোমাকে প্রসব করিয়াছি। ভুবন-প্রকাশক ভগবান্ দিনকর আমার গর্ভে তোমাকে উৎপাদন করিয়াছেন। তুমি সহজাত কবচ-কুণ্ডলধারী দেব-পুত্রসদৃশ দুর্দ্ধর্ষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। হে বৎস, তুমি মোহবশতঃ স্বীয় ভ্রাতৃগণের সহিত সৌহার্দ না করিয়া এক্ষণে যে দুর্যোধনের সেবা করিতেছ ইহা কি তোমার উপযুক্ত কার্য হইতেছে? মহাত্মাগণ ধর্মনিশ্চয় বিষয়ে পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করা পুত্রের প্রধান কর্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহাবীর অর্জ্জুন পূর্বে যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত যে রাজ্য আহরণ করিয়াছিল দুর্যোধন প্রভৃতি দুরাত্মাগণ ছলপূর্বক তাহা অপহরণ করিয়াছে। এক্ষণে তুমি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের নিকট হইতে ঐ রাজ্য গ্রহণপূর্বক স্বীয় ভ্রাতৃগণের সহিত স্বচ্ছন্দে ভোগ কর। আজ কৌরবগণ কর্ণার্জ্জুন মিলন অবলোকন করুক ও দুরাত্মারা তোমাদের সৌভ্রাত্র দর্শন করিয়া অবনত হউক। অর্জ্জুন ও তুমি—তোমরা দুইজন বলরাম ও কৃষ্ণ সদৃশ ভ্রাতৃযুগল।

তোমরা দুইজন একত্রিত হইলে কোন্ কার্য সম্পাদন করিতে না পার! হে কর্ণ, তুমি স্বীয় পঞ্চ ভ্রাতার সহিত মিলিত হইলে মহাযজ্ঞের বেদীর উপরিস্থ দেবপরিবৃত ব্রহ্মার ন্যায় শোভা পাইবে। তুমি সর্বগুণসম্পন্ন ও সর্বশ্রেষ্ঠ, ভ্রাতৃগণের অগ্রজ—তুমি কুন্তীর পুত্র। অতএব সূতপুত্র নাম নিবৃত্ত হইয়া যাউক।'

কুন্তীর বাক্য অবসান হইলে ভগবান্ ভাস্কর গগন হইতে কর্ণকে কহিলেন—'হে বৎস কর্ণ, কুন্তী সত্যকথা বলিয়াছেন, তুমি স্বীয় মাতার বচনানুসারে সমুদয় কার্য কর। ইহাতে তোমার শ্রেয়ো লাভ হইবে।'

সত্যপরায়ণ কর্ণ, স্বীয় মাতা কুন্তী ও পিতা দিবাকরের বাক্য শ্রবণ করিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া কহিলেন—'হে মাতঃ, আমি আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়াও তাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি না। আপনার বাক্যানুসারে কার্য করিলে আমার ধর্মহানি হইবে। দেখুন আপনার নিকট হইতে আমার জাতিভ্রংশ হইয়াছে। আপনি আমার জন্মকালে পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত অযশস্কর ও কীর্ত্তিরোধের কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। আমি শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম কিন্তু আমি আপনার নিমিত্তই ক্ষত্রিয়োচিত সংকার প্রাপ্ত হই নাই। অতএব আর কোন্ শত্রু আপনার অপেক্ষা আমার অধিক অপকার করিবে? আপনি আমার ক্ষত্রিয় সংস্কার প্রাপ্তিকালে দারুণ নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়া এক্ষণে আমাকে আপনার কার্যসাধনের জন্য অনুরোধ করিতেছেন। আপনি পূর্ব্বে মাতার ন্যায় আমার হিতচেষ্টা না করিয়া এখন স্বীয় হিত কামনায় আমাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। আপনি পূর্ব্বে আমাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিলে আমার আজ হীন অবস্থা হইত না। হে মাতঃ, কৃষ্ণ সমভিব্যহারে অর্জ্জুনকে অবলোকন করিলে কোন্ ব্যক্তি ভীত ও ব্যথিত না হয়? আজ যদি আপনার কথা অনুসারে পাণ্ডবগণের নিকটে গমন করিয়া তাহাদের পক্ষাবলম্বন

করি তাহা হইলে সকলেই আমাকে অর্জ্জুন হইতে ভীত জ্ঞান করিবে। আজ পর্যন্ত কেহই আমাকে পাণ্ডবগণের ভ্রাতা বলিয়া জানে না। যদি এই মহাযুদ্ধকালে পাণ্ডবগণের সমীপে গমন করি, তাহা হইলে বীর ক্ষত্রিয়গণ আমাকে কি বলিবে? হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠে! ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণ আমাকে সর্বপ্রকার ভোগ্য প্রদান ও যথোচিত সৎকার করিয়া আসিতেছে। আজ আমি কিরূপে তাহা বিফল করিব? যাহারা পাণ্ডবগণের সহিত বৈরীভাব অবলম্বন করিয়া প্রতিনিয়ত আমার উপাসনা ও আমাকে সম্মানিত করিয়া আসিতেছে, যাহারা কেবল আমার বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিবার আশা পোষণ করিতেছে, আমি আজ কিরূপে তাহাদের সেই আশালতা ছেদন করিব? যাহারা আমাকে আশ্রয় করিয়া অপার সমর-সাগর পার হইতে আশা করিতেছে, আমি কিরূপে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিব? যাহারা ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণের নিকট জীবিকা লাভ করিয়াছে তাহাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই সময় আমিও আমার ঋণ পরিশোধ করিব। যাহারা স্বামীর নিকট হইতে কৃতকার্য হইয়া স্বামীর কার্যকাল উপস্থিত হইলে উপেক্ষা করে সেই সকল ভর্তৃপিণ্ডাপহারী পাতকিগণের ইহলোক ও পরলোকে কল্যাণ হয় না। অতএব হে মাতঃ, আমি সত্য বলিতেছি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের হিতের জন্য আমার সাধ্যানুসারে পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া অনৃশংস ও সৎপুরুষোচিত কার্যের অনুষ্ঠান করিব। আপনার বচনানুরূপ কার্য আপাততঃ শুভকর হইলেও তাহা করিতে আমি কখনও সম্মত হইব না। পাণ্ডবগণের উপর আমার যে ক্রোধ আছে তাহা কখনও বিফল হইবে না। আমি নিশ্চয় বলিতেছি—যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেব তোমার এই চারি পুত্রকে সংহার করিব না। যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ মধ্যে কেবল অর্জ্জুনের

সহিতই আমার সংগ্রাম হইবে। অতএব হয় অর্জ্জুনকে সংগ্রামে নিহত করিয়া দুর্যোধনের উপকার করিব, না হয় আমি অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হইয়া উৎকৃষ্ট স্বর্গলাভ করিব। হে পুত্রবৎসলে, আপনার পঞ্চপুত্র কখনো বিনষ্ট হইবে না। কারণ অর্জ্জুন আমার হস্তে নিহত হইলে আমি জীবিত থাকিব, অথবা অর্জ্জুনের হস্তে আমি নিহত হইলে অর্জ্জুন জীবিত থাকিবে। এইরূপে আপনি চিরকাল পঞ্চ পুত্রের জননী হইয়া অবস্থান করিবেন। কিন্তু আপনার ছয়টি পুত্র কখনও জীবিত থাকিবে না।'

কুন্তী মহাবীর কর্ণের কথা শ্রবণ করিয়া দুঃখে কম্পিত হইয়া কর্ণকে আলিঙ্গনপূর্বক কহিতে লাগিলেন—'হে বৎস, তুমি যেরূপ কহিলে ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে কৌরবগণ বিনষ্ট হইবে। কি করিব দৈবই বলবান্। কিন্তু, তুমি যে অর্জ্জুন ভিন্ন যুধিষ্ঠিরাদি চারি ভ্রাতাকে অভয় প্রদান করিয়াছ ইহা যেন তোমার মনে থাকে।' কুন্তী ও কর্ণ এইরূপে কথোপকথন সমাপ্ত করিয়া পরস্পর অনাময় ও স্বস্তিবাক্য উচ্চারণ করিয়া বিভিন্ন পথে গমন করিলেন। এইখানে উদ্যোগপর্ব্বের ১৪৬ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

কর্ণ-কুন্তী-সংবাদের পরে কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। এই মহাযুদ্ধে ভীষ্মপর্ব, দ্রোণপর্ব, কর্ণপর্ব, শল্যপর্ব, সৌপ্তিকপর্ব প্রভৃতিতে কুন্তীর বিষয়ে কোন আলোচনা নাই। সৌপ্তিকপর্ব্বের পরে স্ত্রীপর্ব্ব। এই স্ত্রীপর্বের শেষ অধ্যায়ে কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে নিহত বান্ধববর্গের তর্পণ করিবার জন্য পাণ্ডবগণ হতাবশিষ্ট বান্ধবগণের ও বিধবা কুরু-রমণীগণের সহিত গঙ্গাতে গমন করিয়াছিলেন। গঙ্গাতে স্নান করিয়া যুধিষ্ঠিরাদি যখন বান্ধববর্গের তর্পণ করিতেছিলেন তখন সেই সময়ে মহারাণী কুন্তী সহসা শোকবিহ্বলা হইয়া রোদন করিতে করিতে মৃদুবাক্যে পাণ্ডবগণকে বলিয়াছিলেন—'যে মহাবীর অধিরথ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইয়াছে, যে সর্ববিধ বীরলক্ষণে লক্ষিত ছিল, যাহাকে তোমরা সূতপুত্র

বলিয়া জানিতে এবং রাধেয় বলিয়া তোমাদের নিকট পরিচিত, যে সৈন্যসমূহের মধ্যে সূর্যের মত দীপ্তিমান্ এবং যে তোমাদের সহিত সর্বদা যুদ্ধে ব্যাপৃত হইত, যে দুর্যোধন-বাহিনীর প্রধান নেতা ছিল, যাহার মত বলবান্ পৃথিবীতে আর কেহ ছিল না, যে প্রাণ বিনিময়েও নিজের যশঃ রক্ষা করিবার জন্য উদ্গ্রীব থাকিত,—সেই সত্যসন্ধ, সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ কর্ণ তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তোমরা তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণের তর্পণ কর। এই কর্ণ তোমাদের সকলের জ্যেষ্ঠ এবং ভগবান্ দিবাকর হইতে আমার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে। এই কর্ণ সহজাত কুণ্ডল ও কবচ লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল।'

পাণ্ডবগণ মাতার এই দারুণ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণের জন্য অতিশয় আর্ত্ত ও শোকাকুল হইয়াছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির সাতিশয় শোকাকুল হইয়া মাতা কুন্তীকে বলিয়াছিলেন—'যে কর্ণ অসাধারণ বীর, মহাভুজ এবং মহাবলপরাক্রান্ত, যাঁহার সম্মুখে যুদ্ধার্থী হইয়া কেবল অর্জ্জুন ভিন্ন আর কেহই অবস্থান করিতে সমর্থ হইত না, সেই কর্ণ কিরূপে তোমার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিলেন? যাঁহার বাহুবীর্যে আমরা সর্বদা সন্তপ্ত ছিলাম, সেই প্রজ্বলিত অগ্নি তুমি কিরূপে বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিলে? আমরা যেমন অর্জ্জুনের বাহুবল আশ্রয় করিয়াছিলাম, সেইরূপ কৌরবগণ কর্ণের বাহুবল আশ্রয় করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিল। কর্ণ ব্যতীত কেহই সমস্ত রাজগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইত না। সর্ব্বশস্ত্রে সুশিক্ষিত সেই কর্ণ আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এই অমিতবিক্রম কর্ণকে তুমি কেমন করিয়া পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলে? হায়! তোমার এই মন্ত্র গোপনের ফলে আমরা কর্ণকে নিহত করিলাম। কর্ণের মৃত্যুতে আজ আমরা সবান্ধব সকলেই শোকসাগরে নিমগ্ন হইলাম। অভিমন্যুর বিনাশে, দ্রৌপদীর পুত্রগণের বিনাশে, পাঞ্চাল-পুত্রগণের বিনাশে এবং কৌরবগণের

বিনাশে আমাদের যে দুঃখ হইয়াছে, তাহার শত গুণ দুঃখ কর্ণের বিনাশে হইয়াছে। কর্ণের বিনাশে অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া যেন অগ্নি-রাশির মধ্যে পতিত হইয়া দগ্ধ হইতেছি। কর্ণ আমাদের সঙ্গে থাকিলে পৃথিবীলোকে ও স্বর্গলোকে আমাদের কিছু অপ্রাপ্য থাকিত না। পূর্বে আমরা কর্ণকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া জানিলে কখনই এই দারুণ ঘোর কৌরবান্তক মহাযুদ্ধ হইত না।' এইরূপে যুধিষ্ঠির বহু বিলাপ ও আর্ত্তনাদ করিয়া কর্ণের তর্পণ করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণের রোদনধ্বনিতে অত্যন্ত দুঃখাকুল হইয়া সমস্ত বিধবা কুরুরমণীগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে যে সমস্ত রমণীবর্গ উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির মৃত কর্ণের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিযুক্ত হইয়া কর্ণের বিধবা পত্নীগণকে সেই স্থানে আনয়নপূর্বক তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া কর্ণের প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। যথাবিধি কর্ণের প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির অতিশয় শোকার্ত্ত হইয়া বলিয়াছিলেন —'আমি মহাপাপী, আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণকে বিনাশ করিয়াছি। এইজন্য আজ আমি এই অভিসম্পাত প্রদান করিতেছি যে—'স্ত্রীলোকের হৃদয়ে কোন গুপ্ত মন্ত্রণা থাকিবে না, স্ত্রীলোকগণ কোন গুপ্ত মন্ত্রণা গোপন করিয়া রাখিতে পারিবেন না।' মহারাজ যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া শোকে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া গঙ্গা হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন। পাণ্ডবগণ তর্পণ করিয়া গঙ্গা হইতে উত্থিত হইয়া সকলেই গঙ্গাতীরে উপবেশন করিয়াছিলেন। এইখানে স্ত্রীপর্ব সমাপ্ত হইয়াছে।

অনন্তর শান্তিপর্ব্বের প্রারম্ভে যখন পাণ্ডবগণ মৃত বান্ধবগণের তর্পণ করিয়া গঙ্গাতীরে অবস্থান করিতেছিলেন তখন মহারাজ, সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণ এবং দ্বৈপায়ন, নারদ, মহর্ষি দেবল, দেবস্থান ও কণ্ব শিষ্য পরিবৃত হইয়া পাণ্ডবগণের নিকট আগমন করিয়াছিলেন। অন্যান্য

বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণও তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং গৃহস্থ স্নাতক-বর্গও মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়াছিলেন। এই সময়ে দেবর্ষি নারদ ব্যাসাদির সহিত মিলিত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'হে মহারাজ, তোমার বাহুবীর্যে ও গোবিন্দপ্রসাদে সমগ্র পৃথিবী তোমার আয়ত্তে আসিয়াছে এবং এই লোকভয়ংকর মহাসমর হইতেও তোমরা নিস্তীর্ণ হইয়াছ। তুমি ক্ষত্রিয়ধর্মে নিরত আছ এবং এই অবস্থায় উপনীত হইয়া প্রসন্ন আছ তো? তোমার শত্রুবর্গ নিহত হইয়াছে, এখন তুমি বান্ধববর্গের প্রীতি সম্পাদন করিতেছ তো? এই মহাশ্রীলাভ করিয়া তুমি শোকে পীড়িত হইতেছ না তো?' তদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন, 'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে ও ভীমার্জ্জুনের বাহুবলে এবং ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদে সমস্ত পৃথিবী আমার অধীন হইয়াছে। কিন্তু আজ পৃথিবী আমার অধীন হইলেও আমার হৃদয়ে দারুণ দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে। লোভবশতঃ সম্পূর্ণ জ্ঞাতিক্ষয় করিয়া, অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পুত্রগণকে বধ করাইয়া এই জয়ও আমার নিকট পরাজয় বলিয়া মনে হইতেছে। আরও অন্য একটি মহৎ দুঃখ আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি—মাতা কুন্তী মন্ত্র গোপন করাতে আমরা দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। যে দশ সহস্র হস্তিতুল্য বলশালী ছিল, এইলোকে যাহার সমকক্ষ যোদ্ধা আর কেহ ছিল না, যে সিংহসদৃশ গতিসম্পন্ন, ধীমান্, দয়ালু, দাতা, অত্যন্ত সংযত, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের একমাত্র আশ্রয়নীয়, তীক্ষ্ণপরাক্রম, ক্রোধ-সম্পন্ন এবং প্রতি যুদ্ধে আমাদের পরাজয়কর্ত্তা, শীঘ্রাস্ত্রচিত্রযোধী এবং অদ্ভুত বিক্রম এই মহাবীর কর্ণ কুন্তীর গূঢ়োৎপন্ন পুত্র এবং আমাদের সকলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তর্পণ করিবার সময় কুন্তী আমাদিগকে এই কথা বলিয়াছেন। আমি রাজ্যলুব্ধ হইয়া অজ্ঞানপ্রযুক্ত এই জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতার বিনাশ সাধন করিয়াছি, এজন্য অগ্নি যেমন তুলারাশিকে ভস্ম

করে, এইরূপে কর্ণের মৃত্যুশোকে আমার দেহ দগ্ধ হইতেছে। কর্ণ যে আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহা অর্জ্জুনও জানিত না, আমিও জানিতাম না এবং ভীম, নকুল, সহদেবও জানিত না। কিন্তু আমরা যে কর্ণের ভ্রাতা তাহা মহাবীর কর্ণ বিশেষভাবেই জানিতেন। শুনিয়াছি মাতা কর্ণের নিকটে গমন করিয়াছিলেন—আমাদের সহিত কর্ণের শান্তি স্থাপনের জন্য তাহাকে নিজের পুত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্ণ কুন্তীর অভিপ্রায় রক্ষা করেন নাই। মহাবীর কর্ণ মাতা কুন্তীকে বলিয়াছিলেন—আমি দুর্যোধনের পক্ষ এখন কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিব না। এখন দুর্যোধনের পক্ষ ত্যাগ করিলে আমার অনার্যতা নৃশংসতা ও কৃতঘ্নতা হইবে। হে মাতঃ, তোমার অভিপ্রায় অনুসারে যদি এখন যুধিষ্ঠিরের সহিত সন্ধি করি তবে সকলেই আমাকে অর্জ্জুনের ভয়ে ভীত এইরূপ মনে করিবে। এজন্য আমি কৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুনকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পরে যুধিষ্ঠিরের সহিত সন্ধি করিব। কর্ণের কথা শুনিয়া কুন্তী বলিয়াছিলেন—তুমি যুধিষ্ঠিরাদি চারি ভ্রাতাকে অভয় প্রদান কর। মাত্র অর্জ্জুনের সহিতই তুমি সংগ্রাম করিবে। তখন কর্ণ দুঃখে কম্পিত কুন্তীকে কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—হে মাতঃ, তোমার চারিপুত্র আমার বধ্য হইলেও আমি তাহাদিগকে বধ করিব না। হে মাতঃ, তোমার পাঁচ পুত্রই থাকিবে, কিন্তু ছয়টি পুত্র থাকিবে না। যুদ্ধে কর্ণ নিহত হইলে অর্জ্জুনকে লইয়া তোমার পাঁচ পুত্র থাকিবে এবং যুদ্ধে অর্জ্জুন নিহত হইলে কর্ণকে লইয়া তোমার পাঁচ পুত্র থাকিবে। তখন পুত্র-কল্যাণাকাঙ্ক্ষিনী মাতা কর্ণকে বলিয়াছিলেন—হে কর্ণ, তুমি যে ভ্রাতৃগণের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষাকর তাহাদের কল্যাণ করিবে। এই কথা বলিয়া কুন্তী কর্ণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই সহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। মাতা এই গুপ্ত মন্ত্র

আমাদের কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। অর্জ্জুন কর্তৃক কর্ণ নিহত হইলে পরে আমি কর্ণকে আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া জানিয়াছি। তর্পণকালে মাতার কথাতেই আমি ইহা জানিতে পারিয়াছি। আমি ঘোর পাপকর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি, আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃঘাতী, এজন্য আমার হৃদয় শোকে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। কর্ণ ও অর্জ্জুন আমার সঙ্গে থাকিলে আমি ইন্দ্রকেও জয় করিতে পারিতাম। দ্যূত সভাতে দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ যখন আমাদিগকে অত্যন্ত নিপীড়িত করিয়াছিল তখন সহসা আমার হৃদয়ে ক্রোধ উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু কর্ণকে দেখিবামাত্র আমার ক্রোধ শান্ত হইয়াছিল। যখন কর্ণ দ্যূত-সভাতে আমাদিগকে অতি রুক্ষ কটু কথা বলিতেছিলেন তখন কর্ণের চরণযুগল নিরীক্ষণ করিয়া আমার ক্রোধ শান্ত হইয়া গিয়াছিল। কারণ, মাতার চরণযুগলের সাদৃশ্যই কর্ণের চরণযুগল দর্শন করিয়া-ছিলাম। কর্ণের চরণযুগল কুন্তীর চরণের সদৃশ কিরূপে হইল তাহা বহু চিন্তা করিয়াও আমি স্থির করিতে পারি নাই।' এইরূপে নারদের সহিত যুধিষ্ঠিরের বহু কথোপকথন হইয়াছিল এবং কর্ণ, পরশুরামের নিকট হইতে যেরূপে অস্ত্রসমূহ লাভ করিয়াছিলেন ও পরশুরামও ব্রাহ্মণ কর্তৃক যেরূপে অভিশপ্ত হইয়াছিলেন এই সমস্ত ঘটনা নারদ যুধিষ্ঠিরের নিকট বলিয়াছিলেন। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে "ষড়ভিঃ কর্ণো নিপাতিতঃ"—ছয়টি কারণের দ্বারা কর্ণের বিনাশ হইয়াছিল। এই কারণগুলি নারদ এইখানে বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণের অভিশাপ, পরশুরামের অভিশাপ, কুন্তীর প্রার্থনা, ইন্দ্রের মায়া, ভীষ্ম কর্তৃক কর্ণের অপমান, শল্য কর্ত্তৃক কর্ণের তেজোবধ এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নীতি এই সমস্ত কারণগ্রামযুক্ত হইয়া কর্ণ সম্মুখ-যুদ্ধে নিহত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। হে যুধিষ্ঠির, তাহার জন্য তুমি শোকসন্তপ্ত হইও না। নারদ এই সমস্ত কথা বলিয়া বিরত হইলে মহারাজ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত

শোকার্ত্ত হইয়া ধ্যানপরায়ণ হইয়াছিলেন। যখন যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দীন-মনা ও শোকোপহত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর অশ্রুপাত করিতেছিলেন, তখন মহারাণী কুন্তী অত্যন্ত শোকাকুলা ও দুঃখে ব্যাকুলবুদ্ধি হইয়া যুধিষ্ঠিরকে অতি মধুর বাক্যে বলিয়াছিলেন—'হে পুত্র, তুমি কর্ণের জন্য শোক করিও না। তুমি আমার কথা শোন। আমি পূর্বে কর্ণের নিকট গমন করিয়া কর্ণ যে তোমাদের ভ্রাতা এবং আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, ইহা বিশেষভাবে কর্ণকে বলিয়াছিলাম। আর ভগবান্ ভাস্করও আমার সম্মুখে ও স্বপ্নে কর্ণকে এই কথা বলিয়াছিলেন। আমি এবং সূর্য উভয়েই কর্ণকে তোমাদের ভ্রাতা বলিয়া প্রকাশ করিয়াও তোমাদের সহিত মিলিত করিতে বা তোমাদের প্রতি বৈরিভাব পরিত্যাগ করাইতে সমর্থ হই নাই। নিতান্ত কালপ্রেরিত হইয়াই কর্ণ তোমাদের প্রতি শত্রুতা করিয়াছে এবং অহিতাচরণে সর্বদা নিযুক্ত ছিল। এইজন্য পরে আমি উপেক্ষা করিয়াছিলাম।' মাতা কর্তৃক যুধিষ্ঠির এইরূপ উক্ত হইয়া অশ্রুপূর্ণ চক্ষুতে অত্যন্ত শোক-ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া মাতাকে বলিয়াছিলেন—'হে জননী, তুমি গূঢ়-মন্ত্র ছিলে বলিয়াই অর্থাৎ এই ঘটনা প্রকাশ কর নাই বলিয়া আমরা আজ এই শোক-সাগরে মগ্ন হইয়াছি।' এই বলিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির সমস্ত স্ত্রীগণের প্রতি এই অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন—

শশাপ চ মহাতেজাঃ সর্বলোকেষু যোষিতঃ।
ন গুহ্যং ধারয়িষ্যন্তীত্যেবং দুঃখসমন্বিতঃ॥

(শান্তিপর্ব ৬।১১)'

শান্তিপর্বের ৩৭, ৩৮ ও ৩৯ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে মহারাজ যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্রে নিহত বান্ধববর্গের তর্পণ করিয়া গঙ্গাতীরে মহর্ষিগণ ও হতাবশিষ্ট বান্ধবগণ পরিবৃত হইয়া অত্যন্ত শোকাবিষ্ট হইয়াছিলেন। এই শোক অপনোদনের জন্য মহর্ষিগণও ভীম, অর্জুন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ

ও দ্রৌপদী, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বহু কথা বলিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই সময় যুধিষ্ঠিরকে যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন তাহাতে মহারাজ কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া রাজ্যভার গ্রহণে সম্মত হইয়াছিলেন। অনন্তর মহা আড়ম্বরের সহিত বান্ধবগণ পরিবৃত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের হস্তিনায় প্রবেশ অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

একাদশ অধ্যায়

হস্তিনানগরে প্রবিষ্ট মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের জন্য এক মহতী সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সভাতে মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজ-সিংহাসনে এবং সমুজ্জ্বল স্বর্ণময় এক সিংহাসনে সাত্যকি ও বাসুদেব উপবেশন করিয়াছিলেন। ভীম, অর্জ্জুন শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। এই সভাতে মহারাণী কুন্তী হস্তিদন্ত-নির্মিত, সুবর্ণ-ভূষিত, সমুজ্জ্বল সিংহাসনে নকুল ও সহদেবকে দুই পার্শ্বে গ্রহণ করিয়া উপবেশন করিয়াছিলেন।

দান্তে সিংহাসনে শুভ্রে জাম্বূনদবিভূষিতে।
পৃথাপি সহদেবেন সহাস্তে নকুলেন চ ॥

(শান্তিপর্ব ৪০।৪)

এই অভিষেক-সভায় মহারাণী কুন্তী নকুল ও সহদেবকে সঙ্গে করিয়া এক মহা সিংহাসনে উপবিষ্টা ছিলেন। কুন্তী প্রায় যেখানে ঐশ্বর্য-সমন্বিত হইয়া উপবেশন করিতেন, নকুল সহদেবও মাতার সঙ্গেই দুই পার্শ্বে উপবেশন করিতেন। কিন্তু কুন্তী কখনও ভীম বা অর্জ্জুনকে লইয়া একত্র উপবেশন করেন নাই। ইহাতে মনে হয় কুন্তী নকুল ও সহদেবকে সর্বদাই নিজের কোলের ছেলে মনে করিতেন। কিন্তু নিজের গর্ভজাত সন্তানকে সেরূপ মনে করেন নাই। মহারাণী মাদ্রী দেহত্যাগ করিবার সময় কুন্তীর হস্তে স্বীয় পুত্রদ্বয়কে সমর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন—'আর্যে, আমার এই দুই পুত্রকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম, তোমার পুত্রদের মত ইহাদিগকেও তুমি প্রতিপালন করিও। তুমি যেমন সমান দৃষ্টিতে পুত্রগণের পরিপালন করিতে পারিবে আমার দ্বারা সেরূপ সম্পাদিত হওয়া অসম্ভব। এই মনে করিয়াই আমি স্বামীর সহিত অনুগমন করিতেছি। তুমি পুত্রগণের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য

অবস্থিত থাক।' মাদ্রীর এই প্রার্থনা মহারাণী কুন্তী মৃত্যুকাল পর্যন্ত বিস্মৃত হন নাই এবং নিজের গর্ভজাত পুত্রগণ অপেক্ষা সপত্নী-পুত্র নকুল ও সহদেবের প্রতি সর্বত্র অধিক স্নেহ ও আদর প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা কুন্তীর চরিত্রের একটি অসাধারণ বিষয়। সাধারণতঃ রমণীগণের সপত্নী পুত্রের প্রতি বিদ্বেষই হইয়া থাকে। কিন্তু কুন্তী-চরিত্রে তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত। স্বীয় গর্ভজাত পুত্র অপেক্ষা অধিক স্নেহ ভালবাসা সপত্নী-পুত্র-দ্বয়ের প্রতি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কুন্তীর এই ব্যবহার সাংসারিক স্থিতির পক্ষে অতিশয় অনুকূল ও কল্যাণকর।

অতঃপর শান্তিপর্ব ও অনুশাসনপর্বে কুন্তীর প্রসঙ্গ কিছুই নাই। কিন্তু অশ্বমেধপর্বে মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তখন সেই যজ্ঞে অনন্ত সুবর্ণরাশি সমবেত করিয়া চতুর্বর্ণের মধ্যে দান করিয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন যজ্ঞাদিতে দান কেবল ব্রাহ্মণ-গণকেই করা হইত, অন্যবর্ণের জনসাধারণ তাহা পাইতেন না। কিন্তু এ কথা সঙ্গত নহে। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্বন্ধে বলা আছে—

অনন্তরং দ্বিজাতিভ্যঃ ক্ষত্রিয়া জহ্রিরে বসু।
তথাবিট্ শূদ্রসংঘাশ্চ তথান্যে ম্লেচ্ছজাতয়ঃ॥

(অশ্বঃ ৮৯।২৬)

ইহার অভিপ্রায়—এই অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণ প্রভূত ধন গ্রহণ করিয়া বিরত হইলে, ক্ষত্রিয়গণ বহু ধন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর বৈশ্য-গণ, শূদ্রগণ ও বহু সংখ্যক ম্লেচ্ছগণ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ হইতে বহু ধন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই অশ্বমেধ যজ্ঞে ভগবান্ ব্যাসদেব প্রধান ঋত্বিক্ পুরোহিত ছিলেন। এইজন্য ব্যাসদেব ঋত্বিগ্‌গণের অংশানুসারে সুবিপুল ধনরাশি পাইয়াছিলেন এবং প্রাপ্ত সমস্ত ধনরাশি মহারাণী কুন্তীকে

দান করিয়াছিলেন। কুন্তী স্বীয় শ্বশুর ব্যাসদেবের নিকট হইতে প্রভূত স্বর্ণরাশি লাভ করিয়া বহু সৎকার্যের অনুষ্ঠান করেন। এই কথা অশ্বমেধ পর্বের ৮৯ অধ্যায়ে ২৮, ২৯ শ্লোকে বিশদভাবে বর্ণিত আছে।

অতঃপর আশ্রমবাসিক পর্ব। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে ১৬ বৎসর হস্তিনাতে গান্ধারীর সহিত মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক পরিপূজিত হইয়া অবস্থান করিবার পর ষোড়শ বর্ষ আরম্ভ হইলে তাঁহার মনে নির্বেদ উপস্থিত হয়। অনন্তর তিনি বনগমনের জন্য অর্থাৎ বানপ্রস্থ অবলম্বনের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট বনগমনের প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের প্রস্তাবে অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া বনগমনে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যাসদেবের অনুরোধে মহারাজ যুধিষ্ঠির, ধৃতরাষ্ট্রের বনগমনে অনুমতিপ্রদান করেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের বনগমনের পূর্বে সমস্ত জনপদবাসিগণের নিকট হইতে তাঁহার বনবাসের অনুমতি গ্রহণ অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ব্যাপার। এইস্থানগুলি অধ্যয়ন করিলে ভারতীয় নরপতিগণের সহিত চতুর্বর্ণ প্রজার কিরূপ সম্বন্ধ ছিল এবং প্রজাগণের রাজার প্রতি কতদূর আধিপত্য ছিল তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এই সমস্ত কথা আশ্রমবাসিক পর্বে ৮, ৯, ১০ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র চতুর্বর্ণ প্রজাগণের নিকট হইতে বনবাসের অনুমতি গ্রহণ করিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন। গান্ধারীর সহিত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যখন বনে গমন করিতেছিলেন তখন মহারাণী কুন্তী, বিদুর ও সঞ্জয় এবং মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের যাজকবর্গ মহারাজের সহিত অনুগমন করিয়াছিলেন। যখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, নগর পরিত্যাগ করিয়া বনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন মহারাণী কুন্তীও তাঁহাদের সঙ্গেই বনে গমন করিতে লাগিলেন। সর্বাগ্রে মহারাণী

কুন্তী, তাহার স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া বদ্ধনেত্রা গান্ধারী ও তাঁহার স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বনের দিকে যাইতে লাগিলেন এবং বিদুর, সঞ্জয় প্রভৃতি তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন। কুন্তী, যখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বনে গমন করিতেছিলেন, তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির মাতাকে বলিয়াছিলেন—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের পরিচর্যার জন্য আমিই তাঁহার সহিত অনুগমন করিতেছি, তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও। হে মাতঃ, তুমি দ্রৌপদী প্রভৃতি পুত্রবধূগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া হস্তিনানগরে গমন কর। এই কথা বলিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির অশ্রুপূর্ণ লোচনে করজোড় করিয়া মাতাকে প্রতিনিবৃত্ত জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কুন্তী যুধিষ্ঠিরের কথা শ্রবণ করিয়াও প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। এই সময়ে কুন্তী অশ্রুপূর্ণ নয়নে যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়াছিলেন—"হে পুত্র, তুমি শ্রীমান্ সহদেবের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখিবে, কখনও তাহার প্রতি অপ্রিয় আচরণ করিও না। এই সহদেব আমার বড়ই আদরের ছেলে এবং তোমারও বিশেষ অনুরক্ত। মহাবীর কর্ণের কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। তাহার কল্যাণের জন্য সর্ব্বদা পারলৌকিক দান প্রভৃতি করিবে। আমি অজ্ঞতাপ্রযুক্ত কর্ণকে জলে ভাসাইয়া দিয়াছিলাম। আজ কর্ণকে দেখিতে না পাইয়া আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে। যাহা করিয়াছি বর্ত্তমানে আর প্রতিকার কি! আমারই অপরাধ যে আমি কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়াছি। তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া তাহার পারলৌকিক কল্যাণের জন্য দান করিবে এবং দ্রৌপদীর প্রিয় অনুষ্ঠানে সর্ব্বদা প্রণিহিত থাকিবে। ভীম, অর্জ্জুন ও নকুল তাহাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। হে পুত্র, আজ সম্পূর্ণ কুরুবংশের ভার তোমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। আমি আমার এই শ্বশুর ও শ্বশ্রূর সেবা করিয়া, গান্ধারীর সহিত তপস্যায় নিরত থাকিয়া, মলপঙ্ক ধারণ করিয়া

বনে অবস্থান করিব।" এইস্থানে মহারাণী কুন্তী ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে শ্বশুর ও শ্বশ্রূ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ধৃতরাষ্ট্র, কুন্তীর ভাশুর এবং গান্ধারী তাঁহার পত্নী। তথাপি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া মহারাজ পাণ্ডুর পিতৃতুল্য। এইজন্যই কুন্তী ধৃতরাষ্ট্রকে শ্বশুর ও গান্ধারীকে শ্বশ্রূই বলিয়াছেন। মহারাণী কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বলিলে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া কিঞ্চিৎ সময় মৌন হইয়া রহিলেন। মুহূর্ত্তকাল এইরূপ থাকিয়া অত্যন্ত দীন ও চিন্তা-শোকপরায়ণ যুধিষ্ঠির মাতাকে বলিয়াছিলেন—"হে মাতঃ, এ তোমার কিরূপ কার্য হইতেছে। তুমি এরূপ কথা আর বলিও না। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সহিত তোমার বনগমনে আমি অনুজ্ঞা প্রদান করি না। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনগমনই যদি তোমার অভিপ্রায় ছিল, তবে পূর্ব্বে আমরা যখন রাজ্যভ্রষ্ট ছিলাম তখন তুমি বিদুলার উপাখ্যানের দ্বারা আমাদের কেন উৎসাহিত করিয়া রাজ্যগ্রহণে উদ্যুক্ত করিয়াছিলে? তোমার বাক্যে আমরা উৎসাহিত হইয়া রাজ্যলাভ করিলাম। এখন তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছ। তোমার যুক্তি অনুসারে আমরা যুদ্ধে পৃথিবীপতিগণকে নিহত করিয়া এই সুবিশাল রাজ্য লাভ করিয়াছি। আমাদের রাজ্য লাভের জন্য তুমি পূর্বে এই উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলে। আর আজ তোমার সেই বুদ্ধি কোথায় গেল? আজ তোমার বিপরীত বুদ্ধি উপস্থিত হইল। আমরা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে স্থিত থাকি এজন্য আমাদিগকে অত্যন্ত উৎসাহিত করিয়া আজ তুমি নিজেই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইতে চাহিতেছ? মা, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পুত্রবধূদিগকে ফেলিয়া তুমি কিরূপে দুর্গম বনে অবস্থান করিবে? তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।" যুধিষ্ঠিরের এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া কুন্তী অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বনের দিকে

চলিতেই লাগিলেন। অনন্তর ভীম কুন্তীকে বলিয়াছিলেন—"হে মাতঃ, যখন পুত্রোপার্জ্জিত রাজ্যভোগ তোমার উপস্থিত হইয়াছে এবং তুমি ইচ্ছানুসারে দানাদি করিয়া রাজধর্ম পরিপালন করিতে পার সেই সময়ে তোমার এই বিপরীত বুদ্ধি কোথা হইতে আসিল? আর এই যদি তোমার অভিপ্রায় ছিল তবে আমাদিকে উৎসাহিত করিয়া আমাদের দ্বারা পৃথিবীপতিগণকে বধ করাইলে কেন? আর আজ কি কারণেই বা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বনে চলিয়াছ? তোমার বনবাসই যদি অভিপ্রেত ছিল তবে আমরাও ত' বনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। বালকাবস্থায় বন হইতে তুমিই তো আমাদিগকে নগরে আনয়ন করিয়াছিলে, তাহাই বা করিয়াছিলে কেন? দুঃখশোকযুক্ত এই মাদ্রীপুত্রদ্বয়কেই বা তুমি বন হইতে হস্তিনায় কেন আনিয়াছিলে? হে মাতঃ, তুমি প্রসন্ন হও। হে যশস্বিনী, তুমি বনে যাইও না।" ভীমের এই সমস্ত কথা শুনিয়াও কুন্তী বনবাস গমনে নিশ্চিতবুদ্ধি হইয়া বনের দিকেই যাইতে লাগিলেন। পুত্রগণ বহু বিলাপ করিতে থাকিলেও তাহাদের কথা অনুসারে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। তখন দ্রৌপদী, সুভদ্রার সহিত অত্যন্ত বিষণ্ণ বদনে কুন্তীর অনুগমন করিতে লাগিলেন। কুন্তী পুত্রগণকে রোদনপরায়ণ দেখিয়াও পুনঃ পুনঃ তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বনবাসে কৃতনিশ্চয় হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বনের দিকেই যাইতে লাগিলেন। অন্তঃপুরচারিকাগণের সহিত ও ভৃত্যগণের সহিত পাণ্ডবগণও কুন্তীর অনুগমন করিতে লাগিলেন।

পুত্রগণের বিলাপ শ্রবণ করিয়া মহারাণী কুন্তী তাঁহার অশ্রুধারা পরিমার্জন করিয়া বলিলেন, হে পুত্রগণ, তোমরা যাহা বলিয়াছ তাহা সত্যই বটে। তোমরা যখন দীর্ঘ বনবাস করিয়া অবসাদগ্রস্ত হইতেছিলে, তখন তোমাদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য আমি তোমাদিগকে বিদুলার

ইতিহাস শুনাইয়াছিলাম। তোমরা দ্যুতক্রীড়াতে হৃতরাজ্য হইয়া সর্বসুখ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া জ্ঞাতিবর্গ দ্বারা পরাভূত হইয়া অত্যন্ত খিন্নচিত্তে বনবাস করিতেছিলে। আমার সর্বদাই মনে হইত মহারাজ পাণ্ডুর সন্ততিগণ যেন সুদীর্ঘ বনবাসেই বিলীন না হইয়া যায়। এই জন্যই তোমাদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য ঐসমস্ত কথা বলিয়াছিলাম। তোমরা পাঁচ ভাই ইন্দ্রতুল্য এবং তোমাদের পরাক্রমও দেবতাদের সদৃশ। তোমরা অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া যেন জীবনযাপন না কর। এজন্য আমি তোমাদের উৎসাহবর্দ্ধক বাক্য বলিয়াছিলাম। ধার্মিকগণের শ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির ইন্দ্রসদৃশ। ইনি চিরকাল বনবাস করিয়া চির-দুঃখে জীবন অতিবাহিত না করুন, এইজন্য তোমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলাম। দশ সহস্র হস্তীতুল্য বলশালী, বিখ্যাত বিক্রমযুক্ত, মহাপৌরুষসম্পন্ন ভীমসেন বনেই বিনাশপ্রাপ্ত না হউক—এইজন্যই উৎসাহবর্দ্ধক বাক্য বলিয়াছিলাম। ভীমসেনের পরবর্ত্তী অর্জ্জুন ইন্দ্রতুল্য বলশালী এবং শত্রুগণের অপরাজেয় বলিয়া বিজয় নামে প্রখ্যাত। এই অর্জ্জুন দীর্ঘ বনবাসে অবসন্ন না হউক, এইজন্য তোমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলাম। নকুল ও সহদেব উভয়েই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণের একান্ত অনুবর্ত্তী, তাহারা বনে ক্ষুধায় অবসন্ন না হউক, এজন্য তোমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলাম। আর আমার এই বধূ দীর্ঘলোচনা, মহতী, শ্যামা দ্রৌপদী দ্যুতসভাস্থলে বৃথা ক্লেশভোগ না করুন অর্থাৎ, দ্যুতসভাস্থলে দ্রৌপদীর যে দারুণ ক্লেশ হইয়াছিল তাহার প্রতিশোধ তোমরা গ্রহণ কর, এইজন্য তোমাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য আমি উৎসাহবর্দ্ধক কথা বলিয়াছিলাম। হে ভীম, তোমাদের সমস্ত ভ্রাতার চক্ষুর সম্মুখে যখন বধূ দ্রৌপদী অপমানিতা হইয়াছিলেন, তখনই বুঝিয়াছিলাম এই সুবিশাল কুরুবংশ উচ্ছিন্ন হইয়া গেল। সেই সময়ে বাহ্লীক, সোমদত্ত প্রভৃতি কুরুরাজগণ অত্যন্ত

বিষণ্ণ হইয়াছিলেন। সোমদত্ত প্রভৃতি কৌরবগণ আমার শ্বশুর। তাঁহাদের সমক্ষে নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া সে আশ্রয়লাভের জন্য কুররী পক্ষীর মত বিলাপ করিয়াছিল। এই সময়ে হতবুদ্ধি দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর কেশগুচ্ছ আকর্ষণ করিয়াছিল তখন আমার মোহ উপস্থিত হইয়াছিল। হে পুত্রগণ, তোমাদের তেজ বিবৃদ্ধির জন্য আমি মহারাণী বিদুলার বাক্য দ্বারা তোমাদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিলাম। পাণ্ডুর পুত্রগণ অকালে যেন বিনাশপ্রাপ্ত না হইয়া যায় এইজন্য তোমাদের হর্ষবর্দ্ধনের জন্য, তেজ ও উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য আমি ঐ সমস্ত কথা বলিয়াছিলাম। যাহার বংশ উচ্ছিন্ন হইয়া যায় সেই বংশের পুত্র, পৌত্র কেহই শুভলোক লাভ করিতে পারে না। এইজন্যই আমি তোমাদিগকে পৈতৃকরাজ্য উদ্ধারের জন্য উদ্দীপ্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু পুত্রগণ, আমার ভোগের জন্য, আমি রাজভোগ করিব বলিয়া তোমাদিগকে যুদ্ধে উৎসাহিত করি নাই। পুত্রগণ, আমি মহারাজ পাণ্ডুর অনুগ্রহে বিপুল রাজ্যফল ভোগ করিয়াছি। মহারাজ পাণ্ডুর সহিত আমি মহাদানাদি প্রদান করিয়াছি এবং মহাযজ্ঞে মহারাজের সহিত যথাশাস্ত্র সোমপান করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণের নিকটে তোমাদের জন্য যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলাম তাহা আমার নিজের ভোগের জন্য নহে। মহারাজ পাণ্ডুর বংশরক্ষার জন্যই আমি ঐ বিদুলানুশাসন বলিয়াছিলাম। হে পুত্রগণ, আমি পুত্রোপার্জিত রাজ্যফল ভোগের আকাঙ্ক্ষা করি নাই। আমি তপস্যার দ্বারা পতিলোক কামনা করি। এই পতিলোক কামনা করিয়া আমার এই বনগামী শ্বশুর ও শ্বশ্রূর শুশ্রূষা ও পরিচর্যা করিয়া তপস্যার দ্বারা আমি আমার এই শরীর শোধন করিব। এইভাবে দেহত্যাগ করিয়া আমি পতিলোকে গমন করিব। পতিলোকগমনে ইহাই আমার একমাত্র পথ সম্মুখে রহিয়াছে। হে কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির, তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত নিবৃত্ত হও,

আর আমার অনুগমন করিও না। তোমাদের প্রতি আমার এই সর্বশেষ আশীর্বাদ—'তোমাদের বুদ্ধি ধর্মে নিশ্চল থাকুক, মন মহান্ হউক—ধর্মে তে ধীয়তাং বুদ্ধির্মনস্তু মহদস্তু চ।' (১৭।২১)

এই অধ্যায়ে মহারাণী কুন্তী পাণ্ডবগণকে যাহা বলিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে কেন উত্তেজিত করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টভাবে কুন্তী এখানে বলিয়াছেন। দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য কুন্তীর হৃদয়ে যে দারুণ জ্বালা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাও কুন্তী স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। দুর্নীতি যে বংশের উচ্ছেদ করিয়া থাকে তাহাও মহারাণী কুন্তী দুঃশাসনের দুষ্কার্যের দ্বারা তখনই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আর কুন্তী পতিলোক গমন করিয়া মহারাজ পাণ্ডুর সহিত মিলিত হইবার জন্য কত প্রবল আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেন তাহাও এস্থলে ব্যক্ত করিয়াছেন। পতিলোক গমনের উপায়রূপে পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পত্নী মহারাণী গান্ধারীর পরিচর্যা করিয়া অরণ্যে দেহক্ষয় করিলেই অবশ্য পতিলোক লাভ হইবে—ইহা কুন্তী সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এইজন্যই তিনি সর্ববিধ ঐশ্বর্য ও বান্ধবগণকে পরিত্যাগ করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বনগমন করিয়া দেহত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। পতি-লোক লাভে কত বড় প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকিলে ও ধর্মের প্রতি কত দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে ইহা সম্ভাবিত হইতে পারে তাহা চিন্তা করিলেও রোমাঞ্চিত হইতে হয়। আর কুন্তী শেষ আশীর্বাদ যাহা পুত্রগণকে করিয়াছিলেন তাহারও তুলনা নাই। তিনি পুত্রগণের দীর্ঘ আয়ু, বিপুল ঐশ্বর্য, শাশ্বতী কীর্ত্তি কিছুই বলেন নাই কেবল বলিয়াছেন 'তোমাদের বুদ্ধি ধর্মে স্থির থাকুক, আর তোমাদের মন মহান্ হউক।' আজ আমাদের মন অতি ক্ষুদ্র, অতি নীচগামি। কুন্তীর পুত্রগণের তাহা না হউক, তাহাদের মন সুবিশাল হউক, ধর্মে বুদ্ধি স্থির থাকুক—ইহাই একমাত্র আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

কুন্তীর বচন শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবগণ অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া দ্রৌপদী ও অন্যান্য অন্তঃপুরচারিণীর সহিত প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কুন্তীকে এই অবস্থায় বনগমন করিতে দেখিয়া অন্তঃপুরচারিণী রমণী-বর্গের রোদনজনিত ঘোর হাহাকার শব্দে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত হইয়াছিল। পাণ্ডবগণ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সময় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও বিদুরকে সম্বোধন করিয়া তাঁহাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিয়াছিলেন, 'তোমরা দুজনে যুধিষ্ঠিরের জননী কুন্তীদেবীকে বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত করাও।' মহারাজ যুধিষ্ঠির কুন্তীদেবীকে যাহা বলিয়াছেন তাহা সমস্তই সত্য। সুমহান্ পুত্রৈশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া এবং পুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোন্ স্ত্রী দুর্গম বনে গমন করিয়া থাকে? যে এইভাবে পুত্র ও পুত্রৈশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করে তাহাকেই মূঢ় বলা যায়। কুন্তী রাজ্যে থাকিয়াও বহু তপস্যা করিতে পারেন এবং মহা দানসমূহও সম্পাদন করিতে পারেন। আজ কুন্তী ভারতসম্রাটের মাতা। তাঁহার কোন বস্তুরই অভাব নাই। তিনি কেন মূঢ়ের মত রাজ্য ও পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদের সহিত বনে গমন করিবেন। হে বিদুর, হে গান্ধারী, তোমরা দুইজনে আমার কথা শোন, কুন্তীকে বল, বধূ কুন্তীর সুদীর্ঘ শুশ্রূষাতে আমরা অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছি। আমাদের সহিত বনে গমন করিয়া কুন্তীর আর আমাদের সেবা করিবার আবশ্যকতা নাই। সুদীর্ঘ ১৫ বৎসর তিনি হস্তিনাতে থাকিয়া আমাদের যথেষ্ট সেবা করিয়াছেন।' মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের এই উক্তি হইতে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে মহারাজ যুধিষ্ঠির হস্তিনায় রাজা হইয়া মাতা কুন্তীকে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর পরিচর্যায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন এইজন্যই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এখানে বলিয়াছেন—'বধূ কুন্তীর দীর্ঘ শুশ্রূষায় আমরা পরিতুষ্ট হইয়াছি।'

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আরও বলিয়াছিলেন—'হে ধর্মজ্ঞে গান্ধারী, তুমি বধূ কুন্তীকে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য বিশেষভাবে অনুজ্ঞা প্রদান কর'। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাণী গান্ধারী মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য ও গান্ধারীর নিজের অভিলষিত বাক্য কুন্তীকে শুনাইয়াছিলেন এবং প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বনবাসে কৃতনিশ্চয় কুন্তীকে কোনরূপেই গান্ধারী প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় মহাভারতের সময়ে ছোট ভ্রাতৃবধূর সহিত ভাসুরের সাক্ষাৎ-ভাবে কথাবার্ত্তা বলা প্রচলিত ছিল না। এইজন্যই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর দ্বারা কুন্তীকে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কুরুপত্নীগণ কুন্তীর বনবাসে দৃঢ়নিশ্চয় জানিয়া রোদন করিতে করিতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন। অগত্যা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বনের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরাও অতি দীন মনে দুঃখশোকযুক্ত হইয়া স্ব স্ব পত্নীগণের সহিত রথে আরোহণ করিয়া হস্তিনানগরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের বনগমনের পরে স্ত্রী-বৃদ্ধ-কুমারগণের সহিত হস্তিনানগরী অত্যন্ত নিরানন্দ, অপহৃষ্ট ও গতোৎসব হইয়াছিল। পাণ্ডবগণ কুন্তী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ধেনুবিযুক্ত গোবৎসের মত অত্যন্ত দুঃখার্ত্ত হইয়াছিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সেইদিন হস্তিনা হইতে যাত্রা করিয়া দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার সময়ে গঙ্গার তীরে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুগমনকারী ব্রাহ্মণগণ অগ্নি প্রজ্বালন করিয়া সায়ংকালীন অগ্নিহোত্র নিষ্পাদন করেন। বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ যখন সায়ংকালে অগ্নিহোত্র নির্বাহ করিতেছিলেন, তখন গঙ্গাতীর তপস্যাভূমিরূপে শোভিত হইয়াছিল। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রও অগ্নি প্রজ্বালন করিয়া সায়ং-কালে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন এবং সন্ধ্যাকালে সূর্যের উপস্থান করিয়াছিলেন। বিদুর ও সঞ্জয় কুশের দ্বারা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের শয্যা নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের শয্যার নিকটে গান্ধারী ও কুন্তীর শয্যা স্থাপন করেন। অনন্তর রাত্রি অতি-বাহিত হইলে পূর্বাহ্ন কৃত্যসমূহ সমাপ্ত করিয়া যথাবিধি প্রাতঃঅগ্নিহোত্র সম্পাদন করিয়া সকলে মিলিত হইয়া গঙ্গার তীর ধরিয়া উত্তরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই উপবাসপরায়ণ ছিলেন। প্রথম দিন ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি সকলের অতি দুঃখময় নিবাস হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই পৌরগণের জন্য শোকযুক্ত ছিলেন এবং পৌরগণ কর্তৃক তাঁহারাও সকলেই শোকের সহিত স্মর্যমাণ হইয়াছিলেন।

ততঃপর ভাগীরথীতীরে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। যেখানে ধৃতরাষ্ট্র অবস্থান করিতে-ছিলেন, সেখানে বনবাসী ব্রাহ্মণগণ ও রাষ্ট্রের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রগণ মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই জনগণ কর্তৃক পরিবৃত

হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র নানাবিধ কথা দ্বারা পৌরজনপদবর্গকে আনন্দিত করিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহারা গঙ্গাতীর হইতে কুরুক্ষেত্রের দিকে গমন করেন এবং কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা শতযূপ রাজর্ষির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। রাজর্ষি শতযূপ বহুপূর্ব হইতে কুরুক্ষেত্রে বানপ্রস্থী হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। ইনি কেকয় রাজ্যের অধিপতি ছিলেন এবং স্বীয় পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া নিজে বনবাসী হইয়াছিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, মহারাজ শতযূপের সহিত মিলিত হইয়া ব্যাসাশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার যথাবিধি সৎকার করেন। ব্যাসের নিকট হইতেই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বানপ্রস্থ দীক্ষা গ্রহণ করিয়া মহারাজ শতযূপের আশ্রমে নিবাস করিতেছিলেন। তথায় মহারাজ শতযূপ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে আরণ্যকবিধি সমস্ত বলিয়াছিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কুরুক্ষেত্রে বানপ্রস্থরূপে অবস্থান করিয়া তপস্যায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন এবং মহারাজের অনুচরগণও বানপ্রস্থবিধি অবলম্বন করেন। সেইখানে দেবী গান্ধারী বল্কলাজিনধারিণী সমবেশা কুন্তীর সহিত তুল্যভাবে ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই দুই মহারাণী কায়, মন, বাক্য ও চক্ষু নিয়মিত করিয়া ইন্দ্রিয়গ্রামকে সংযত করিয়া দুশ্চর তপস্যাতে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অস্থিচর্মাবশেষ, পরিশুষ্ক মাংস হইয়া জটাজিন বল্কল ধারণপূর্বক সম্পূর্ণ বীতরাগ হইয়া কঠোর তপস্যায় নিরত হইলেন। বিদুর ও সঞ্জয়—উঁহারাও কঠোর নিয়মাবলম্বন করিয়া, অস্থিচর্মাবশেষ হইয়া, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিলেন। এইখানে ১৯ অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

এই সময়ে নারদ, পর্বত ও দেবল প্রভৃতি মহর্ষিগণ এবং সশিষ্য ব্যাস ও রাজর্ষি শতযূপ, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে আগমন করিয়াছিলেন। মহারাণী কুন্তী সমাগত মহর্ষিগণের যথাবিধি পরিচর্যা করিয়া-

ছিলেন এবং মহারাণী কুন্তীর তপশ্চর্যা দর্শন করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মহর্ষিগণ ধর্মকথার দ্বারা তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করেন। এই সময়ে দেবর্ষি নারদ, যিনি সমস্ত জগতের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা, তিনি প্রসঙ্গক্রমে এইরূপ বলিয়াছিলেন—'মহারাজ কেকয়াধিপতি সহস্রচিত্য নামক রাজা অসাধারণ ধার্মিক ও বলশালী ছিলেন। ইনি এই রাজর্ষি শতযূপের পিতামহ। সেই পরম ধার্মিক রাজর্ষি স্বীয় পুত্রকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া বনে গমন করিয়া সুকঠোর তপস্যার দ্বারা বহু পুণ্য অর্জন করিয়া ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন। এই সহস্রচিত্য রাজর্ষিকে আমি বহুবার ইন্দ্রলোকে দর্শন করিয়াছি। ইনি স্বীয় তপস্যার দ্বারা সম্পূর্ণ নষ্টপাপ হইয়াছিলেন। এইরূপ মহারাজ ভগদত্তের পিতামহ শৈলালয় নামক রাজর্ষি বানপ্রস্থে আসিয়া তপস্যাবলে ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছিলেন। এইরূপ ইন্দ্রসদৃশ রাজর্ষি পৃষধ্র রাজর্ষি বহু তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন। হে মহারাজ, এই অরণ্যে মহারাজ মান্ধাতার পুত্র পুরুকুৎস নামক রাজর্ষি তপস্যার দ্বারা মহাসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই রাজর্ষি পুরুকুৎসেরই ভার্য্যা সরিৎশ্রেষ্ঠা নর্মদা রাজার অনুগামিনী ছিলেন। এই রাজা এই অরণ্যে তপস্যা করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন। শশলোমা নামে রাজর্ষি পরম ধার্মিক ছিলেন। তিনি এই কুরুক্ষেত্র-বনে তপস্যা করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন। হে মহারাজ শতযূপ, তুমিও ব্যাসের প্রসাদে এই তপোবনে আসিয়া কঠোর তপস্যার দ্বারা দুষ্প্রাপ্য গতি লাভ করিবে। হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, তুমিও ব্যাসদেবের প্রসাদে কঠোর তপস্যা করিয়া গান্ধারীর সহিত শ্রেষ্ঠলোকে গমন করিবে। মহারাজ পাণ্ডু স্বর্গস্থ হইয়া সর্বদা তোমার কথা স্মরণ করিয়া থাকেন। তিনি ইন্দ্রের নিকটে অবস্থান করিয়া সর্বদা তোমার কল্যাণ কামনা

করিয়া থাকেন। তিনি তোমার কল্যাণ লাভের সহায়ক হইবেন। তোমার ও গান্ধারীর সেবার দ্বারা যশস্বিনী কুন্তী পতিলোক গমন করিবেন। মহারাণী কুন্তী পরম ধার্মিকা। হে মহারাজ, আমি তোমাদের এই সকল গতি দিব্যচক্ষু দ্বারা দর্শন করিতেছি। মহামতি বিদুর জীবনাবসানে মহারাজ যুধিষ্ঠিরে প্রবেশ করিবেন, আর সঞ্জয়ও তোমার শুভ কামনার ফলে স্বর্গলোকে গমন করিবে।'

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র দেবর্ষি নারদের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া পত্নী গান্ধারীর সহিত অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া দেবর্ষির বহুবিধ পূজা করিয়াছিলেন। সমুপস্থিত সমস্ত মহর্ষিগণ ও ব্রাহ্মণগণ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি প্রীতিবশতঃ দেবর্ষি নারদের পূজা করিয়াছিলেন। নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজর্ষি শতযূপ নারদকে বলিয়াছিলেন—'হে দেবর্ষে, আপনার বাক্যে কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের শ্রদ্ধা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং এইস্থানে উপস্থিত সমস্ত জনগণের এবং আমারও অতিশয় শ্রদ্ধা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। হে ভগবন্! আমার কিঞ্চিৎ বিশেষ বক্তব্য আছে তাহা শ্রবণ করুন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কীদৃশ গতি হইবে, ইহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি দিব্যচক্ষুঃ দ্বারা সমস্ত গতি অবলোকন করিতেছেন। আপনি বহু রাজর্ষিগণের ইন্দ্রলোক গমনের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কোন নির্দিষ্ট গতি বলেন নাই। এই নৃপতি ধৃতরাষ্ট্র কীদৃশ লোক লাভ করিবেন তাহা আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি।' শতযূপের বাক্য শ্রবণ করিয়া দিব্যদর্শী নারদ সেই সভামধ্যে বলিয়াছিলেন—'আমি যদৃচ্ছাক্রমে এক সময়ে ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া ইন্দ্র ও পাণ্ডুকে দর্শন করিয়াছিলাম। সেই সময়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সম্বন্ধে কথা হইয়াছিল। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যে দুষ্কর তপস্যা করিতেছেন তাহার কীদৃশ ফললাভ হইবে এই বিষয়ে ইন্দ্রের বাক্য আমি শ্রবণ করিয়াছি। ভগবান্ ইন্দ্র বলিয়াছেন—

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আর তিন বৎসর জীবন অবশিষ্ট আছে। অতঃপর গান্ধারীর সহিত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কুবেরলোকে গমন করিবেন। তথায় গমন করিয়া তপস্যার দ্বারা দগ্ধপাপ হইয়া ভগবান্ ব্যাসের পুত্র দেব, গন্ধর্ব ও রাক্ষসলোক প্রভৃতিতে স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিবেন। হে রাজর্ষে, এই সংবাদ দেবগুহ্য। তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে বলিলাম। কারণ তোমরা তপস্যার দ্বারা দগ্ধতাপ ও বেদজ্ঞ। দেবর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া সেইস্থানের উপস্থিত সকলেই অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন এবং নানা কথার দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বস্ত করিয়া ঋষিবৃন্দ সিদ্ধগতি অবলম্বন করিয়া যথাস্থানে গমন করিয়াছিলেন। এইখানে ২০ অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

*　　*　　*

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীর সহিত বনে গমন করিলে হস্তিনানগরীতে অবস্থিত পাণ্ডবগণ অত্যন্ত শোকদুঃখাতুর হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ কুন্তীর বিরহে। হস্তিনার পৌরজন এবং ব্রাহ্মণবর্গ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। হস্তিনায় আবালবৃদ্ধ জনগন অত্যন্ত চিন্তাশোক সমাকুল হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা সমবেত হইয়া সকলের জন্যই নানাবিধ শোক প্রকাশ করিতেছিলেন। পাণ্ডবগণও মাতার জন্য শোকাকুল হইয়া হস্তিনাতে সুখে অবস্থান করিতে পারেন নাই। বৃদ্ধ পিতা ধৃতরাষ্ট্র ও মহাভাগা গান্ধারী ও মহামতি বিদুরের জন্যও শোক তাঁহাদের অত্যন্ত ব্যথিত করিয়াছিল। এইজন্য তাঁহারা রাজ্যে, রমণীবর্গে, বেদাধ্যয়নে, ক্রীড়াকৌতুকাদিতে—কোন স্থানেই আনন্দ অনুভব করিতে পারেন নাই। ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির বনগমনে ও ঘোর জ্ঞাতিবধ চিন্তা করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত নির্বিণ্ণ হইয়াছিলেন; বিশেষতঃ বালক অভিমন্যুর বিনাশ, মহাবীর কর্ণের নিধন এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণের ও সুহৃদগণের বিনাশ

চিন্তা করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মনে হস্তিনায় অবস্থান করিতেছিলেন। সমগ্র পৃথিবী বীরশূন্য হইয়াছে, সমস্ত পৃথিবী হৃতরত্ন হইয়াছে—এই সমস্ত চিন্তা করিয়া তাঁহারা হস্তিনায় অবস্থান করিয়াও ক্ষণকালের জন্য শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। হতপুত্র দ্রৌপদী ও সুভদ্রা—তাঁহারাও অত্যন্ত শোকাকুল চিত্তে হস্তিনায় অবস্থান করিতেছিলেন। কেবলমাত্র উত্তরার পুত্র বালক পরীক্ষিৎকে দর্শন করিয়া পাণ্ডবগণ হস্তিনাতে প্রাণধারণ করিয়াছিলেন।

অত্যন্ত মাতৃলালিত পাণ্ডবগণ মাতা কুন্তীর কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া শোকাভিভূত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের রাজকার্যেও পূর্ব্ববৎ আস্থা ছিল না। পাণ্ডবগণ শোকে অত্যন্ত আবিষ্ট হইয়া কোন বস্তুতেই আসক্তিপূর্ণ ছিলেন না। তাঁহারা পুনঃ পুনঃ মনে করিতেছিলেন তপস্যায় অতি কৃশাঙ্গী মহারাণী কুন্তী কিরূপে এই বৃদ্ধ রাজা ও রাণীর শুশ্রূষা সম্পাদন করিতেছেন এবং হতপুত্র নিরাশ্রয় রাজা ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় পত্নীর সহিত শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে কিরূপে বাস করিতেছেন এবং হতবান্ধবা গান্ধারী মহারাণী কিরূপে গভীর বনে অন্ধ, বৃদ্ধ পতির অনুগমন করিতেছেন? এই সমস্ত চিন্তা করিতে করিতে পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিকে দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। এই সময়ে কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেব মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে কুরুক্ষেত্রে গমনের জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা জানাইলেন। পাণ্ডবগণও পূর্ব হইতে ধৃতরাষ্ট্রাদিকে দর্শন করিতে কুরুক্ষেত্র গমনের জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। সহদেবের কথা অনুসারে তাঁহারা সকলেই কুরুক্ষেত্র গমনে উদ্যুক্ত হইলেন। হস্তিনার রাজান্তঃপুরবাসিনী রমণীবর্গ সকলেই কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়া ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিকে দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা সকলেই মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে তাঁহাদের অভিপ্রায় জানাইয়াছিলেন।

সমস্ত পৌরবর্গের ও অন্তঃপুরবাসিনীবর্গের অত্যন্ত আগ্রহবশতঃ মহারাজ যুধিষ্ঠির, পৌরবর্গের সহিত বাল বৃদ্ধ সহকারে সকলকেই কুরুক্ষেত্রে গমনের জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং তদনুসারে নানাবিধ যানবাহন প্রভৃতি সুসজ্জিত হইয়াছিল এবং ইঁহাদের রক্ষণের জন্য মহতী সেনা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুগমনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। সহস্র সহস্র শিবিকা এবং শকটারূঢ় বহুবিধ বিপণি সজ্জিত হইল। অন্তঃপুরাধ্যক্ষগণ, শিল্পিবর্গ এবং কোষপালগণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে কুরুক্ষেত্র গমনে উদ্যুক্ত হইয়াছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির এই আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে এই নগরের যে সকল ব্যক্তি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা অনায়াসে নির্বাধে পাণ্ডবদের সহিত গমন করিতে পারেন। তদনুসারে সমস্ত পাচকগণ এবং মহানসাধ্যক্ষগণ বিবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্য শকটে করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিয়াছিলেন। আগামী দিবসে মহারাজ যুধিষ্ঠির সপরিবারে কুরুক্ষেত্রে গমন করিবেন এই সংবাদ হস্তিনানগরীতে ঘোষণা করা হইয়াছিল এবং তদনুসারে হস্তিনা হইতে কুরুক্ষেত্র গমনের পথে বিশ্রামের জন্য নানাবিধ গৃহ, পটাবাস (তাঁবু) প্রভৃতি স্থাপন করা হইয়াছিল। এই আদেশানুসারে মহারাজ যুধিষ্ঠিরও আগামী দিবসে ভ্রাতৃগণ ও বাল, বৃদ্ধ ও রমণীগণের সহিত হস্তিনানগরী হইতে বহির্গত হইয়া নগরীর বহির্ভাগে পাঁচদিন অপেক্ষা করিয়াছিলেন যাহাতে নগরীর সমস্ত লোক তাঁহাদের সহিত মিলিত হইতে পারে। অনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির সমস্ত নগরবাসীর সহিত মিলিত হইয়া কুরুক্ষেত্রে গমন করেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র যুযুৎসু ও মহাতেজা ধৌম্য পুরোহিত যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে হস্তিনানগরীর রক্ষার জন্য হস্তিনাতেই অবস্থান করিতেছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির যমুনা নদী পার হইয়া কুরুক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রে

অবতরণ করিয়া রাজর্ষি শতযূপের ও মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রম দেখিতে পাইলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রম দূর হইতে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত মনে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের জয়ধ্বনি করিতে করিতে কুরুক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এইখানে ২৩ অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

অনন্তর পাণ্ডবগণ দূর হইতে ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রম অবলোকন করিয়া, যানবাহন পরিত্যাগ করিয়া, পায়ে হাঁটিয়া অত্যন্ত বিনয়াবনত হইয়া আশ্রমে গমন করিয়াছিলেন। যোদ্ধবর্গ, রাষ্ট্রবাসিগণ এবং রাজদারাগণ সকলেই পায়ে হাঁটিয়া আশ্রমে গমন করিয়াছিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রম জনশূন্য, মৃগগণ পরিপূর্ণ এবং কদলীবৃক্ষের দ্বারা সুশোভিত। পাণ্ডবগণ আশ্রমে উপস্থিত হইলে ব্রতচারী তপস্বিগণ তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তাপসগণকে মহারাজ যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন—কৌরববংশনাথ আমাদের জ্যেষ্ঠ পিতা কোথায় গমন করিয়াছেন, আশ্রম যে শূন্য রহিয়াছে। এই কথা বলিবার সময় যুধিষ্ঠিরের দুই চক্ষু হইতে বাষ্পধারা পতিত হইতেছিল। তপস্বিগণ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সপরিবারে যমুনায় স্নান করিবার জন্য এবং পুষ্প ও জল আনিবার জন্য গমন করিয়াছেন। যে পথে তাঁহারা গমন করিয়াছেন তপস্বিগণ সেই পথের নির্দ্দেশ করিলে পাণ্ডবগণ পায়ে হাঁটিয়া তাড়াতাড়ি তথায় গমন করিতে লাগিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের দর্শনের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পাণ্ডবগণ অগ্রসর হইলেন। সহদেব অতিশয় বেগে যেখানে কুন্তী অবস্থান করিতেছিলেন সেই দিকে ধাবিত হইলেন। সহদেব মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণযুগলে নিপতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মহারাণী কুন্তীও অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে প্রিয়তম পুত্রকে দর্শন করিয়া

বাহুযুগলের দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন, এবং গান্ধারীকে বলিলেন—'সহদেব আসিয়াছে'। অনন্তর যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন ও নকুলকে দর্শন করিয়া কুন্তী বেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কুন্তী হৃতপুত্র ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে হাতে ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ তাঁহাদের চরণে নিপতিত হইলেন। যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং মধুর বাক্যে তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ অশ্রু পরিত্যাগ করিতে করিতে গান্ধারীর সহিত ধৃতরাষ্ট্র ও মাতা কুন্তীকে যথাশাস্ত্র অভিবাদন করিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীর হস্তস্থিত জলকলস পাণ্ডবেরা নিজেই গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া পাণ্ডবগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং মাতা কুন্তী কর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়াছিলেন। রাজদারবর্গ ও অন্তঃপুরচারিণীগণ, পৌরবর্গ ও জনপদবর্গ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন করিয়া এবং স্ব স্ব নাম গোত্র উচ্চারণপূর্বক স্ব স্ব পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এই সমস্ত জনগণ পরিবৃত হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র হর্ষাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া নিজেকে হস্তিনাপুরস্থিত বলিয়া মনে করিতেছিলেন। রাজবধূগণ ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীকে অভিবাদন করিলে তাঁহাদের দ্বারা প্রত্যভিনন্দিত হইয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে সিদ্ধচারণসেবিত আশ্রমে আগমন করেন। ইঁহাদিগকে দর্শন করিবার জন্য তপস্বিমণ্ডল সেখানে সমাগত হইয়াছিলেন। এইখানে ২৪ অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

ইঁহারা সকলে আশ্রমে উপনীত হইলে, পাণ্ডবগণ ও পৌরজনপদবর্গ কর্ত্তৃক, এবং নানাদেশ হইতে আগত তাপসগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র স্বকীয় আশ্রমে উপবেশন করিলে, সমাগত

তাপসগণ পাণ্ডবগণকে দেখিবার জন্য বলিয়াছিলেন—'কে যুধিষ্ঠির, কে ভীম-অর্জ্জুন, কে নকুল-সহদেব, কে যশস্বিনী দ্রৌপদী—ইঁহাদিগকে আমরা পৃথক পৃথকভাবে জানি না, কেহ আমাদিগকে ইঁহাদের পরিচয় প্রদান করুন।' তখন সঞ্জয় তপস্বিগণকে ইঁহাদের সকলের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। সঞ্জয় বলিয়াছিলেন—যিনি সমুজ্জ্বল স্বর্ণের ন্যায় দেহকান্তিযুক্ত, মহাসিংহের মত যাঁহার রূপ, যাঁহার নাসিকা অতি সমুন্নত ও বিশাল, যাঁহার চক্ষুযুগল দীর্ঘ ও তাম্রবর্ণ ইনি কুরুরাজ যুধিষ্ঠির। সমুজ্জ্বল উত্তপ্ত স্বর্ণের ন্যায় গৌরকান্তি এবং মত্ত গজেন্দ্রের মত গমনশীল এবং যাঁহার বক্ষঃস্থল অতি বিস্তৃত দীর্ঘ ও স্থূল ইঁহারই নাম বৃকোদর ভীম। আর এই ভীমের পার্শ্বে যে ধনুষ্মান্ শ্যামবর্ণ যুবা, হস্তিযূথপতির মত এবং সিংহের মত উন্নত বক্ষ, মত্ত হস্তীর মত গমনশীল এবং পদ্মের মত আয়ত চক্ষু ইনি মহাবীর অর্জ্জুন। এই অর্জ্জুনের পরিচয়ে সঞ্জয় অর্জ্জুনকে যুবা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এই সময় তাঁহার বয়স অশীতি বৎসরের কম নহে। অথচ এই বয়সে তিনি যুবাই বটে। ইহা বিশেষ লক্ষণীয়। অনন্তর সঞ্জয় বলিয়াছিলেন মহারাণী কুন্তীর সমীপে, কুন্তীর উভয় পার্শ্বে যে দুইজন পুরুষোত্তম অবস্থান করিতেছেন ইঁহারা বিষ্ণু ও ইন্দ্রসদৃশ, ইঁহারা উভয়ে যমজ। এই মনুষ্যলোকে ইঁহাদের মত বলবান্, রূপবান্ ও শীলবান্ আর নাই—ইঁহারাই নকুল ও সহদেব। মাদ্রীর এই পুত্রদ্বয় কুন্তীর কতবড় প্রিয়ছিল যে বনবাস সময়েও ইঁহারা দুইজন কুন্তীর উভয় পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। কুন্তীর অত্যধিক বাৎসল্য এই মাদ্রী-পুত্রদ্বয়ের প্রতি ছিল। এইরূপ বাৎসল্য স্বীয় গর্ভজাত পুত্রের প্রতি ছিল না। মাদ্রীর মৃত্যুর সময়ে এই পুত্রদ্বয়কে কুন্তীর হস্তে প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন—আমার এই পুত্রদ্বয় তোমারই পুত্র বলিয়া তুমি রক্ষা করিবে। মাদ্রীর এই অনুরোধ কুন্তী আজ পর্যন্ত রক্ষা করিয়া

আসিতেছেন। অতঃপর সঞ্জয় বলিয়াছিলেন—এই যে পদ্মদলায়তাক্ষী ব্রা জমহিষী, যাঁহার নীলোৎপলের মত কান্তি এবং সাক্ষাৎ স্বর্গদেবী, ইনি দ্রৌপদী কৃষ্ণা। ইনি যেন মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী এবং ইঁহার অবস্থাতে মনে হয় ইঁহার যৌবন এইমাত্র অপগত হইয়াছে। এখনও ইনি বৃদ্ধা হন নাই। দ্রৌপদীর বয়স এই সময় সত্তর অতিক্রম করিয়াছে।—ইহাও বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই দ্রৌপদীর পার্শ্বে উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তি, চন্দ্রকিরণের মত যাঁহার দেহের শোভা, ইনি কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রা—অর্জ্জুনের পত্নী। আর এই যে শুদ্ধ স্বর্ণের মত দেহকান্তি, ইনি ভুজগেন্দ্রকন্যা উলুপী এবং অর্জ্জুনের ভার্যা এবং তাঁহার পার্শ্বে সদ্য প্রস্ফুটিত মধুক পুষ্পের মত বর্ণ (মহুয়া ফুল), ইহার নাম চিত্রাঙ্গদা, ইনি মণিপুর রাজকন্যা। আর ইনি মহারাজ শল্যের ভগিনী, নীলোৎ-পলের মত বর্ণ, ইনি ভীমের পত্নী। আর ইনি মগধপতি জরাসন্ধের কন্যা, চম্পক পুষ্পেরমত দেহকান্তি, সহদেবের পত্নী। আর এই যে ইন্দীবরকান্তি, ভূমিতে উপবিষ্টা হইয়া আছেন, পদ্মের মত চক্ষুযুগল, ইনি নকুলের পত্নী। আর এই উত্তপ্ত সুবর্ণের মত গৌরকান্তি নিজের শিশুপুত্র সঙ্গে করিয়া বসিয়া অছেন—ইনি মহারাজ বিরাটের কন্যা অভিমন্যুর পত্নী, ইঁহার নাম উত্তরা। আর এই যে রমণীবর্গ যাঁহারা সকলেই শুক্ল বস্ত্র পরিহিতা এবং সীমন্তে অলঙ্কার বিবর্জ্জিতা, ইঁহারা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের বিধবা পত্নীবর্গ। হে তপস্বিগণ! আপনাদের নিকটে উপস্থিত জনগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহাদের পরিচয় বলিলাম। অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের প্রত্যেককে অত্যন্ত আদরের সহিত তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তৎপরে তপস্বিবর্গ যথাস্থানে গমন করিলেন এবং যোধবৃন্দ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া যানবাহন হইতে অবতরণপূর্বক, উপযুক্ত স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধ প্রভৃতি

সকলেরই যথাযোগ্য কুশল প্রশ্ন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র করিয়াছিলেন। এইখানে ২৫ অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এবং ভ্রাতৃগণের, পৌরজানপদবর্গের, মিত্র মণ্ডলের এবং সমগ্র রাষ্ট্রের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কোষের, বলের, শত্রুর, মধ্যস্থের ও মিত্রগণের এবং রাজ্য পরিচালনার প্রত্যেকটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের এই প্রশ্নগুলি চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয়ে সম্পূর্ণ কুরুরাজ্য দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত ছিল। নগরের ও রাজ্যের অতি ক্ষুদ্র বিষয়ও মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। নগরের ও রাজ্যের কোন ক্ষুদ্র বিষয়ও তিনি বিস্মৃত হন নাই। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় তদানীন্তন রাজর্ষিগণ রাষ্ট্রের শুভাশুভের প্রতি কিরূপ অসাধারণ ভাবে দত্তচিত্ত ছিলেন। সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া বনে আসিয়াও মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র রাষ্ট্রের সামান্য বিষয়ও বিস্মৃত হন নাই। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের শারীরিক ও তপস্যা ও মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের শমদম বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। অনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির বিশেষ ভাবে স্বীয় জননী কুন্তীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন যে আমার জননী আপনাদের শুশ্রূষাতে নিরত আছেন তো? আপনাদের শুশ্রূষাতে ক্লান্তিবোধ করেন না তো? এবং আমার মাতা কুন্তীর এই ক্লেশকর বনবাস সফল হইবে তো, বিশেষতঃ আমার এই জ্যেষ্ঠা মাতা গান্ধারী অরণ্যে আগমন করিয়া শীত বাত এবং পথশ্রমে ক্লিষ্ট হইতেছেন না তো? ঘোর তপস্যাযুক্ত হইয়া তিনি শোকগ্রস্ত হইতেছেন না তো? তাঁহার ক্ষাত্রধর্মরত মহাবীর পুত্রগণ আমাদের

দ্বারা ক্ষাত্র-ধর্ম বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন না তো? আমরা জ্ঞাতিবধ করিয়া ঘোর পাপ কার্য করিয়াছি। অনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির সেইখানে বিদুরকে দেখিতে না পাইয়া বিদুরের বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—হে মহারাজ, বিদুরকে তো দেখিতে পাইতেছিনা—তিনি কুশলে আছেন তো এবং সঞ্জয় কুশলে আছেন তো? যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন—বিদুর কুশলেই আছেন, কিন্তু তিনি ঘোর তপস্যাতেই নিরত আছেন। তিনি নিরাহার হইয়া বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন—তিনি অতিশয় কৃশ ও অস্থিচর্ম-বিশিষ্ট হইয়াছেন। এই অরণ্যে ব্রাহ্মণগণ কদাচিৎ তাঁহাকে দেখিয়া থাকেন। ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ব্যাকুলিত চিত্তে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অরণ্যে বিদুরকে অনুসন্ধান করিতে করিতে দূর হইতে বিদুরকে দেখিতে পাইলেন। তখন বিদুর জটা-মণ্ডল মণ্ডিত অতি কৃশ, সম্পূর্ণ নগ্ন। নানাবিধ মলের দ্বারা তাঁহার দেহ আচ্ছন্ন ও অরণ্যের বহু ধূলা-বালি দ্বারা তাঁহার দেহ আবৃত এবং মুখে একখণ্ড প্রস্তর স্থাপন করিয়া তিনি মুখবিবর বন্ধ করিয়া-ছেন। বিদুরকে অবলোকন করা মাত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত বেগে বিদুরের দিকে ধাবিত হইলেন এবং বিদুরও আপনাকে আশ্রম সমীপবর্ত্তী দেখিয়া তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া গভীর অরণ্যের দিকে গমন করিতেছিলেন। তখন বিদুরকে কখন দেখা যাইতেছিল কখন দেখা যাইতেছিল না। মহারাজ যুধিষ্ঠির উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া-ছিলেন—হে মহামতি, আমি তোমার বড় প্রিয় রাজা যুধিষ্ঠির—তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। এই বলিয়া যুধিষ্ঠির বিদুরের সমীপবর্ত্তী হইলেন। তখন বিদুর একটি শূন্য স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া একটি বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। মহারাজ

যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ক্ষীণ বিদুরকে আকার মাত্র দ্বারাই চিনিতে পারিয়াছিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলি হইয়া বিদুরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—আমি যুধিষ্ঠির তোমাকে অভিবাদন করিতেছি। মহামতি বিদুর নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে যুধিষ্ঠিরের দেহে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং স্বীয় দৃষ্টি যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টির সহিত সম্পূর্ণভাবে সম্বন্ধ করিয়া এই দৃষ্টির সাহায্যে বিদুর নিজের দেহ পরিত্যাগ করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের দেহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিদুরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং প্রাণ যুধিষ্ঠিরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রাণের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। মহামতি বিদুর মহাযোগ অবলম্বন করিয়া যুধিষ্ঠিরের দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। বিদুরের দেহ স্থিরচক্ষু হইয়া সেই আশ্রয় বৃক্ষের সহিত সংলগ্ন ছিল। সেই সময় যুধিষ্ঠির নিজেকে অধিকতর বলশালী মনে করিয়াছিলেন এবং সেই সময় যুধিষ্ঠির এবং বিদুর উভয়েই যে ধর্মের অংশ ইহা তাঁহার স্মরণ হইল। অনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির বিদুরের দেহ সংস্কার করিতে উদ্যুক্ত হইলে দৈববাণী হইয়াছিল—হে মহারাজ, বিদুরের দেহ দগ্ধ করা যাইবে না। বিদুর যতিধর্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন। যতির দেহের অগ্নি সংস্কার হয় না। ইহা সনাতন ধর্ম। বিদুর সান্তানিক লোকে গমন করিয়াছেন। এইজন্য বিদুরের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা উচিত নহে। অনন্তর যুধিষ্ঠির আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সমস্ত কথা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে ও আশ্রমস্থ সকলকে বলিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া আশ্রমস্থ সকলেই বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র প্রীতি সহকারে যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—হে মহারাজ, আমার উপার্জিত ফল মূল ও জলাদি গ্রহণ কর। কারণ মানুষ যে অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকে তাহার অতিথিরাও সেই অন্নই গ্রহণ করিয়া থাকেন। আজ তুমি আমার অতিথি। সুতরাং আমার অন্ন তুমি গ্রহণ কর। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত ধৃতরাষ্ট্র প্রদত্ত

ফলমূলাদি ভোজন করিয়া তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের সহিতই বৃক্ষতলে শয়ন করিলেন। তাঁহারা মাত্র ফলমূল ভোজন করিয়াই সেই রাত্রি অতিবাহি তকরেন। এইখানে ২৬ অধ্যায় শেষ হইয়াছে।

এইস্থলে বিশেষ বিবেচ্য এই যে মহামতি বিদুর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রায় ১৮ বৎসর পরে কুরুক্ষেত্র অরণ্যে ধৃতরাষ্ট্রাদির দেহত্যাগের পূর্বেই যোগাবলম্বনপূর্বক দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং ধৃতরাষ্ট্রের মৃত্যুর পরে বিদুর জীবিত ছিলেন না। পুরাণাদিতে (ভাগবত) কোন স্থলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের মৃত্যুর পরেও বিদুরের জীবিত থাকিবার সংবাদ জানিতে পারা যায়। কিন্তু ইহা মহাভারত বিরুদ্ধ।

যাহা হউক, সেই রাত্রিতে পাণ্ডবেরা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র প্রদত্ত আরণ্য দ্রব্য আহার করিয়া মাতা কুন্তীর চতুর্দিকে ভূমিতে শয়ন করিয়া সুখে অতিবাহিত করিলেন। রাত্রি অতীত হইলে তাঁহারা সকলেই পৌর্বাহ্নিক কর্মসমূহ নির্বাহ করিবার পর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে রাজদারাগণ সহ আশ্রমমণ্ডল পরিক্রমায় বাহির হইলেন। এই সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির সেইস্থানের তাপসগণকে তাপসজনের অপেক্ষিত অজিন, কম্বল, কলস, স্রুক্, স্রুব, কমণ্ডলু, স্থালি, পিঠা ও লৌহনির্মিত সমস্ত পাত্র এবং দরিদ্রগণকে বহুবিধ ধন দান করিয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অনন্তর আশ্রমমণ্ডল পরিদর্শনান্তে রাজা যুধিষ্ঠির প্রভৃতি কৃতাহ্নিক মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আসিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্বক তাঁহার চতুর্দিকে অবস্থান করিলেন। মহারাণী গান্ধারী ও মহারাণী কুন্তী তথায় উপস্থিত ছিলেন। এই সময়ে কুরুক্ষেত্র নিবাসী মহর্ষিগণ, শতযূপ প্রভৃতি রাজর্ষিগণ এবং ভগবান্ ব্যাস শিষ্যমণ্ডল পরিবৃত হইয়া তথায় আগমন করিলে ধৃতরাষ্ট্রাদি ও পাণ্ডবগণ গাত্রোত্থানপূর্বক তাঁহাদের অভিবাদন করিয়াছিলেন। অতঃপর সকলে স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলে ভগবান্ ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁহার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ব্যাসদেব বলিয়াছিলেন—হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, বনবাসে তোমার মন প্রসন্ন আছে তো? তুমি যথাযথভাবে তপস্যায় নিরত আছ তো? পুত্রবিনাশজন্য শোক তোমার হৃদয়কে ব্যাকুল করে না তো? বধূ গান্ধারী, বধূ কুন্তী কুশলে আছেন তো? হে মহারাজ, মনুষ্যগণের এই তিনটী বস্তু অতি প্রশস্ত—নির্বৈরতা, সত্য ও অক্রোধ। এই বনবাসে তোমাদের মন মোহযুক্ত হইতেছে না তো? তোমাদের হৃদয়ে যাহা বিবক্ষিত আছে তাহা আমি অবগত আছি। গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা তোমাদের সকলের হৃদয়ের শোক অপনোদনের জন্য আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। যে কার্য পূর্বে কেহ করে নাই এবং ভবিষ্যতেও করিবে না—এইরূপ পরমাশ্চর্য তপস্যাবল আমি তোমাদের দর্শন করাইব। হে মহারাজ, তুমি আমার নিকট কি অভীপ্সিত বস্তু পাইবার ইচ্ছা কর, কি অভীপ্সিত বস্তু দেখিতে ইচ্ছা কর অথবা শুনিতে ইচ্ছা কর, তাহা আমি তোমাদের ইচ্ছানুসারে সম্পাদন করিব।

ব্যাসদেব কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিতে লাগিলেন—আমি ধন্য, আপনাদের মত ব্রহ্মবিদ্‌গণের সহিত সম্মিলিত হইয়াছি। আপনাদের সমাগমে আমি পবিত্র হইয়াছি। আজ আমার পরলোকভয় অপগত হইয়াছে। কিন্তু আমার সেই মন্দবুদ্ধি পুত্র দুর্য্যোধনের দুর্নীতি প্রযুক্ত আমার চিত্ত অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছে। যে সমস্ত রাজন্য আমার পুত্রের সহায়তার জন্য পিতা, পুত্র, স্ত্রী ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া কুরুক্ষেত্র মহাসমরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন তাঁহারা কীদৃশ গতি লাভ করিয়াছেন তাহা জানিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। আমার পুত্রপৌত্রগণ, বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম কীদৃশ গতি লাভ করিয়াছেন তাহা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। মূঢ় পুত্র দুর্য্যোধনের দুর্মতিতে সুসমৃদ্ধ কুরুবংশ বিনষ্ট হইয়াছে—ইহা চিন্তা করিয়া, হে পিতা ব্যাসদেব, আমি কিছুমাত্র শান্তি পাইতেছি না।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের পরিতাপ শ্রবণ করিয়া গান্ধারীর হৃদয়ের শোক পুনর্বার উদ্বেলিত হইল। কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও অন্যান্য রাজান্তঃপুরবাসিনীগণের হৃদয়ে অতীত শোক পুনর্বার নবীভূত হইয়াছিল। ইঁহাদের শোকাভিভূত দেখিয়া বদ্ধনেত্রা গান্ধারী ব্যাসদেবের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিয়াছিলেন—হে ভগবন্, আজ ষোল বৎসর অতীত হইয়াছে। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র হত পুত্রগণের শোকে অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। আমার বধূগণের মধ্যে সর্বোত্তমা এই দ্রৌপদী পিতা মাতা ও পুত্রগণের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হইয়াছেন। কৃষ্ণ-ভগিনী সুভদ্রা-পুত্র অভিমন্যুর মৃত্যুতে শোকব্যাকুলিতা রহিয়াছেন। হে ভগবন্, ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র এই মহাযুদ্ধে নিহত হইয়াছে আর এই শত পুত্রের বিধবা ভার্যা দুঃখশোকসমাহত হইয়া আমার চতুর্দিকে অবস্থান করিয়া আমার শোক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতেছে; আমার পুত্রগণ, আমার শ্বশুরগণ, যাঁহারা

এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে পুনর্বার দর্শন করিয়া মহারাজ-ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি বিগতশোক হউন—ইহাই আমার প্রার্থনা। আপনার বধূ কুন্তী—ইনিও যাহাতে নিবৃত্তশোক হইতে পারেন তাহাই করুন।

গান্ধারী এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রতকৃশা কুন্তী নিজের প্রচ্ছন্নজাত পুত্র যুদ্ধে নিহত মহাবীর কর্ণকে স্মরণ করিয়া অত্যন্ত শোকব্যাকুল হইয়াছিলেন। তখন দূরশ্রবণ-দর্শন- সমর্থ ব্যাসদেব অত্যন্ত দুঃখিতা বধূ কুন্তীর হৃদয়ের ভাব অবলোকন করিয়া বলিয়াছিলেন—হে বধূ, তোমার মনে যে দুঃখ আছে তাহা আমার নিকট বল, আমি তোমার দুঃখের উপশম করিব। অনন্তর কুন্তী শ্বশুরকে প্রণাম করিয়া অতি লজ্জিতভাবে পূর্বতন সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া বলিয়াছিলেন—কর্ণের মৃত্যুজনিত শোক আমাকে দগ্ধ করিতেছে, কর্ণকে দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে। এই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের যে সমস্ত শোক রহিয়াছে তাহা অপনোদন করিয়া তাঁহার অভিলষিত সম্পাদন করুন।

কুন্তী কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া ভগবান্ ব্যাসদেব বলিয়াছিলেন—তুমি যাহা আমার নিকট বলিয়াছ তাহা আমি সমস্তই অবগত আছি। ভবিতব্যতার অনুসারে ইহা হইয়াছে এবং শুভ পরিণামই হইবে।

অনন্তর ব্যাসদেব বলিয়াছিলেন—হে বধূ গান্ধারী, তুমি তোমার পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ, সখী, বন্ধু ও পিতৃগণকে সুপ্তোত্থিত পুরুষের মত দর্শন করিবে। কুন্তী কর্ণকে দর্শন করিবে, সুভদ্রা অভিমন্যুকে, দ্রৌপদীও তাহার পঞ্চপুত্র, পিতামাতা ও ভ্রাতৃগণকে দর্শন করিবে। পূর্ব হইতে আমার মনে এই সংকল্প ছিল। আজ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, তুমি ও কুন্তী প্রার্থনা করাতে সেই কথা স্মরণ হইয়াছে। যে সমস্ত মহাত্মগণ ক্ষাত্রধর্ম অনুসারে যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন তাঁহারা কোনক্রমেই শোচ্য নহেন। দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্য যে সমস্ত দেবভাগ স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন এবং গন্ধর্ব অপ্সরা পিশাচ গুহ্যক রাক্ষস দেবতা

দানব এবং দেবর্ষিগণ পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলেন তাঁহারা কুরু-ক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত হইয়া আবার স্বর্গে গমন করিয়াছেন। যিনি গন্ধর্ব-রাজ তিনি এই মনুষ্যলোকে ধৃতরাষ্ট্র তোমার পতিরূপে অবস্থান করিতেছেন। মরুৎগণের বিশিষ্ট অংশ পাণ্ডুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং বিদুর ও যুধিষ্ঠির উভয়েই ধর্মের অংশ। দুর্যোধন কলির অংশ এবং শকুনি দ্বাপরের অংশ। হে গান্ধারী, তুমি দুঃশাসন প্রভৃতিকে রাক্ষসের অংশ বলিয়া জানিবে। মরুৎগণ হইতে ভীমসেন এবং অর্জ্জুনকে নরঋষি বলিয়া জানিবে। নারায়ণ হৃষীকেশরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় নকুল সহদেবরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন। অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যু, যিনি পাণ্ডবদের অত্যন্ত হর্ষবর্দ্ধক, যিনি ছয়জন মহারথ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন—সেই অভিমন্যু সোমের অংশ হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন। ভগবান্ চন্দ্রমা নিজেকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগের দ্বারা আকাশে অবস্থিত থাকিয়া অপর ভাগে অর্জ্জুনের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আর যিনি সূর্য তিনি আত্মাকে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এক ভাগে লোকের প্রকাশ ও অপর ভাগে কর্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। দ্রৌপদীর সহিত সমুৎপন্ন ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। এই ধৃষ্টদ্যুম্নও অগ্নির অংশ। শিখণ্ডী রাক্ষসের অংশ। দ্রোণাচার্য বৃহস্পতির অংশ, অশ্বত্থামা রুদ্রের অংশ এবং ভীষ্ম বসুগণের অংশ। হে মহাভাগে, এইরূপে দেবতারাই মনুষ্যলোকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং স্ব স্ব কার্য সমাপ্ত করিয়া আবার স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন। তোমাদের সকলেরই হৃদয়ে যে চিরসঞ্চিত দুঃখ রহিয়াছে, যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিগণের পরলোকে কি গতি লাভ হইয়াছে ইহা জানিবার জন্য তোমাদের সকলেরই আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে—তাহা আজ আমি অপনোদন করিব। ইহাতে তোমাদের পরলোক ভয় অপগত হইবে। তোমরা সকলেই ভাগীরথী

নদীতীরে গমন কর, সেইখানে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত সমস্ত বান্ধবগণকে দর্শন করিতে পারিবে।

ব্যাসদেবের কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই অত্যন্ত উৎসাহের সহিত গঙ্গার অভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, অমাত্যগণ, পাণ্ডবগণ, সমাগত মুনিগণ ও গন্ধর্বগণের সহিত গমন করিয়াছিলেন। সেই জনসমুদ্র ক্রমে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলে সকলেই যথারুচি তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের সহিত অভিলষিত স্থানে নিবাস করিয়াছিলেন। সমস্ত স্ত্রীলোক ও বৃদ্ধগণ যথাস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক উৎকণ্ঠিত চিত্তে সূর্য্যের অস্তগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মৃত বান্ধবগণের দর্শনের জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। অনন্তর সূর্য্য অস্তমিত হইলে সকলেই গঙ্গায় স্নান করিয়া নৈশকর্ম্ম সমাপ্ত করিলেন। এইখানে ৩১ অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

সায়ংসন্ধ্যা সমাপ্ত করিয়া সমাগত জনবৃন্দ ভগবান্ ব্যাসের নিকটে আগমন করিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়া অত্যন্ত পবিত্র ও একাগ্রবুদ্ধি হইয়া ঋষিগণের সহিত ব্যাসদেবের নিকট উপবেশন করিয়াছিলেন। গান্ধারীও রমণীগণের সহিত মিলিত হইয়া ব্যাসদেবের নিকট উপবেশন করিলেন। পৌরজানপদবর্গও স্ব স্ব বয়সানুসারে যথাস্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন। অনন্তর ব্যাসদেব পুণ্যময় ভাগীরথী জলে অবগাহন করিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত উভয়-পক্ষের মহাবীরগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং পাণ্ডবপক্ষে ও কৌরবপক্ষে যে সমস্ত সৈন্য সম্মিলিত হইয়াছিল এবং নানাদেশনিবাসী রাজন্যবৃন্দ যাঁহারা যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন তাঁহাদের সকলকেই ব্যাসদেব আহ্বান করিয়াছিলেন। তখন গঙ্গাজলের মধ্যে তুমুল কোলাহল উৎপন্ন করিয়া কুরু এবং পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ, নানা দেশের

নরপতিগণ, ভীষ্ম দ্রোণ সকলেই গঙ্গাজল হইতে উত্থিত হইলেন। বিরাট ও দ্রুপদ পুত্রগণের সহিত, সৈন্যগণও গঙ্গাজল হইতে উত্থিত হইয়াছিল। দ্রৌপদীর পুত্রগণ, অভিমন্যু এবং রাক্ষস ঘটোৎকচ, কর্ণ প্রভৃতি কুরুপক্ষীয়গণ, দুর্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ গঙ্গা হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন। জরাসন্ধের পুত্র এবং মহারাজ ভগদত্ত, ভুরিশ্রবা, শল্য, ভ্রাতৃগণের সহিত বৃষসেন, দুর্যোধন-পুত্র লক্ষ্মণ, ধৃষ্টদ্যুম্নের ও শিখণ্ডীর পুত্রগণ, চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু ভ্রাতৃগণের সহিত, অচল ও বৃষক, রাক্ষস অলাযুধ, বাহ্লীক, সোমদত্ত এবং চেকিতান এইরূপ আরও বহুসংখ্যক রাজন্যবৃন্দ সকলেই ভাস্বরদেহে সেই গঙ্গাজল হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন। পূর্বে যে বেশ, যে ধ্বজ, যে বাহন ছিল সেই সমস্ত সহকারে নরপতিগণ আবির্ভূত হইলেন। সকলেই দিব্য অস্ত্রধারী এবং সমুজ্জল কুণ্ডলযুক্ত। ইঁহারা সকলেই বিগত ক্রোধমৎসর, নির্বৈর ও নিরহঙ্কার এবং গন্ধর্বগণ কর্তৃক স্তুয়মান হইয়া দিব্য মাল্য ও ও অম্বর ধারণ করিয়া এবং অপ্সরাগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া তথায় উপনীত হইয়াছিলেন। এই সময়ে ব্যাসদেব মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্য-চক্ষু প্রদান করিয়াছিলেন। গান্ধারীও দিব্যজ্ঞানবলযুক্ত হইয়া যুদ্ধে নিহত পুত্রগণ, বান্ধবগণ সমস্ত জনগণকে দর্শন করিয়াছিলেন। ইহা সুমহৎ, অদ্ভুত, অচিন্ত্য ও লোমহর্ষক। সমস্ত লোক বিস্মিত হইয়া নির্ণিমেষচক্ষুতে স্বীয় বান্ধবগণকে দর্শন করিয়াছিলেন। এই সময়ে সমস্ত নরনারী অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং সেই স্থানে মহা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সকলেই পটার্পিত চিত্রের মত এই আশ্চর্য দৃশ্য দর্শন করিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসদেবের প্রসাদে দিব্যচক্ষুর দ্বারা সকলকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দমগ্ন হইয়াছিলেন। এইখানে ৩২ অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

অনন্তর যুদ্ধে নিহত পুরুষশ্রেষ্ঠগণ তথায় আগমন করিয়া জীবিত

বান্ধবগণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। পুত্র পিতা ও মাতার সহিত, ভার্যারা পতিগণের সহিত, ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত, সখা সখার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ অত্যন্ত আনন্দের সহিত কর্ণ, অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। কর্ণের সহিত মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণ অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন। তাঁহারা সকলেই সৌহার্দ্দযুক্ত ছিলেন। সৈন্যগণ পরস্পর মিলিত হইয়া ভগবান্ ব্যাসের প্রসাদে ক্রোধশূন্য অবস্থায় নির্মল আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। জীবিত কৌরব-পাণ্ডবগণ মৃত বান্ধববর্গের সহিত অতি আনন্দে সমগ্র রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সকলেই মনে করিতেছিলেন তাঁহারা যেন স্বর্গেই অবস্থান করিতেছেন। সেই সময়ে সেখানে শোক, ভয়, অরাতি ও অযশ কিছুই ছিল না। অনন্তর রাত্রি-শেষে পরস্পর আমন্ত্রণ ও আলিঙ্গন করিয়া তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলেন। ভগবান্ ব্যাসদেব সমাগত মৃত বান্ধববর্গকে তখন বিসর্জন করিয়াছিলেন। ক্ষণকালের মধ্যেই তাঁহারা দেখিতে দেখিতে অন্তর্হিত হইলেন। সকলেই পুণ্যময় গঙ্গাজলে অবগাহন করিয়া রথ ও ধ্বজ পরিবৃত হইয়া স্ব স্ব লোকে গমন করিলেন। কেহ দিব্যলোকে, কেহ ব্রহ্মলোকে, কেহ বরুণলোকে, কেহ কুবেরলোকে, কেহ যমলোকে গমন করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই চলিয়া গেলে, গঙ্গাতলে-মধ্য-স্থিত হইয়া মহামুনি ব্যাস—যিনি কুরুবংশের অত্যন্ত হিতকর—তিনি বিধবা ক্ষত্রিয় রমণীগণকে বলিয়াছিলেন—যে সমস্ত সাধ্বী পতিলোক লাভ করিবার ইচ্ছা করেন তাঁহারা অতি শীঘ্র জাহ্নবীজলে অবগাহন করুন। ব্যাসদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিধবা রমণীবৃন্দ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞা অনুসারে জাহ্নবীজলে প্রবেশ করিলেন এবং জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব পতিগণের সহিত মিলিত হইয়া পতিলোকে গমন করিয়াছিলেন। এই সময়ে যাঁহাদের হৃদয়ে যে বাসনা উৎপন্ন হয়, ব্যাসদেব

তাহাও তাঁহাদের প্রদান করিয়াছিলেন। মৃত নরদেবগণের পুনরাগমন শ্রবণ করিয়া নানা দেশের লোকগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। এখানে ৩৩ অধ্যায় সমাপ্ত।

এই মহদাশ্চর্য মৃত বান্ধবগণের পুনর্দর্শন করিয়া রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র বিগতশোক হইয়া পুনর্বার আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য সকলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। পাণ্ডবেরা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—হে ধৃতরাষ্ট্র শ্রবণ কর—তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ, পুণ্যকর্মা, ঋষিগণের নানাবিধ উপদেশ গ্রহণ করিয়াছ। তুমি নিজের মনকে শোকমগ্ন করিও না। যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহাতে পণ্ডিত লোক ব্যথিত হন না। তুমি এই দেবরহস্য দেবর্ষি নারদের নিকট শ্রবণ করিয়াছ। এই ক্ষত্রিয়গণ ক্ষত্রিয়ধর্মানুসারে শস্ত্রাঘাতে পবিত্র হইয়া শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করিয়াছেন। তুমি তোমার পুত্রগণকে দর্শন করিয়াছ তাঁহারা সকলেই আনন্দে অবস্থান করিতেছেন। স্বয়ং মহারাজ যুধিষ্ঠির তোমার আজ্ঞাবহ হইয়া আদেশ পালন করিতেছেন। তুমি এখন যুধিষ্ঠিরকে আজ্ঞা কর তিনি হস্তিনায় গমন করুন। এক মাসের অধিক ইঁহারা বনে তোমার নিকট অবস্থান করিতেছেন। অতি যত্নের সহিত এই রাজ্য রক্ষিত হইয়া থাকে। এই রাজ্যে শত্রুও বহু। ব্যাসদেবকর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির—তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত শ্রবণ কর। তোমাদের কল্যাণ হোক্। হে মহীপাল তোমার অনুগ্রহে আমাদের কোন দুঃখ নাই। হে পুত্র তুমি আমার নিকটে আছ বলিয়া আমি হস্তিনাতেই আছি বলিয়া মনে হইতেছে। হে পুত্র তোমা হইতে আমি পুত্রধন প্রাপ্ত হইয়াছি। তোমার প্রতি আমার পরম প্রীতি আছে। আমার মনে কোন দুঃখ, শোক নাই। হে মহারাজ এজন্য আর কালবিলম্ব

না করিয়া হস্তিনায় গমন কর। হে পুত্র তোমাকে এই অরণ্যে দর্শন করিয়া আমাদের তপস্যা শিথিল হইতেছে। তোমাকে দেখিয়াই এই তপঃক্লশ শরীর ধারণ করিয়া আছি। আমার মত তোমার দুই মাতাও গলিত পত্র ভোজন করিয়া কাল অতিবাহিত করিতেছেন। ইঁহারাও তুল্য ব্রতধারিণী। ইঁহারা আর বেশী সময় জীবন ধারণ করিবেন না। তোমার আগমনে ও ব্যাসের অনুগ্রহে দুর্যোধনাদি লোকান্তরগত পুত্রগণকে দর্শন করিয়াছি। হে যুধিষ্ঠির আমাদের জীবনের প্রয়োজন সমাপ্ত হইয়াছে। অতঃপর আমরা অতি উগ্র তপস্যাতে নিযুক্ত হইব। কুরুবংশের পিণ্ড, কীর্ত্তি এবং কুল তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তুমি আজই হোক বা আগামী কল্যই হোক হস্তিনায় চলিয়া যাও। তুমি সমগ্র রাজনীতি বহুবার শ্রবণ করিয়াছ। তোমাকে উপদেশ করিবার আর কিছু অবশিষ্ট নাই। ইহার উত্তরে মহারাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—হে ধর্মজ্ঞ মহারাজ আমি নিরপরাধ আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। আমার ভ্রাতৃগণ ও অনুচরবর্গ সকলে গমন করুন আমি সংযত হইয়া আপনার ও মাতৃযুগলের শুশ্রূষা করিব। যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া গান্ধারী বলিয়াছিলেন—পুত্র এমন কথা বলিও না, আমার কথা শোন। আমার শ্বশুরের কুল ও পিণ্ড আজ তোমাতেই অবস্থিত। হে পুত্র তুমি হস্তিনায় গমন কর। বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র তোমার পিতা, তিনি যাহা বলিতেছেন তাহাই তোমার কর্ত্তব্য। গান্ধারীর বাক্য শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির স্নেহবাষ্পাকুল চক্ষুযুগল পরিমার্জনপূর্বক রোদনশীলা কুন্তীকে বলিয়াছিলেন—হে মাতঃ, মহারাজ ও গান্ধারী আমাকে হস্তিনায় যাইতে বলিতেছেন। কিন্তু আমার চিত্ত তোমাতে অত্যন্ত আবদ্ধ হইয়া আছে। এত দুঃখ লইয়া আমি হস্তিনায় গমন করিব। আমিও তোমার তপস্যার বিঘ্ন করিতে চাই না, তপস্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই। হে রাজ্ঞী আমার আর রাজ্যে

পূর্ব্ববৎ বুদ্ধি নাই। আমার মন সর্ব্বদা তপস্যাতে অনুরক্ত হইয়াছে। আজ সমস্ত পৃথিবী শূন্য হইয়া গিয়াছে। এই শূন্য পৃথিবী আমার প্রীতিকরী নহে। বান্ধব সব নিহত হইয়াছে, পূর্ব্ববৎ আমার বল আর নাই। পাঞ্চাল বংশ সর্ব্বথা ক্ষীণ হইয়াছে। এইরূপ চেদি বংশ বিনষ্ট হইয়াছে। কেবল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে যদুবংশীয়েরা অবশিষ্ট আছে। তাহাদের দেখিয়াই জীবন ধারণ করিতেছি। হে মাতঃ, তুমি কল্যাণ চক্ষুতে আমাদের দর্শন কর। এই পৃথিবীলোকে আর তোমার সহিত দর্শন হইবে না। যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবীর সহদেব অশ্রুপূর্ণ নয়নে তখন যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—হে মহারাজ আমি মাকে পরিত্যাগ করিয়া কিছুতেই যাইতে পারিব না। আপনি হস্তিনায় গমন করুন। আমি মাতার নিকট থাকিয়াই কঠোর তপস্যা করিয়া শরীর ক্ষয় করিব। আমি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও মাতৃদ্বয়ের চরণ শুশ্রূষাতেই নিরত থাকিব। তখন কুন্তী সহদেবকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলেন—হে পুত্র তুমি হস্তিনায় ফিরিয়া যাও। তুমি এইরূপ কথা আর বলিও না। আমার আজ্ঞা পালন কর। হে পুত্র তোমার কল্যাণ হোক্। তুমি স্বাস্থ্য লাভ কর। তুমি আমার প্রতি এইরূপ অনুরক্ত হইলে আমাদের তপস্যার ক্ষতি হইবে। তোমার স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়া তপস্যা হইতে ভ্রষ্ট হইব। অতএব হে পুত্র তুমি হস্তিনায় চলিয়া যাও। আমাদের সময় আর অল্পই অবশিষ্ট আছে। এইরূপ নানা কথা দ্বারা কুন্তী সহদেব ও যুধিষ্ঠিরকে শান্ত করিয়াছিলেন। মাতা কর্ত্তৃক এইরূপে অনুজ্ঞাত রাজা যুধিষ্ঠির ও পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—হে মহারাজ রাজ্যে ফিরিয়া যাইতেছি। আপনি কল্যাণ দৃষ্টিতে আমাদের দর্শন করুন। আপনা কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত, নিষ্পাপ হইয়া আমরা গমন করিতেছি। যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এইরূপ

উক্ত হইয়া, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের গমন অনুমোদন করিয়া ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে আশ্বস্ত ও আশীর্বাদ করিয়া হস্তিনায় যাইবার জন্য অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। পাণ্ডবেরা গান্ধারীর অভিবাদন ও অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া জননী কুন্তীকে আলিঙ্গন করিয়া এবং পুনঃপুনঃ কুন্তীকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। যেমন গোবৎস নিবারিত হইয়া ধেনুর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে, অতৃপ্ত নয়নে মাতাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে কুন্তীকে পুনঃপুনঃ তাঁহারা প্রদক্ষিণ করিলেন। দ্রৌপদী প্রমুখ কুরুরমণীগণ, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীকে প্রণাম করিয়া, তাঁহাদের কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া এবং তাঁহাদের দ্বারা আলিঙ্গিত ও অভিনন্দিত হইয়া এবং কর্ত্তব্য উপদিষ্ট হইয়া হস্তিনার দিকে গমন করিলেন। এইখানে পুত্রদর্শন পর্ব সমাপ্ত।

পাণ্ডবগণ তপোবন হইতে হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর দুই বৎসর অতীত হইলে একদিন দেবর্ষি নারদ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। যথোচিত সৎকার করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির নারদের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর তিনি তাঁহার নিকট মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তীদেবী প্রমুখের কুশল বৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছা করিলেন। দেবর্ষি নারদ কহিলেন—মহারাজ তোমরা তপোবন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে ধৃতরাষ্ট্র, অগ্নিহোত্র পুরোহিত, গান্ধারী, কুন্তী ও সঞ্জয়ের সহিত কুরুক্ষেত্র হইতে গঙ্গাদ্বারে সমুপস্থিত হইয়া বায়ু ভক্ষণপূর্বক কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং কালক্রমে তাঁহাদের শরীর অস্থিচর্মাবশিষ্ট হইল। এইরূপে ছয় মাস অতীত হইলে একদা অন্ধরাজ, সঞ্জয় গান্ধারী ও কুন্তী সমভিব্যাহারে গঙ্গাসলিলে অবগাহন করিয়া স্বীয় আশ্রমাভিমুখে আগমন করিতেছিলেন। এমন সময় সহসা দাবানল প্রচণ্ড বায়ুসহযোগে ভীষণরূপে প্রজলিত হইয়া সমুদয় বন দগ্ধ করিতে লাগিল। অনাহারজনিত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র,

মহরাণী গান্ধারী ও কুন্তীদেবী অত্যন্ত ক্ষীণদেহ হইয়াছিলেন বলিয়া কোনক্রমেই তথা হইতে পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা সঞ্জয়কে সেই স্থান হইতে দ্রুত চলিয়া যাইতে উপদেশ দিয়া অনন্যমনে পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবেশন করিয়া আত্মসংযমপূর্ব্বক কাষ্ঠবৎ নিশ্চল হইয়া রহিলেন। অনন্তর তাঁহারা তিনজনেই সেই দাবানলে সমাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। মহাত্মা সঞ্জয় অতি কষ্টে সেই অনল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া গঙ্গাকূলে মহর্ষিগণের নিকট আগমন ও সেই বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন। আমি সঞ্জয়ের মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া উহা তোমাদিগকে জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছি।

দেবর্ষি নারদ এইরূপে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীদেবীর পরলোক-গমনের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে পাণ্ডবগণের শোকের আর সীমা রহিল না। ঐ সময় অন্তঃপুরে ভীষণ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। পুরবাসিগণ হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল এবং মহাত্মা যুধিষ্ঠির নানাবিধভাবে আপনাকে ধিক্কার দিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবর্ষি নারদ তাঁহাদিগকে বহুভাবে সান্ত্বনা প্রদান করিলে ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণ, অন্তঃপুরস্থ রমণীগণ ও পুরবাসিগণের সহিত একবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক ভাগীরথীতীরে গমন করিয়া শাস্ত্রানুসারে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী-দেবীর তর্পণক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া তথা হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক নগরের বহির্ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইভাবে একাদশ দিবস অতীত হইলে দ্বাদশ দিনে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পবিত্র হইয়া বিধিপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীর শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক মৃতের সদ্গতি কামনায় বহু ধনরত্ন ও উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া-ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে কতিপয় বিধিজ্ঞ ব্যক্তি যুধিষ্ঠিরের আদেশে গঙ্গাদ্বার সন্নিহিত কাননে গমন করিয়া ধৃতরাষ্ট্রাদির অস্থিসমুদয় গঙ্গা-

মাল্যাদির দ্বারা অর্চিত করিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপপূর্বক প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। অনন্তর ধর্মরাজ ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের সহিত হস্তিনাপুরে প্রবিষ্ট হইয়া মাতা, জ্যেষ্ঠতাত, ইত্যাদির পরলোকগমন নিবন্ধন শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

উপসংহার

আমরা এই প্রবন্ধে মহারাণী কুন্তীর জন্মাবধি দেহবিসর্জন পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা সুস্পষ্ট ভাবে নির্দেশ করিয়াছি। পাঠক-পাঠিকাবর্গ নিবিষ্ট-চিত্তে এই ঘটনাগুলির উপর দৃষ্টিপাত করিলে মহারাণীর অলৌকিক চরিত্রের বিষয় বুঝিতে পারিবেন। মহারাণীর জীবনের প্রথম ঘটনা—মহর্ষি ক্রোধভট্টারক ভগবান্ দুর্বাসার পরিচর্যা, যাঁহার পরিচর্যা করিতে যাইয়া কত রাজর্ষি তাঁহার কোপানলে দগ্ধ হইয়াছেন। একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পরিচর্যার দ্বারা দুর্বাসার সন্তোষ সম্পাদন করিতে পারিয়াছিলেন। তাদৃশ প্রজ্বলিত বহ্নিরূপ মহর্ষির একবৎসররূপ সুদীর্ঘ-কাল পরিচর্যার দ্বারা কুন্তী অসাধারণ সন্তোষ সম্পাদন করিয়াছিলেন। কুন্তীর কি পরিমাণ সংযম, ধৈর্য ও অনন্যচিত্ততা ইহাতে অপেক্ষিত হইয়াছিল তাহা ভাবিলেও চিত্ত বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হয়। কারণ কুন্তী যখন দুর্বাসার পরিচর্যা করিয়াছিলেন তখন তিনি বালিকা, বিশেষতঃ অতি সুপ্রসিদ্ধ রাজার কন্যা। ইহাতে কুন্তীর প্রমাদ হওয়া সম্ভাবিত ছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই। মহর্ষি দুর্বাসা কুন্তীর প্রতি এতই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে বর প্রদানে উদ্যত হইয়াছিলেন। কুন্তী অসাধারণ ধৈর্যের সহিত, সংযমের সহিত বর গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও ক্রোধী দুর্বাসার অভিশাপভয়ে শেষপর্যন্ত বর গ্রহণে সম্মত হইয়াছিলেন। এ সমস্ত কথা আমরা যথাস্থানে বিবৃত করিয়াছি।

ভগবান্ দুর্বাসা কুন্তীকে যে বর প্রদানে উদ্যত হইয়াছিলেন সেই বরও অতি বিচিত্র। ধন, পুত্র, ঐশ্বর্য, আয়ু, সৌভাগ্য প্রভৃতি বরই

স্ত্রীলোককে মহাপুরুষেরা প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু সে সমস্ত কিছু না দিয়া এক অদ্ভুত বর দুর্বাসা প্রদান করিয়াছিলেন। এই বরই কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের বীজবপন। এই কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের বীজবপন ভগবান্ রুদ্রের অবতার, ক্রোধভট্টারক ভগবান্ দুর্বাসা সহস্তে করিয়াছেন। ভাবী মহাযুদ্ধের পরিণাম করতলামলকবৎ অবলোকন করিয়া দুর্বাসা এই বরটি কুন্তীকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই বর প্রভাবে যে-কোনও দেবতা কুন্তীর নিকটে কামার্ত হইয়া আগমন করিয়া কুন্তীর অভিলষিত পুত্র প্রদান করিবেন। কুন্তী যদিও এই বর গ্রহণকালে ইহার রহস্য বুঝিতে পারেন নাই, তথাপি মহাভারতযুদ্ধের অবসানে এই রহস্য অতি পরিস্ফুট হইয়াছিল। কুন্তীর এই বর গ্রহণ প্রভাবে মহাবীর কর্ণের জন্ম না হইলে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ কখনই সংঘটিত হইত না। নিবিষ্টচিত্তে মহাভারত পাঠ করিলে এই তত্ত্ব পরিস্ফুট হইবে। মহাভারতকার নিজেই ইহা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন এবং মহারাণী কুন্তীর কন্যাবস্থাতে মহাবীর কর্ণ জন্ম গ্রহণ না করিলে সর্বক্ষয়কারক কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইত না। কর্ণের অতিশয়িত বীরত্বপ্রভাবে মহারাজ দুর্যোধন উৎসাহিত হইয়া ভীষ্ম দ্রোণাদির বহু নিষেধ সত্ত্বেও ইন্দ্রকল্প পাণ্ডবগণের সহিত প্রত্যক্ষ শত্রুতাতে উদ্‌যুক্ত হইয়াছিলেন। এই কথা দুর্যোধন কর্ণের মৃত্যুর পরে নিজেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। দুর্লঙ্ঘনীয় নিয়তির প্রভাবে কার্যাবলী পর পর কিরূপে সংঘটিত হইবে তাহা তত্ত্বজ্ঞ মহর্ষিরা পূর্বেই অবলোকন করিয়া থাকেন। সেইজন্য দুর্বাসা এইরূপ বর কুন্তীকে প্রদান করিয়াছিলেন। কুন্তীর বিবাহিতাবস্থায় এই বর প্রদান করিলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হইত না। এইজন্য কুন্তীর কন্যাবস্থাতেই ভগবান্ দুর্বাসা বলপূর্বক কুন্তীকে এই বর প্রদান করিয়াছিলেন। কুন্তীর কানীন পুত্র কর্ণ সর্বাতিশায়ী বীর্যবান্ বলিয়া এই যুদ্ধ হইতে পারিয়াছিল।

ভারতের রাজন্যমণ্ডলী পতনোন্মুখ পরিপচ্যমান ফলের মত অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন। দুর্বারবীর্য কর্ণের আবির্ভাবে যে মহাসমরবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল তাহাতে ভারতীয় নরপতিবৃন্দ ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছিলেন। কুন্তীকে বরপ্রদান করিয়া দুর্বাসা ইহারই সূচনা করিয়াছিলেন। কর্ণের দুর্বার বীর্যের প্রভাবে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধন প্রভৃতি অতিমাত্র উৎসাহিত হইয়া একাই ভারত সাম্রাজ্য গ্রাস করিবার জন্য উদ্‌যুক্ত হইয়াছিলেন এবং সাম্রাজ্যলোভে অতি লুব্ধ হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কোনও প্রকার অসৎকার্য করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণকে উচ্ছেদ করিবার জন্য কোনও দুষ্কার্যের অনুষ্ঠানেই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পরাঙ্মুখ হন নাই। স্থাবর জঙ্গম বিষপ্রদান, অচৈতন্যাবস্থায় জলে নিক্ষেপ, জতুগৃহনির্মাণ করিয়া তাহাতে কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার আয়োজন, গুপ্ত ঘাতকাদির দ্বারা বিনাশ করাইবার চেষ্টা—এইরূপ যে কোনও রূপ দুষ্কর্ম অনুষ্ঠানে সাম্রাজ্যলোভী ধৃতরাষ্ট্র প্রয়াসের ত্রুটি করেন নাই। নিয়তির অলঙ্ঘ্য নিয়মানুসারে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতিটি দুষ্কার্যের সময়েই তাঁহার উপযুক্ত সহায়ক মিলিয়াছিল। কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণের উচ্ছেদের বহু চেষ্টা করিয়াও মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিতে না পারিয়া পরিশেষে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিয়াছিলেন। ইন্দ্র-প্রস্থের রাজা হইয়া পাণ্ডবগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণানুসারে ও পাণ্ডবগণের স্বীয় বাহুবীর্যে ও বুদ্ধিবলে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির সার্বভৌম সম্রাটরূপে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অসাধারণ ঐশ্বর্য দর্শন করিয়া দুর্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনির পরামর্শানুসারে ধৃতরাষ্ট্র কপট দ্যূতক্রীড়া করিয়া পাণ্ডবগণের যথাসর্বস্ব অপহরণ করিয়া পাণ্ডবগণকে সুদীর্ঘ বনবাসী করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। সেই দ্যূতসভায় পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদীকে আনয়ন করিয়া

অতিশয় অপমানিত করিয়াছিলেন। ইহাতে ধৃতরাষ্ট্রাদিরা মনে করিয়াছিলেন—পাণ্ডুবংশের একরূপ উচ্ছেদই হইয়াছে আর কোনও চিন্তা নাই।

কিন্ত বনবাসের নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হওয়ার পরে পাণ্ডবগণ যখন স্বকীয় পৈতৃক রাজ্যার্দ্ধ প্রার্থনা করিলেন তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র নানারূপ কূট ষড়যন্ত্রের আশ্রয় লইয়া পাণ্ডবগণকে চিরবনবাসী করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষের দূত হইয়া হস্তিনা সভায় সমাগত হইলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে কিঞ্চিন্মাত্র রাজ্যাংশ প্রদান করিতে অসম্মত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। এই সময়ে মহারাণী কুন্তী মহামতি বিদুরের গৃহে অত্যন্ত সংকৃত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। এই সময়ে ধৃতরাষ্ট্র মহারাণী গান্ধারী ও মহারাণী কুন্তীর প্রতি উদাসীনতা অবলম্বন করিয়া সম্পূর্ণ হৃদয়হীনতা ও অধার্মিকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যদিও মহারাণী গান্ধারী মহীয়সী রমণী ছিলেন কিন্ত এই সময়ে কুন্তীর প্রতি তাঁহার ব্যবহার অত্যন্ত অসঙ্গত হইয়াছিল। এই সময়ে ভীষ্ম, দ্রোণাদির ব্যবহারও উপযুক্ত হয় নাই। কুরুবংশে একমাত্র মহামতি বিদুর এই সময়ে স্বীয় মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রাদি মনে করিয়াছিলেন পাণ্ডবগণ চিরবিনষ্টই হইয়াছে, আর তাহাদের প্রতি মনুষ্যোচিত কোনও ব্যবহারের আবশ্যকতা নাই। এই সময়ে মহারাণী কুন্তী বিদুরের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। কৃষ্ণ কুন্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে কুন্তী পাণ্ডবগণের তেজোবৃদ্ধির জন্য, উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য, রাজোচিত কর্মের অনুষ্ঠানের জন্য শাশ্বতধর্মের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কৃষ্ণকে রাজনীতি অনুসারে যে সমস্ত সুগভীর তত্ত্বের উপদেশ করিয়াছিলেন তাহা ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে একান্ত দুর্লভ। বিশেষতঃ একজন রমণীর পক্ষে, একজন উৎপীড়িত নিরাশ্রয়

রাজমহিষীর পক্ষে, এইরূপ তেজোবর্ধক, উৎসাহজনক, হর্ষবর্দ্ধক উক্তি, যাহা বিদুলানুশাসন দ্বারা কুন্তী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পাণ্ডবগণকে বলিবার জন্য উপদেশ করিয়াছিলেন তাহা সমগ্র ভারতীয় সভ্যতাতে দুর্লভ হইতে দুর্লভতর। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মপর্বের প্রারম্ভে অধ্যাত্মচিন্তার নিধান গীতার উপদেশ করিয়া ভারতীয় সভ্যতার যে অসাধারণ গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, মহারাণী কুন্তীর বিদুলানুশাসন তদপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন ছিল না। ভগবান্ গীতাতে যে সকল উপদেশ করিয়াছেন তাহা ভারতীয় উপনিষদ রাশিতে বহুধা কীর্তিতই ছিল। কিন্তু মহারাণী কুন্তী বিদুলানুশাসনে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ভারতীয় সভ্যতাতে একান্ত দুর্লভ। মহারাণী কুন্তী যদি এই বিদুলানুশাসন প্রকাশ না করিতেন তবে আমরা ভারতীয় ক্ষত্রিয় রমণীর দুর্বারণীয় বীর্য্য কখনও অবগত হইতে পারিতাম না। এই বিদুলার অনুশাসন কেবলমাত্র মহাভারতে নহে কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর সাহিত্যে শ্রেষ্ঠতম স্থানে প্রজ্বলিত রহিয়াছে।

সৌবীর রাজমহিষী মহারাণী বিদুলা মহারাণী কুন্তীর বহুপূর্বেই স্বীয় পুত্রকে অনুশাসন করিয়াছিলেন। এই অনুশাসন শ্রোতৃপরম্পরাক্রমে মহারাণীর পিতৃগৃহ-বাসসময়ে তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল। এইরূপ আরও কত রাজকন্যা রাজমহিষীরও এই বিদুলানুশাসন কর্ণগোচর হইয়াছিল। কিন্তু এই দুর্লভ অনুশাসন ভারতীয় অন্য কোন রমণীর হৃদয়ে এইরূপ সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত হয় নাই, যেরূপ মহারাণী কুন্তীর হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছিল। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় মহারাণী বিদুলার হৃদয়ের সাম্য মহারাণী কুন্তীর ছিল। তাহা না হইলে অন্য ক্ষত্রিয় রমণীর মুখ হইতেও আমরা বিদুলার অনুশাসন শুনিতে পাইতাম। যাঁহারা রাজপুত রমণীদের অসাধারণ বীরত্ব-কাহিনীর ঘোষণা করেন সেই সমস্ত বীরত্বগাথা মহারাণী বিদুলার

অনুশাসনের একটি বিন্দুমাত্র। ক্ষত্রিয় রমণীর হৃদয়ে শত্রুনির্য্যাতনের কিরূপ জ্বালা, কিরূপ উৎসাহ, কিরূপ দুর্বারণীয় শক্তি, মৃত্যুর প্রতি কিরূপ তৃণবৎ উপেক্ষা সম্ভাবিত হয়, তাহা কুন্তীপ্রোক্ত বিদুলানুশাসনে পরিস্ফুট হইয়াছে। বৌদ্ধপ্লাবনের ফলে ভারতের অখণ্ড দুর্ভাগ্যের উদয়ে ক্ষত্রিয় রমণীর এই দুর্বারণীয় তেজস্বিতা একেবারে শীতল হইয়া গিয়াছে। নৃত্যগীতমাত্রই একমাত্র রমণীহৃদয়ের কাম্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। আমাদের বড়ই পরিতাপের বিষয় ভারতবর্ষের কত মনীষী লেখক ছিলেন ও আছেন কিন্তু কোন লেখকই এই অতুলনীয় বিদুলানুশাসনে কিঞ্চিন্মাত্র আলোকপাত করেন নাই, সকলেই কৃপণ হইয়াছেন। ইহা বৌদ্ধপ্লাবনের ফলে ভারতবাসীর নিতান্ত ক্লীবতারই অসাধারণ চিহ্ন। সকলেই কুকথায় পঞ্চমুখ। যাহা হউক নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মানুসারে কুরুক্ষেত্রে সর্বনাশী সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া ভারতবর্ষ বীরশূন্য হইয়া গিয়াছিল, বালবৃদ্ধাতুর মাত্রই অবশিষ্ট ছিল।

এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্রবংশ সমূলে নিহত হওয়ায় মহারাজ যুধিষ্ঠির ভারতবর্ষের সার্বভৌম রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। আজ কুন্তী সম্রাট্ যুধিষ্ঠিরের জননী হইয়াছেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির ভারতবর্ষের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যখন সকলের কার্যবিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির মহারাণী কুন্তীকে বলিয়াছিলেন— হে জননী, অদ্য হইতে তোমার প্রধান কর্ত্তব্য আমার এই শোকার্ত্ত, বৃদ্ধ, পিতামাতা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সর্বতোভাবে পরিচর্য্যা। ইহাদের পরিচর্য্যায় কিছুমাত্র ত্রুটি না থাকে এজন্য তুমি সর্বদা অবহিতচিত্তে ইঁহাদের শুশ্রূষাতে নিরত থাকিবে। মহারাণী কুন্তীও অতি আনন্দিত মনে বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর পরিচর্য্যাতে কায়মনোবাক্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন। সুদীর্ঘ পঞ্চদশ বৎসর হস্তিনাতে

থাকিয়া মহারাণী কুন্তী ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর অসাধারণ পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। এই কুন্তীর পরিচর্য্যায় ও শুশ্রূষায় অতি পাপিষ্ঠ, দুর্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রও যে প্রসন্নতা লাভ করেন নাই তাহা নহে। বনগমনকালে পঞ্চদশ বৎসর কুন্তীর শুশ্রূষালাভ করিয়া গান্ধারীকে বলিয়াছিলেন, হে গান্ধারী, বধূ কুন্তীর শুশ্রূষাতে আমরা বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়াছি। আর আমাদের পরিচর্য্যার জন্য আমাদের সহিত কুন্তীর বনগমনের আবশ্যকতা নাই। কিন্তু, ধৃতরাষ্ট্র কুন্তীর পরিচর্য্যায় প্রীত হইলেও কিছুমাত্র বিস্মিত হন নাই। কিন্তু হওয়া উচিত ছিল।

ধৃতরাষ্ট্র, মহারাণী কুন্তী ও পাণ্ডবগণের প্রতি জীবনব্যাপী কিরূপ সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয়ই বিস্মৃত হন নাই। ধৃতরাষ্ট্র ইহাও বুঝিয়াছিলেন যাবজ্জীবন দুষ্কর্ম করিয়াও আজ সর্বথাই কুন্তী ও পাণ্ডবগণের অনুগ্রহেই জীবনধারণ করিয়া রহিয়াছেন। এতাদৃশ দুষ্কৃতকারীর প্রতি রাজমাতা কুন্তীর দাসীবৎ পরিচর্য্যাতে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দারুণ দুষ্কৃতকারীর হৃদয়ে কুন্তীর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি ও বিস্ময়ের স্থান কোথায়? যে-কোনওরূপ অত্যাচার করিয়া আজ কুন্তী অনায়াসে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর এবং ধৃতরাষ্ট্রের বিধবা পুত্রবধূগণের সমুচিত শিক্ষা দিতে পারিতেন। ইহাতে মহারাণী কুন্তীর ইঙ্গিতমাত্র অপেক্ষিত ছিল। মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন এই সুযোগেরই অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু মহারাণী কুন্তীর হৃদয়ে প্রতিশোধের বৃত্তি তো উদিতই হয় নাই, পরন্তু মহারাজা পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা মনে করিয়া শ্রদ্ধায় ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া অতি-আনন্দিতমনে ধৃতরাষ্ট্রের পরিচর্য্যা করিয়া স্বর্গস্থ মহারাজ পাণ্ডুর পরিচর্য্যাজনিত আনন্দের আস্বাদ পাইতেছিলেন।

মহারাণী কুন্তী মহারাজ পাণ্ডুর সহিত সুদীর্ঘকাল বাস করিতে পারেন নাই। ঋষিশাপ বশতঃ মহারাজ পাণ্ডু অকালে দেহত্যাগ

করিয়াছিলেন। এজন্য পর্য্যাপ্তভাবে স্বামীর শুশ্রূষা করিতে না পারায় কুন্তীর চিত্ত স্বামীশুশ্রূষায় অতৃপ্ত ছিল। আজ পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের পরিচর্য্যার ভার পাইয়া সে অতৃপ্ত আকাঙ্খারই পরিতৃপ্তি সাধন করিতেছিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের প্রতি কোনও দুষ্কার্য্যেরই অল্পতা রাখেন নাই, তাঁহার পাপিষ্ঠতা, নৃশংসতা ক্রূরতা সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। অথচ ধৃতরাষ্ট্র কুন্তীর পরিচর্য্যা-গ্রহণে উদ্যুক্ত ছিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সহৃদয়তার লেশমাত্র থাকিলেও মহারাণী কুন্তীর এই সুদীর্ঘ পরিচর্য্যা গ্রহণে সম্মত হইতেন না। পক্ষান্তরে মহারাণী কুন্তীর চিত্তের অবস্থা বিশ্লেষণ করিলে চিত্ত বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইবে। ধৃতরাষ্ট্র মহানৃশংস দুষ্কৃতকারী হইলেও, কোনও সদ্‌গুণ না থাকিলেও, তিনি যে স্বর্গত মহারাজ পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তাহা অবিকল অক্ষুণ্ণই ছিল। দুষ্কার্য্যের দ্বারা স্বভাবসিদ্ধ জ্যেষ্ঠভ্রাতৃত্বের কখনও অপগমন হইতে পারে না। আর, ইহাই মাত্র কুন্তীরও অপেক্ষিত ছিল। মহারাণী কুন্তী যখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে বসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন, তখন মহারাণী সুস্পষ্টভাবে স্বর্গত মহারাজ পাণ্ডুর দেহ-প্রতিবিম্ব তাঁহারই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের দেহে অবলোকন করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। স্বামীর নাসিকা, ওষ্ঠ, অধর, ললাট, ভ্রূ প্রভৃতি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সেই সেই অবয়বের সংবাদী ছিল। মহারাজ পাণ্ডুর দেহকান্তি, অঙ্গসৌষ্ঠব প্রভৃতি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের দেহে প্রতিফলিত ছিল। এই পাণ্ডুর দেহসাম্য ধৃতরাষ্ট্রে অবলোকন করিয়া মহারাণী কুন্তীর হৃদয়ে ধৃতরাষ্ট্রের নৃশংসতা প্রভৃতি ক্ষণকালের জন্যও উদিত হইতে পারে নাই। "জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম পিত্রা" এই মনুর অনুশাসন অনুসারে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কুন্তী স্বর্গগত মহারাজ পাণ্ডুর পিতা বলিয়াই মনে করিতেন। এজন্য কুন্তী কখনও ধৃতরাষ্ট্রকে স্বামীর ভ্রাতা,

(ভাসুর) ও গান্ধারীকে ভাসুর-পত্নী বলিয়া মনে করেন নাই। সর্বদাই কুন্তী ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে 'আমার শ্বশুর ও শ্বশ্রূ' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। স্বামীর প্রতি পত্নীর যথার্থ অকপট অনুরাগের ইহাই নিদর্শন। অগণ্য দোষরাশি ধৃতরাষ্ট্রে বিদ্যমান থাকিয়াও কুন্তীর স্বামীর প্রতি অনুরাগের কিছুমাত্র মালিন্য ঘটাইতে পারে নাই। কস্তূরীর সদ্‌গন্ধ পরীক্ষার ইহাই রীতি যে রসোনের রসে কস্তূরী মর্দিত হইলেও রসোনের গন্ধকে অভিভূত করিয়া কস্তূরীর গন্ধই সুপ্রকট থাকিলে সেই কস্তূরীই যথার্থ বলিয়া জানা যায়। রসোনের অতুষ্টিপ্রদ দুর্গন্ধে কস্তূরীর সদ্‌গন্ধ অভিভূত হয় না। এই অনভিভবনীয় সদ্‌গন্ধ দ্বারাই কস্তূরীর শ্রেষ্ঠতা পরীক্ষিত হইয়া থাকে। মহারাণী কুন্তীর পাণ্ডুর প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সুদীর্ঘ সেবা দ্বারা সুপরীক্ষিত হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে সুদীর্ঘ পঞ্চদশ বৎসর কায়মনোবাক্যে ধৃতরাষ্ট্রের সেবা করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির কিছুমাত্র ন্যূনতা কুন্তীর হয় নাই, পরন্তু উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইয়াছিল। আর এইজন্যই কুন্তী পঞ্চদশ বর্ষের পর আরও তিন বৎসর অরণ্যে গমন করিয়া ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর পরিচর্য্যা করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। মহারাণী কুন্তীর সর্বথা পাণ্ডুর প্রতি যে অলৌকিক অসাধারণ অনুরাগ ছিল, যাহা ফল্গুপ্রবাহের মত কুন্তীর হৃদয়কে সিক্ত করিয়া রাখিত, তাহার উৎকট বাহ্যবিকাশ ছিল না। স্বর্গত স্বামীর প্রতি অনুরাগাতিশয়ে হা-হুতাশ ছিল না। কিন্তু এই অনুরাগের ফলে কুন্তী যে ত্যাগ করিয়াছেন তাহা কল্পনারও অতীত। সম্রাট্ যুধিষ্ঠিরের মাতা, সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, পুত্র, পুত্রবধূ, দাসদাসী ও অখণ্ড প্রভুত্ব পরিত্যাগ করিয়া দাসীর মত কায়মনোবাক্যে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর পরিচর্য্যা করিতে করিতে শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সর্ববিধ স্বার্থ, আকাঙ্ক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়া তৃণবৎ

সর্বসমৃদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া 'আমার স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা' এই মাত্র মনে করিয়া প্রসন্ন মুখে ধৃতরাষ্ট্রের সহিত কুন্তী নিজের দেহকেও আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন।

মহারাণী কুন্তীর এই ত্যাগ, এই আত্মবিসর্জন মহারাজ পাণ্ডুর প্রতি পরম অনুরাগেরই বিজয়-দুন্দুভি। মহারাণী কুন্তী যত যত ত্যাগ করিয়াছেন ততই মহারাজ পাণ্ডুর প্রতি অনুরাগ সমুজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। মহারাণী কুন্তীর চরিত্রের এই শেষাংশের ঘটয়িতা একমাত্র পাণ্ডুর প্রতি পরম অনুরাগ। এই অনুরাগ বাদ দিলে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সহিত কুন্তীর কি সম্বন্ধ ছিল, কি সৌহার্দ্য ছিল, যাহার জন্য কুন্তী সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া সুদীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষ তাঁহাদের সেবা করিয়া জীবন বিসর্জন দিয়াছিলেন? কুন্তী বলিয়াছেন—

"পতিলোকানহং পুণ্যান্ কাময়ে তপসা বিভো!"
শ্বশ্রূশ্বশুরয়োঃ কৃত্বা শুশ্রূষাং বনবাসিনোঃ॥"

(আশ্রমবাসিকপর্ব ১৯।২০ শ্লোক)

এইস্থলে কুন্তী নিজের হৃদয়ের অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপেই ব্যক্ত করিয়াছেন। আমি একমাত্র পতিলোকপ্রার্থিনী, পতির সান্নিধ্য লাভই আমার একমাত্র কাম্য। কিন্তু এই পতিলোকলাভ তপস্যা ব্যতীত হইতে পারে না, এবং যে কোনও তপস্যা দ্বারাও হইতে পারে না। আমার স্বর্গত পতির গুরুমূর্ত্তিযুগল ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর পরিচর্য্যার দ্বারাই মাত্র ইহা সম্ভব। যদি আমার স্বামীর এই গুরুমূর্ত্তিযুগলে আমার চিত্তকে আমি সম্পূর্ণভাবে লিপ্ত করিতে পারি, তবেই আমার পতিলোক অবশ্য লাভ করা সম্ভব হইবে। সদৃশ কার্য্যের অভ্যাস দ্বারা সদৃশ কার্য্যান্তরের বিশেষ নৈপুণ্য লাভ হইয়া থাকে। যেমন ধনুর্ধরগণের লক্ষ্যভেদের অভ্যাস দ্বারা লক্ষ্য স্থির হয়। যেমন ঈশ্বর-আরাধন দ্বারা জীবের স্বাত্মসাক্ষাৎকার হয়, যেমন শ্রীবিগ্রহের সেবা দ্বারা ভগবানের দর্শন

লাভ হয়, এইরূপ মহারাজ পাণ্ডুর প্রতিবিম্বরূপ ধৃতরাষ্ট্রে সেবা সমর্পিত হইলে সেই সেবা মহারাজ পাণ্ডুর চরণকমলেই উপনীত হইবে। আর তাহার ফলে আমি মহারাজ পাণ্ডুর চিরসান্নিধ্য লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইব।

মহারাণী কুন্তী যখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে সুদীর্ঘ পঞ্চদশ বর্ষ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সাধারণ প্রেষ্যার স্থায় পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন, তখনই তাঁহার হৃদয়ে এইরূপ সুদৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছিল যে—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর পরিচর্য্যা করিয়া জীবনের অবসান ঘটাইবেন। কাহারও উপদেশে বা প্ররোচনার ফলে মহারাণী কুন্তীর হৃদয়ে এই সঙ্কল্পের উদয় হয় নাই। স্বভাবতঃই তাঁহার চিত্তে এই দৃঢ় সঙ্কল্প উৎপন্ন হইয়াছিল। এই সুকঠোর তপস্যা দ্বারা মহারাণী কুন্তী ব্রহ্মলোকে, বিষ্ণুলোকে, শিবলোকে বা গোলোকে যাইবার জন্য অভিলাষিণী হন নাই। কিন্তু একমাত্র পতিলোকে গমন করিবার জন্যই অভিলাষিণী হইয়াছিলেন। ভারতীয় রমণীগণের নিকটে ব্রহ্মলোকাদি হইতেও পতিলোক শ্রেষ্ঠ। "পতিরেকোগুরুঃ স্ত্রীণান্" ভগবান্ মনুর এই অনুশাসনানুসারে পতিই রমণীগণের আরাধনীয়তম তত্ত্ব। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কেহই রমণীর গুরু নহেন। কিন্তু পতিই রমণীর একমাত্র গুরু। পতি ভিন্ন অন্য যে কেহ রমণীর নিকটে লঘু, ভারতীয় রমণীর দৃষ্টিতে পতি অপেক্ষা গুরু আর কোনও তত্ত্ব নাই—ভারতের এই শাশ্বত আদর্শ আজ নিতান্তই ম্লান হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় রমণীগণ আজ অনেকেই বোধ হয় পতিকে পরম গুরু বলিয়া মনে করেন না। রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে ৩০।৩৩ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়—জগজ্জননী জানকী বলিয়াছেন—"যাসাং স্ত্রীণাং প্রিয়ো ভর্তা তাসাং লোকা মহোদয়াঃ।" যে সমস্ত রমণীর পতি পরম প্রিয় বলিয়া বোধ হয়, সেই সমস্ত রমণীগণ সাক্ষাৎ ব্রহ্মলোকাদিগামিনী হইয়া থাকেন। কত

সহজ কথায় জননী জানকী এই গভীরতম তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। স্বামীর অন্ত পরিচর্য্যার আবশ্যকতা নাই, সেবার প্রয়োজন নাই, আজ্ঞা প্রতিপালনের বাহুল্য নাই, কিন্তু রমণীর হৃদয়ে ইহা যেন স্থির থাকে—আমার স্বামী, আমার পতি আমার প্রিয়তম। মাত্র এতটুকু দৃঢ় ভাব দ্বারাই রমণী নিজের জীবনের কৃতকৃত্যতা লাভ করিয়া থাকেন। পতি আমার প্রিয়তম এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস রমণীর হৃদয়ে থাকিলে রমণীর কি কি কর্তব্য হইবে, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইবে। তাহার বিশ্লেষণের জন্ম বিশাল সূচীপত্র নির্মাণের প্রয়োজন নাই। আজ যে মহারাণী কুন্তী মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রাদির পরিচর্য্যা করিয়া দেহত্যাগে উদ্যত হইয়াছেন, তাহার মূলেও পাণ্ডুর প্রতি মহারাণীর অগাধ অনুরাগ। এজন্য ধৃতরাষ্ট্রাদির পরিচর্য্যা কিরূপে করিতে হইবে, ইহা কুন্তীকে শিখাইয়া দিবার আবশ্যকতা কাহারও হয় নাই এবং অরণ্যবাসে গমন করিয়া ধৃতরাষ্ট্রাদির পরিচর্য্যা করিয়া দেহপাত করিতেও উপদেশ করিবার প্রয়োজনীয়তা হয় নাই। ভারতীয় রমণীগণের পরম শ্রেয়ঃ পথ এমনই অনাবিল ও সরল ছিল, যাহা আজ অত্যন্ত পঙ্কিল ও জটিল হইয়া গিয়াছে। কতটুকু কথা—'আমার স্বামী আমার প্রিয়তম' কিন্তু সমগ্র ভারতে আজ এমন কয়জন রমণী আছেন যিনি অকুণ্ঠচিত্তে বলিতে পারেন—'আমার স্বামী আমার প্রিয়তম?' অথণ্ড দুর্ভাগ্যের উদয়ে ভারতীয় রমণীগণের নিকটেও পতি প্রিয় বলিয়া বোধ হইতেছেনা।

মহারাণী কুন্তী ধৃতরাষ্ট্রাদির অনুগমন করিয়া কুরুক্ষেত্রে আসিয়া অরণ্যবাসিনী হইয়াছিলেন। এই কুরুক্ষেত্রে এক বৎসর কাল কঠোর তপস্যা দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রাদির পরিচর্য্যা করিতে করিতে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে পাণ্ডবেরা সপরিবারে হস্তিনাপুর হইতে আগমন করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে মাসাধিককাল অবস্থান

করেন। এই সময়ে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা আমরা যথাস্থলে বর্ণনা করিয়াছি। ভগবান্ ব্যাসদেবের প্রসাদে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত মৃত বান্ধবগণের চাক্ষুষ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি বিগতশোক হইয়াছিলেন। এই সময়ে মহারাণী কুন্তী তাঁহার কানীন পুত্র কর্ণের দর্শন মানসে ব্যাসদেবের নিকট অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সময়ে মহারাণী কুন্তী সম্মিলিত মহর্ষিগণের সম্মুখে, বিশেষতঃ ব্যাসদেবের সম্মুখে, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও যুধিষ্ঠিরাদি পুত্রগণ, পুত্রবধূগণ ও অসংখ্য পরিচারকবর্গের সম্মুখে তাঁহার কন্যাবস্থায় যেরূপে মহাবীর কর্ণের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হয় ইহাতে কুন্তীর কোনও পাপলেশ ছিল না। থাকিলে এইরূপ মহামান্য পুরুষগণের সম্মুখে কুন্তী কখনও কর্ণের উৎপত্তি কথা এইরূপ অকপটে বর্ণনা করিতে পারিতেন না। ইতঃপূর্বে যুদ্ধে মৃত বান্ধবগণের জলপ্রদানিক পর্বে কুন্তী যুধিষ্ঠিরাদি পুত্রগণের সম্মুখে কর্ণের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছিলেন ভবিতব্যতার অখণ্ডনীয় নিয়মানুসারে কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের পূর্বে মহারাণী কুন্তী যদি যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের সমক্ষে 'তাঁহার গর্ভেই কর্ণের জন্ম হইয়াছে' ইহা প্রকাশ করিতেন, তবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হইত না। অথচ কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের অবসানে মহারাণী কুন্তী অকুণ্ঠভাবে কর্ণের উৎপত্তি সংবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা সর্বসংহারিনী দুর্লঙ্ঘনীয় নিয়তির প্রভাবেই হইয়াছিল।

যাহা হউক, কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবগণ মাসাধিক কাল ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে অবস্থান করিয়া—এই পৃথিবীলোকে আর দেখা হইবে না—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যখন ধৃতরাষ্ট্রাদির নিকট হইতে পাণ্ডবগণ চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া হস্তিনায় উপনীত হইয়াছিলেন, তখন ধৃতরাষ্ট্রাদিরা অত্যন্ত নির্বিঘ্নচিত্তে কুরুক্ষেত্র হইতে পদব্রজে হরিদ্বারে আসিয়া উপনীত

হইয়াছিলেন। তখন হরিদ্বার মহাঅরণ্য, এখনকার মত কোলাহল-মুখর লোকালয় নহে। এইখানে আসিয়া মহা কঠোর তপস্যা অবলম্বন-পূর্বক ধৃতরাষ্ট্রাদিরা দুই বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। এই সময়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সহিত গান্ধারী, কুন্তী, সঞ্জয় এবং মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অগ্নিপরিচারক ব্রাহ্মণগণ ছিলেন। বিদুর পূর্বেই কুরুক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। কঠোর তপস্যায় নিরত হইয়া প্রায় দুই বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অগ্নিযাজক ব্রাহ্মণগণকে বলিয়াছিলেন—আর আমার অগ্নির পরিচর্য্যার আবশ্যকতা নাই। আপনারা হরিদ্বারের অরণ্য মধ্যে অগ্নি পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করুন। এই পরিত্যক্ত অগ্নি অল্পকাল মধ্যে হরিদ্বারের অরণ্য ভূমিতে ক্রমশঃ প্রজ্বলিত হইয়া ঘোর দাবানলের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই সময়ে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও সঞ্জয় গঙ্গায় অবগাহন করিবার জন্য গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়াছিলেন। তখন সঞ্জয় দেখিলেন—তাঁহারা যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন তাহার চতুর্দিক পরিবেষ্টন করিয়া ঘোর দাবানল প্রজ্বলিত হইয়াছে। অতি সত্বর দৌড়াইয়া ঐ স্থান হইতে দূরে গমন করিতে না পারিলে সকলেরই দাবানলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ মনে করিয়া সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন—হে মহারাজ! ঘোর দাবানলে আমরা পরিবেষ্টিত হইয়াছি। অতি দ্রুত দৌড়াইয়া এ স্থান পরিত্যাগ করিতে না পারিলে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য। সঞ্জয়ের কথা শ্রবণ করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন—তুমি দ্রুত এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া নিরাপদ স্থানে গমন কর, আমাদের জন্য অপেক্ষা করিও না। আমাদের দ্রুত যাইবার সামর্থ্যও নাই, প্রয়োজনও নাই। ইহা বলিয়া সঞ্জয়কে বিদায় করিয়া গান্ধারী ও কুন্তীকে কহিলেন—হে বধূদ্বয়! তোমরা প্রাণসংযমন করিয়া, ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রত্যাহার করিয়া এই গঙ্গাকূলে উপবেশন কর। এই দাবানলেই

আমাদের শরীর ভস্মীভূত হইবে। এই বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র বধূদ্বয়ের সহিত প্রাণগতি নিরোধ করিয়া, ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রত্যাহার পূর্বক গঙ্গাকূলে উপবেশন করিয়াছিলেন। আর সেই প্রজ্বলিত দাবানলে ইঁহারা তিনজনেই ভস্মীভূত হইয়াছিলেন।

এইস্থলে আমরা মহারাণী কুন্তীর দেহাবসান বর্ণনা করিলাম। এস্থলে আলোচ্য এই যে যখন দাবানল চতুর্দিক হইতে কুন্তী প্রভৃতির দিকে বেগে ধাবিত হইয়াছিল, সেই সময়ে মহারাণী কুন্তীর হৃদয়ে কি চিন্তার উদয় হইয়াছিল তাহার একটু স্বরূপ বিশ্লেষণ আবশ্যক। মহারাণী কুন্তী দাবানল পরিবেষ্টিত হইয়া স্বর্গস্থ মহারাজ পাণ্ডুর চরণে বোধ হয় এই শেষ নিবেদন জানাইয়াছেন—হে স্বর্গত মহারাজ পাণ্ডু! আমি তোমার জ্যেষ্ঠা পত্নী, তোমার সন্তানগণের লালন পালনের জন্য তোমার মৃত্যুসময়ে তোমার বহ্নিতে প্রাণত্যাগ করিয়া তোমার সহগমন করি নাই। কিন্তু আজ তোমার পুত্রগণ রাজ্যলাভ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আমি তোমার সহিত চিরমিলনের আকাঙ্ক্ষিণী হইয়া তোমার এই গুণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও তাঁহার পত্নীর শুশ্রূষা করিতে করিতে এই দাবানলে প্রাণত্যাগ করিলাম। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তোমারই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। কেবল তোমার ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ ব্যতীত এই ধৃতরাষ্ট্রের কোনও গুণলেশ নাই। কিন্তু সর্বদোষের আকর। কেবল তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইহাই মাত্র সত্য। এই মনে করিয়া ইহার জন্য আমি সাম্রাজ্য, পুত্র, পুত্রবধূ, প্রপৌত্র, ধন-জন-ঐশ্বর্য, প্রভুত্ব দাস-দাসী সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিলাম। অভিনয়ের দ্বারা ত্যাগ যতদূর প্রকাশিত হইতে পারে, সেই অভিনয়ের পরাকাষ্ঠা তোমার এই গুণধর ভ্রাতার জন্যই করিলাম। ইহা পরমার্থ সত্য যে, তোমার এতাদৃশ ভ্রাতার জন্য যে ত্যাগের অভিনয় করিতে পারিয়াছি, তোমার জন্য এতদপেক্ষা শত সহস্রগুণ অধিক ত্যাগ যে

আমি করিতে পারি, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু ত্যাগের অভিনয় তোমার এই ভ্রাতার জন্যই পরিসমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। কারণ, মৃত্যুর অধিক অভিনয় কোনও অবস্থাতেই সম্ভাবিত নহে। তোমার জন্য আমি যেরূপ ত্যাগ করিতে সমর্থ, তাহা অভিনয়ের দ্বারা বুঝাইবার উপায় নাই। তুমি স্বর্গস্থিত হইয়া নিজের সহৃদয়তার দ্বারা অনুভব কর যে আমি তোমার জন্য কতদূর ত্যাগ করিতে পারি। ফারেন্‌হাইট্ তাপমান যন্ত্রে ২৮ ডিগ্রিতে জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়, ২৮ ডিগ্রি অপেক্ষাও নিম্ন ২৪, ২৩, ২২, ডিগ্রিতে তাপ আরও কম হইয়া থাকে ইহা সুনিশ্চিত। কিন্তু তাহা অভিনয়ের দ্বারা জল দেখাইতে পারে না। জল বরফের আকারে পরিণত হইয়া তাহার নিম্নতাপের অভিনয় দেখাইতে পারে না, কারণ তদপেক্ষা নিম্ন নিম্নতর তাপেও জল বরফই হইবে, এতদপেক্ষা অধিক কিছুই হইবে না।

হে জননি মহারাণি কুন্তি! তোমার দিব্য-জীবনের আলোচনার বিশ্লেষণ করিবার সামর্থ্য আমার মত অন্ধ, নীচ, অধার্মিক মহামূঢ়ের কোথায়? তুমি কোন্ মহাপ্রয়োজনে কি করিয়াছিলে, তাহা আমার মত মূর্খ কি বুঝিতে পারে? না জানি আমার অজ্ঞতাবশতঃ নানাবিধ কঠোর আলোচনা দ্বারা তোমার হৃদয়ে কত দুঃখই না দিয়াছি। তোমার হৃদয়ে কত যন্ত্রনাই না দিয়াছি। কিন্তু হে জননি মহারাণি! আমি তোমার নিতান্ত অযোগ্য, মূঢ় সন্তান। আমার শত সহস্র অপরাধও তুমি ক্ষমা করিবে, এই একমাত্র দৃঢ় বিশ্বাস।

মহারাজ ভগীরথের তপঃপ্রবাহরূপিণী ভগবতী গঙ্গা ব্রহ্মলোক হইতে পৃথিবীলোকে প্রবাহিত হইয়াছিলেন। রাজর্ষি ভগীরথের তপঃপ্রবাহই গঙ্গাপ্রবাহরূপে পৃথিবীতলে দেখা দিয়াছিল। কপিল-শাপদগ্ধ সগরপুত্রগণের উদ্ধারের জন্য ভগীরথ গঙ্গাকে পৃথিবীতলে আনয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু পিতৃলোকের উদ্ধার করিয়া রাজর্ষি

ভগীরথ গঙ্গাপ্রবাহকে আবার ব্রহ্মলোকে ফিরাইয়া দিয়া আসেন নাই। আমাদের অশেষ সৌভাগ্যবশতই তাঁহার তপস্যালব্ধ গঙ্গাধারা পৃথিবীতলেই রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাই আজ আমরা মহাপাতকী, মহামূঢ় মহা অযোগ্য হইয়াও সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী গঙ্গাদেবীকে দর্শন, স্পর্শন, পান, অবগাহনাদি করিয়া থাকি। কিন্তু ভগবতী গঙ্গার দর্শন স্পর্শনাদিতে আমরা অযোগ্য হইয়াও দর্শন স্পর্শনাদিতে নিবৃত্ত হই না। যেহেতু গঙ্গার স্পর্শে আমাদের অধিকার আছে, এইরূপ দুরভিমানই তাহার কারণ। আমরাও পৃথ্বীতলবাসী, গঙ্গাও পৃথিবীতলবাহিনী। এইরূপ হে জননি মহারাণি! তুমি মহারাজ পাণ্ডুর অনুরাগে উদ্বেলিত হইয়া যে সমস্ত আচরণ করিয়া কৃতকৃত্যতা লাভ করিয়াছ, সেই সমস্ত আচরণরাশি তুমি নিজের হস্তে মুছিয়া ফেলিয়া দিয়া যাও নাই। আমাদের ন্যায় অযোগ্য সন্তানের কল্যাণের জন্যই তোমার আচরণরাশি ধরাপৃষ্ঠেই রাখিয়া গিয়াছ। এজন্য আমাদেরও এই দুরভিমান হইয়াছে যে, পৃথিবীতলবাসী জীব হইয়া আমরা পৃথিবীতলে বিকীর্ণ তোমার আচরণরাশির সমালোচনা হইতে নিবৃত্ত হইব কেন। হে মহারাণি! তোমার চরণযুগলে অনন্ত কোটি প্রণতি জানাইয়া সাঞ্জলিবদ্ধ কাতর নিবেদন জানাইতেছি যে আমার অসমঞ্জস উক্তি ও অদূরদর্শিতার ফলে তোমার হৃদয়ে যদি কোনও ব্যথা দিয়া থাকি, তাহা তুমি আমাকে অধম সন্তান বলিয়া ক্ষমা করিও।

পরিশিষ্ট

মহাভারত অবলম্বনে মহারাণী কুন্তীর দিব্যজীবন পাঠকপাঠিকা-বর্গের নিকটে উপস্থাপিত করিলাম। পতিপত্নীর এইরূপ অনাবিল অনুরাগের নিদর্শন সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ হইতেও দুর্লভতর। যাঁহারা এতাদৃশ মহনীয় চরিত্রের গৌরব বুঝিতে না পারিয়া কুন্তীর চরিত্রেও কলঙ্ক কালিমা আরোপ করিতে প্রয়াস করেন, তাঁহারা ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতর, শোচ্য হইতেও শোচ্যতর। যে পরম উদার চরিত্র পৃথিবীতলে কেন স্বর্গেরও দুর্লভ তাদৃশ চরিত্রে দোষানুসন্ধান বিধিশপ্ত দুর্ভাগ্য ব্যক্তি ব্যতীত কেহ করিতে পারে না। ভগবান সূর্যের উদয়ে বৃক্ষকোটরবাসী দুর্ভাগ্য পেচক যদি অন্ধকার দর্শন করে, তাহা সূর্যের অপরাধ নহে, বরং পেচকেরই অখণ্ড দুর্ভাগ্য। আমি দৃঢ়কণ্ঠে ইহা বলিতেছি যে—মহারাণী কুন্তীর মত সাধ্বী রমণীর চরিত্র কেহ দেখাইতে তো পারিবেনই না, কল্পনাও করিতে পারিবেন কি? যে কুন্তী বিদুলানুশাসন নিজের হৃদয়ের বজ্রাদপি কঠোরতার সহিত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনিই একচক্রা নগরীতে ব্রাহ্মণ পরিবারের দুর্দশা দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে রাক্ষস-হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিজের গর্ভজাত পুত্রকেই রাক্ষসহস্তে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয়ে কোমলতারই বা পার কোথায়?

'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি' এই কবি-উক্তি মহারাণী কুন্তীর চরিত্রে যথাযথ সঙ্গত হইয়াছে। যদি কোনও দুর্ভাগ্য গঙ্গায় স্নান না করে, তাহাতে গঙ্গার মহিমার কোনও অল্পতা হইতে পারে

-না,' কিন্তু সেই দুর্ভাগ্যই বিধিবঞ্চিত হইবে। আমাদের দেশের শক্তিমান লেখকগণ মহারাণী কুন্তীর চরিত্রে অনন্যসাধারণতা প্রকাশ করিতে যদি বিমুখ হইয়া থাকেন, তাহাতে মহারাণীর চরিত্রের কোনও হানি হয় নাই। কিন্তু হানি হইয়াছে তাঁহাদের, যাঁহারা কুন্তীর চরিত্রের আলোচনায় বিমুখ হইয়াছেন।

"বাগ্‌জন্মবৈফল্যম সহ্যশল্যম্। গুণাধিকে বস্তুনি মৌনিতা চেৎ॥" গুণাধিক বস্তু দর্শনেও যাহার জিহ্বা মৌন অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহাতে তাহার জিহ্বা যে কেবল ব্যর্থই হইয়াছে তাহা নহে, পরন্তু সেই জিহ্বা তাহার মুখবিবরে অসহ্য শল্যরূপে অবস্থান করিতেছে। গুণবদ্ বস্তু স্বকীয় গুণপ্রভাবেই সর্বত্র সমুজ্জল, তাহার কোনও স্তুতি নিন্দার অপেক্ষা নাই। গুণাধিক বস্তুর স্তুতিকারীর জন্ম সফল, বাগ্‌জন্ম সফল, কিন্তু নিন্দাকারীর জন্ম বিফল ও বাগ্‌জন্মও বিফল। মহারাণী কুন্তীকে প্রাতঃস্মরণীয়রূপে উল্লেখ করায় দু-একজন পেচকসধর্মা জীব মনে মনে কিছু গোঁসা করিয়াছেন। ইহা তাঁহাদের দুষ্কৃতির ফল। আমার এইরূপ দৃঢ় ধারণা আছে আমাদের মহাভারত অবলম্বনে লিখিত এই কুন্তী প্রবন্ধ অপক্ষপাতে পাঠ করিলে তাঁহাদের মনের গোঁসাও দূরীভূত হইয়া যাইবে। আমার মনে হয়, দুর্গানাম, কালীনাম জপের মত কুন্তীনাম জপ করিলে মানুষের চিত্তশুদ্ধি হইবে, পাপ অপগত হইবে।

মহারাণী কুন্তী স্বীয় স্বামীর সন্তোষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন। কুন্তীর সেই স্বামী তৎকালে স্বর্গস্থ। জীবিত স্বামীর সন্তোষের জন্য কুন্তী এইরূপ সর্বস্ব ত্যাগ করেন নাই। জীবিত ব্যক্তির সন্তোষের জন্য অনেক নীচ, স্বার্থান্ধ পুরুষও অনেকরূপ স্বার্থত্যাগ করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহার জন্য তাঁহারা স্বার্থত্যাগ করেন, তিনি পরলোকগত হইলে ভ্রমেও তাঁহার নাম একবার উচ্চারণ করেন

না। জীবিত স্বামীর সন্তোষের জন্য অনেক রমণী অনেক কিছু করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই স্বামী পরলোকগত হইলে মৃত স্বামীর নামোচ্চারণ করিতেও কৃপণ হইয়া থাকেন। মহারাণী কুন্তীর সুচিরমৃত স্বামীর জন্য এই বিস্ময়কর ত্যাগ করিয়াছিলেন। মৃত স্বামীর জন্য বিস্ময়কর ত্যাগ একমাত্র ভারতবর্ষেই সম্ভাবিত ছিল। মৃত স্বামীর জন্য সতী হওয়া আমাদের এই ভারতবর্ষেরই চিরন্তন প্রথা। জনসাধারণ প্রায় সকলেই দর্শিতদৃষ্টি। অন্যে দেখাইয়া দিলে দেখে, দেখাইয়া না দিলে চক্ষুর সম্মুখে বস্তু থাকিলেও দেখে না। কেবল যে দেখে না তাহা নহে, অন্যে দেখাইয়া না দিলে দেখা পাপ মনে করে। আমরা প্রবন্ধের প্রারম্ভে "ধৃতিং কুন্ত্যাঃ" এই উপক্রম করিয়াছিলাম। কুন্তীর অসাধারণ ধৈর্যশীলতার কথা বলা হইয়াছিল। সমগ্র কুন্তীচরিত্র পাঠে পাঠকপাঠিকাগণ অবশ্যই বুঝিয়াছেন যে, কুন্তীর ধৈর্যশীলতার পার নাই। ব্যাসদেব উপক্রমে যাহা বলিয়াছিলেন উপসংহারে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটি প্রসিদ্ধ মুসলমান কবির উক্তি উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। গিয়াসুদ্দিন, বলবন্ প্রভৃতি পাঠান নরপতিগণ যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন, সেই সময় পারস্য দেশ হইতে আমীর খসরু নামে একজন মহাকবি দিল্লীর দরবারে আসিয়াছিলেন। এই কবি একাদশজন বাদশাহের দরবারে প্রধান বাদশাহী কবিরূপে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি মুসলমান হইলেও অতিশয় সহৃদয় ছিলেন। এজন্য তিনি মুসলমান সমাজের শ্রদ্ধেয় ছিলেন। ইনি ভারতবর্ষে আগমন করিয়া জীবনে সর্বপ্রথম সতীদাহ দর্শন করিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হন। এই কবি কোনও স্থলে সতীদাহের সংবাদ পাইলেই নিজে তথায় উপস্থিত হইতেন, এবং স্বচক্ষে সেই ঘটনা দর্শন করিয়া অনুরাগসাগরে নিমগ্ন হইয়া যাইতেন।

এই আমীর খসৃরু সতীদাহ সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ ফার্সীভাষায় লিখিয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন—অনুরাগের এত বড় উদাহরণ, এতবড় পরীক্ষা সতীদাহের মত আর নাই। ইনি ফার্সীভাষায় সতীদাহ সম্বন্ধে বহু কবিতা রচনা করেন। পরবর্তীকালের মুসলমান কবিগণ আমীর খসৃরুর ফার্সী কবিতার তর্জমা উর্দ্দুভাষায় করিয়াছিলেন। আমীর খসৃরুর একটি ফার্সী কবিতার উর্দ্দু তর্জমা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি—

নিস্বৎ সতী সে নাদো পতঙ্গকে তাঁঈ।
ইস্‌মে ঔর উস্‌মে ইলাকাভি কাঁহী॥
বহ্ আঁগ্‌মে জল্ মর্‌তি হৈ মুর্দ্দেকে লীএ।
বহ্ বুঝি শমাকে গির্‌দ্ ফির্‌তাভি নহী॥

ইহার অর্থ—প্রজ্বলিত আগুনে পড়িয়া পুড়িয়া ছাই হয়, এমন কীটপতঙ্গের অভাব নাই। হিন্দু সতীও মৃত স্বামীর চিতায় পড়িয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যান। এজন্যই কীটপতঙ্গ ও সতী এক জাতীয় বস্তু নহে! সতীর সহিত কীটপতঙ্গের সাম্যের লেশও নাই। নারার আগ্রহের বস্তু স্বামী। সেই স্বামী মৃত হইলে তাঁহার চিতায় পড়িয়া সতী প্রাণত্যাগ করে। কীটপতঙ্গের আগ্রহের বস্তু দীপশিখা। প্রজ্বলিত দীপশিখাতে বহু কীটপতঙ্গ পতিত হইয়া দগ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু এই দীপশিখা নির্বাপিত হইলে কীটপতঙ্গ নির্বাপিত প্রদীপের পার্শ্বে গমনও করে না। এই কবিতায় 'শমা' পদের অর্থ মোমবাতি। মোমবাতি প্রজ্বলিত থাকিলে বহু কীটপতঙ্গ তাহাতে পতিত হইয়া দগ্ধ হয়। কিন্তু নির্বাপিত মোমবাতির নিকট কোনও কীটপতঙ্গ যায় না। মৃত স্বামীর সহিত চিতায় প্রাণত্যাগ করা—নির্বাপিত মোমবাতির উপর পড়িয়া পুড়িয়া যাওয়া একজাতীয়। ভাবার্থ এই যে,—

প্রজ্বলিত আগুনে পড়িয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, এমন কীটপতঙ্গের অভাব নাই, কিন্তু নির্বাপিত মোমবাতির উপর পড়িয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, এমন জীব হিন্দু সতী ভিন্ন আর কেহ নাই। মৃত পতির জন্য প্রাণত্যাগ, নির্বাপিত মোমবাতিতে পড়িয়া পুড়িয়া ছাই হওয়া সমান বিস্ময়কর।

মহারাণী কুন্তী চিরমৃত পাণ্ডুর জন্য পতিলোকাকাঙ্ক্ষিনী হইয়া যে জীবন্ত দেহকে দগ্ধ করিয়াছিলেন, ইহা খসূরু বর্ণিত বৃত্তান্ত হইতে অধিকতর বিস্ময়কর।

সমাপ্ত